CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

JAGARAN ■ 1 June, 2024 ■ আগরতলা ১ জুন ২০২৪ ইং ■ ১৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সাত দফায় লোকসভা ভোট শেষ হচ্ছে আজ

নয়াদিল্লি, ৩১ মে, ২০২৪ (পিআইবি) ।। ভারতের নির্বাচন কমিশন আগামীকাল, শনিবার লোকসভা নির্বাচনের সপ্তম পর্ব অনুষ্ঠিত করতে সমস্ত রকম প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। এটিই এই নির্বাচনের শেষ পর্ব। এই পর্বে বিহার, চন্ডীগড়, হিমাচল প্রদেশ, ঝাড়খন্ড, ওড়িশা, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ সহ ৮টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৫৭টি সংসদীয় ক্ষেত্রের জন্য নির্বাচন গ্রহণের নির্ধারিত নির্ঘন্ট রয়েছে। একই সঙ্গে ওড়িশা রাজ্য বিধানসভার বাদবাকি ৪২টি বিধানসভা কেন্দ্রের জন্যও নির্বাচন করা হবে। এই অন্তিম পর্ব অনুষ্ঠিত হওয়ার মধ্য দিয়ে বিশ্বের বৃহত্তম নির্বাচনের দীর্ঘতম ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া মহা সমারোহে সম্পন্ন হবে। এবার নির্বাচন গ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল গত এপ্রিল মাসের ১৯ তারিখে এবং ইতিমধ্যেই ৬টি পর্বে লোকসভার ৪৮৬টি আসনের জন্য ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। বিগত ছয়টি পর্বে ২৮টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ভোটগ্রহণ সাবলীল ও শান্তিপূর্ণভাবে সুসম্পন্ন হয়েছে। আগামী ৪ই জুন ভোট গণনা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এরই মধ্যে ভোটগ্রহণকারী কর্মীরা ভোটগ্রহণ যন্ত্রসামগ্রী এবং নির্বাচন সংক্রান্ত অন্যান্য সামগ্রী নিয়ে তাদের সংশ্লিষ্ট ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গিয়েছেন। অন্যদিকে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলিও পর্যাপ্ত ছায়া, পানীয় জল, দিব্যাঙ্গ ও অসুস্থ ভোটদাতাদের চলাচলের জন্য রেম্প এবং শৌচাগার সহ সবাই যাতে আরামদায়ক ও সুনিশ্চিত বাতাবরণে ভোট দিতে পারেন সেই সুনিশ্চয়তা নিয়ে ভোটদাতাদের স্বাগত জানাতে প্রস্তুত হয়ে আছে।

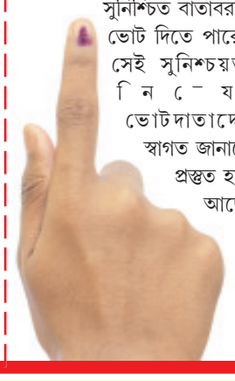

সংশ্লিষ্ট মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকগণ এবং রাজ্য প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে সম্ভাব্য তাপপ্রবাহ অথবা বৃষ্টিপাতজনিত আবহাওয়ার কারণে যাতে কোন রকম বিরূপ প্রভাব না সৃষ্টি হয় তা প্রতিরোধকল্পে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বিগত পর্বগুলিতে উষ্ণ আবহাওয়া থাকা সত্ত্বেও ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলিতে বিপুল সংখ্যক ভোটদাতা এসেছিলেন ব্যাপক হারে। বিগত শেষ দু'টি পর্বে মহিলা ভোটদাতার শতকরা হার পুরুষ ভোটদাতাদের হারকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। এদিকে নির্বাচন কমিশন আরও বিপুল সংখ্যায় ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলিতে এসে ভোট দান করতে আহ্বান জানিয়েছেন। কমিশন দায়িত্ব ও গর্বের সঙ্গে ভোট দিতে বলেছে।

সপ্তম পর্বের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন প্রসঙ্গ :

৮টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ৫৭টি সংসদীয় ক্ষেত্রের (৪১টি সাধারণ, ৩টি তপশিলি উপজাতি, ১৩টি তপশিলি জাতি) জন্য ২০২৪-এর ১লা জুন সাধারণ নির্বাচন ২০২৪ এর পর্ব-৭ এর ভোটগ্রহণ করা হবে। ভোটগ্রহণ শুরু হবে সকাল ৭টায় এবং সংসদীয় ক্ষেত্রসমূহের ধরণ অনুযায়ী ভোটগ্রহণ সমাপ্তির সময়সীমার মধ্যে তারতম্য হতে পারে। একই সঙ্গে ওড়িশা বিধানসভা চলমান ভোটগ্রহণ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ইজরায়েলের আক্রমনে প্রতিবাদে শহরে মিছিল-সভা

বিজেপি সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারবে না ঃ মানিক সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মে ।। আগামী ৪ জুন প্রকাশিত হবে লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল। ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে ৬ দফায় ভোট। সপ্তম অর্থাৎ শেষ দফার ভোট অনুষ্ঠিত হবে শনিবার ১ জুন। তার সঙ্গেই সম্পন্ন হবে গোটা দেশের লোকসভা নির্বাচনের ভোটদান পর্ব। কি হতে চলেছে নির্বাচনের ফলাফল? প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার মনে করেন বিজেপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারবে না। যার ফলে সরকার গঠন করতে পারবে না বিজেপি।

তিনি বলেন, লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতামত অনুযায়ী স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৫১-৫২ সালে একবার এভাবে দীর্ঘ সময় ধরে নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছিল। তারপর আর এত দীর্ঘ সময় ধরে লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। ১৯৫১-৫২ সালের পর এবারই প্রথম এভাবে দীর্ঘ সময় ধরে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে তাদের মতামত অনুসারে জানিয়েছেন বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকারে আসতে পারবে না।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার বলেন, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বজ্রাঘাতে মৃত্যু এক মহিলার আহত ৩ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মে ।। বজ্রপাতে মৃত্যু হয়েছে এক জুমিয়া মহিলার। গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন আরো তিনজন। আহতদের আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণে জানা গেছে, চন্ডিপুর ব্লকের জামতৈলবাড়ি এডিসি ভিলেজের এক মহিলা বজ্রপাতে মারা যায়। মৃত মহিলার নাম মেম্বার চক হালাম(৪৫)। আরো তিনজন আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এরা জুম চাষের জন্য টিলাজমিতে কাজ করছিল। এমন সময় বজ্রপাত ঘটে আর তাতেই মৃত্যু ঘটে মহিলার।

আহতরা হলো নিরাইজয় হালাম (৫০) ও রিললালহই হালাম(৪৫)। অপরদিকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাতের আঁধারে চা বিক্রেতার ঘরে চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মে ।। বাড়ির লোকের অনুপস্থিতিতে চা বিক্রেতার ঘরে হাত সাফাই করল চোরের দল। ওই ঘটনায় বিশালগড় থানাধীন মধ্যেলক্ষীবিল নারীমঙ্গল স্কুল সংলগ্ন এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

চা বিক্রেতা উত্তম দেব জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জানতে পারেন তাঁর শ্যালকের স্ত্রী অসুস্থ। তাই তিনি স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে শ্যালকের বাড়িতে গিয়েছিলেন। আজ ছেলেকে বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কারণ, ছেলের পড়াশোনা আছে। ছেলে বাড়িতে গিয়ে তালা খুলতে গিয়ে দেখতে পায় ঘরের দরজা খোলা। ঘরের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিশুর চিকিৎসার জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন বিপ্লব দেব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মে ।। দুই বছর বয়সী শিশু খেলতে খেলতে আচমকাই গরম কড়াইয়ে পড়ে গিয়েছিল। তাতে তার মুখমণ্ডল সহ শরীরের বিভিন্ন অংশ ঝলসে যায়। ওই শিশুর পরিবারের হাতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। বর্তমানে শিশুটি সম্পূর্ণ সুস্থ।বিপ্লব কুমার দেবের মানবিক সহায়তায় বর্তমানে শিশুটি সম্পূর্ণ সুস্থ।প্রসঙ্গত, গত সাত এপ্রিল রাজনগর বিধানসভার রাধানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যম কৃষ্ণপুরের বাসিন্দা দিনমজুর অর্জুন ত্রিপুরার দুই বছরের বাচ্চাটি খেলতে খেলতে আচমকাই গরম কড়াইয়ে পড়ে যায়। এতে তার মুখমণ্ডল সহ শরীরের বিভিন্ন অংশ ঝলসে যায়। বাবা দিনমজুরি করে কোনোক্রমে পাঁচজনের সংসার প্রতিপালন করেন। বিষয়টি ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্য সভার সাংসদ বিপ্লব কুমার দেবের নজরে আসতেই তৎক্ষণাৎ তার অফিস থেকে শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলেন। ঔই শিশুর পরিবারের হাতে ৫০ হাজার টাকা তুলে দেয়। এতে শিশুটির চিকিৎসা হয়।

বিপ্লব কুমার দেবের মানবিক সহায়তায় বর্তমানে শিশুটি সম্পূর্ণ সুস্থ। স্বাভাবিক ছন্দে খেলাধুলার আনন্দে মেতেছে সে। শিশু বিপ্লব ত্রিপুরার চিকিৎসার পর, অবশিষ্ট টাকা দিয়ে নিজস্ব জমিতে তাকে পাশে নিয়েই, গ্রামের অন্যদের সাথে মিলে রাবার গাছের চারা রোপন করলেন বৃহস্পতিবার। বিপ্লব কুমার দেবের এই সহায়তার অর্থে লাগানো এই গাছ গুলি আগামী দিনে শিশুটির ভবিষ্যতে যেন কাজে লাগে তার জন্যই এই উদ্যোগ বলে জানায় শিশুটির বাবা অর্জুন ত্রিপুরা ন কিছুদিন আগেও পথ দুর্ঘটনায় পা হারানো এক ব্যক্তির কৃত্রিম পায়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। প্রতিনিয়ত বিভিন্ন সামাজিক এবং মানবিক কাজের মাধ্যমে মানুষের পাশে থাকার একের পর এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছেন তিনি। তাঁর এই সহায়তায় আশার আলো পেল পরিবারটি।

অসুস্থ পদ্মশ্রী চিত্ত মহারাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মে ।। শারীরিক অসুস্থতার জন্য শুক্রবার বিকালে জিবি হাসপাতালে আই সি ইউ তে ভর্তি হয়েছেন পদ্মশ্রী সম্মান প্রাপক রাজ্যের শান্তি কালী আশ্রমের মহারাজ চিত্ত দেববর্মা। চিকিৎসকরা তার শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন। তাঁর অসুস্থতার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিদ্ধি আশ্রম বাজারে নিগমের উচ্ছেদ অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মে ।। রাস্তার দুইপাশে সরকারি জায়গায় অবৈধভাব গড়ে তোলা দোকানপাট ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়েছে আগরতলা পুর নিগম।আজ সকালে সিদ্ধি আশ্রমের প্রধান সড়ক থেকে আগরতলা বাধারঘাট রেলস্টেশন পর্যন্ত জবরদখলে থাকা দোকানগুলি গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কমিশনার শৈলেশ কুমার যাদবের দাবি, কিছু দিন পূর্বে প্রসাশনের পক্ষ থেকে ব্যবসায়ীদের নোটিশ দেওয়া হয়েছিল।কিন্তু অনেকেই তাতে কর্ণপাত করেননি।

এদিন শৈলেশ কুমার যাদব জানিয়েছেন, সিদ্ধি আশ্রমের প্রধান সড়ক থেকে লআগরতলা বাধারঘাট রেলস্টেশন পর্যন্ত রাস্তা প্রশস্তকরণ করা হবে। কিন্তু রাস্তার দুই পাশে সরকারি জায়গায় বেআইনিভাবে দোকানপাট গড়ে তোলা হয়েছিল। বেআইনি দখলদারদের আগেই নির্মাণ ভেঙে ফেলার বা সরিয়ে নেওয়ার জন্য বেশ কয়েকবার বলা হয়েছিল।

এদিন তিনি আরও জানিয়েছেন, কিছু দিন পূর্বে প্রসাশনের পক্ষ থেকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কালোবাজারি প্রতিরোধে খাদ্য দপ্তর সচেষ্ট ঃ সুশান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মে ।। অত্যাবশকীয় সামগ্রীর কালবাজারী প্রতিরোধে রাজ্যের খাদ্য দপ্তর সচেষ্ট হয়েছে। আজ গোর্খাবস্তিস্থিত খাদ্য ও ভোক্তা ভবনের কনফারেন্স হলঘরে বৈঠকে কালোবাজারিদের উদ্দেশ্যে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে এমটাই বললেন খাদ্যমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। সাথে তিনি যোগ করেন, নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে যারাই যুক্ত থাকবেন তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে রাজ্য সরকার। বৈঠকে তিনি বলেন, রাজ্যে পা রেখেছে বর্ষার মরশুম। আর ওই সময় রাজ্যের ভৌগলিক অবস্থানের জন্য প্রায় সময়ই সড়ক পথে যোগাযোগ ব্যহত হয়। বর্ষাকালীন মরশুমে রাজ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্য সহ পেট্রোপণ্য, এলপিজি সিলিন্ডার সরবরাহ যাতে স্বাভাবিক থাকে সে বিষয়ে রাজ্যের খাদ্য ও জন সংভরণ দপ্তর আগাম উদ্যোগ নিয়েছে।

এদিন খাদ্য মন্ত্রী জানিয়েছেন, উত্তরপূর্ব ভারতে বর্ষার দরুন আসাম -আগরতলা জাতীয় সড়কে ও রেলপথে মালবাহী ট্রেন ও যানবাহন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিশুর চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ আইজিএম হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মে ।। আইজিএম হাসপাতালে শিশু চিকিৎসায় ড্রেসিং রুমের কর্মীদের বিরুদ্ধে কর্তব্যের গাফিলতি অভিযোগ তুলেছে শিশুর পরিবারের সদস্যরা। তাঁদের দাবি, পরিষেবা নিতে গিয়ে দীর্ঘ ৩০ মিনিট ধরে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে। কারণ, দীর্ঘ সময় যাবৎ ড্রেসিং রুমে কর্তব্যরত কর্মীদের দেখা মিলেনি। ওই ঘটনায় কিছুক্ষনের জন্য হাসপাতাল চত্বরে উত্তেজনা ছড়িয়েছিল। পরিবারের জনৈক সদস্য জানিয়েছেন, গতকাল রাতে ১ বছর বয়সী শিশুর শরীরে গরম জল পড়ে গিয়েছিল। তাতে তার শরীরের একাংশ পুড়ে যায়। পরিবারের সদস্যরা তাকে সাথে সাথে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য আইজিএম হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন। হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসকরা শিশুকে দেখার পর ক্ষতস্থানে ওষুধ লাগাতে ড্রেসিং রুমে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু ড্রেসিং রুমে গিয়ে দীর্ঘ ৩০ মিনিট কর্মীদের কোনো দেখা মিলেনি বলে শিশুর পরিবারের সদস্যরা অভিযোগ করেন। আধা ঘন্টা যাবৎ বেসরকারি নিরাপত্তা রক্ষীরা এবং পরিবারের সদস্যরা ড্রেসিং রুমের কর্মীদের খোঁজাখুজি করলেও তাঁদের কোনো হদিশ পাওয়া যায়নি। এদিকে, শিশু যন্ত্রণায় চিৎকার চেঁচামেচি করছিল। পরবর্তীতে কর্তব্যরত চিকিৎসক গিয়ে শিশুকে ক্ষতস্থানে ওষুধ লাগিয়ে দিয়েছেন। ওই ঘটনায় কিছুক্ষনের জন্য হাসপাতাল চত্বরে উত্তেজনা ছড়িয়েছিল। এদিকে কর্তব্যরত কর্মী ড্রেসিং রুমে অনুপস্থিত থাকার বিষয়টি অস্বীকার করেন।

যোজনা তথা বাস্তুকলা বিদ্যালয়, বিজয়বাড়া
School of Planning and Architecture, Vijayawada
An Institute of National Importance, Ministry of Education, Govt. of India

Sy. No. 4/4, ITI Road, Vijayawada - 520008, Andhra Pradesh, India

No. F-01/SPAV/Acad./PG-DA/2024-25/SPOT-I/ 02 Date. 01.06.2024

NOTICE: SPOT ROUND- I (through Direct Admissions)
Post Graduate Programmes for the Academic Year 2024-25

SPA, Vijayawada announces the SPOT ROUND – I as a special drive to fill vacancies in various categories of reservation, arisen out of Direct Admissions for the Post Graduate Programmes under various specializations of Architecture, Planning and Design for the Academic Year 2024-25. Please visit: www.spav.ac.in/spavadmissions.html

ADMISSIONS 2024

MASTER OF DESIGN
TWO YEARS PG PROGRAM

IMPORTANT DATES
- Declaration of Vacant Seats - 11.06.2024
- Deadline for Registration for Spot Round - 27.06.2024
- Document Verification & Interviews - 01-02.July 2024
- Results - 05.07.2024
- Seat Confirmation and Fee Payment - 10.07.2024

SPOT-ROUND I INTERVIEWS
1st & 2nd July 2024

www.spav.ac.in
Application Forms

INDUSTRIAL DESIGN
Equipment for agriculture, medical, automobile, packaging, ceramic, set designs, etc.

INTERACTION DESIGN
User experience, interactive interiors & products, human-centered design (with IoT), etc.

VISUAL COMMUNICATION
Graphic design, branding design, print & digital design, information design, etc.

ACCESSORY DESIGN
Jewellery & ceramics, bags, wallets, fashion products, etc.

- S/d- Registrar

CMYK CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৭০◘ সংখ্যা ২২৯ ◘১ জুন ২০২৪ ইং ◘ ১৮ জ্যৈষ্ঠ ◘ শনিবার ◘১৪৩১ বঙ্গাব্দ

তামাক বিরোধী দিবস যেন স্লোগান সর্বস্ব না হয়

ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। এটি ক্যানসারের কারণ। টেলিভিশন, প্রেক্ষাগৃহে এই ধরনের সতর্কবার্তা তো হামেশাই দেখা যায়। কিন্তু তাহাতে কি সত্যিই সতর্ক হইতেছে মানুষ! বরং অবাধ ধূমপানই রাস্তাঘাটের নিয়ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গ্রাম ত্রিপুরা হোক বা শহর, দেশের প্রত্যেক প্রান্তেই ছবিটা এক। যাহার ফলে পরিবেশের দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতি হইয়াই চলিয়াছে।৩১ মে বিশ্ব ধূমপান বিরোধী দিবস । পরিবেশের কথা চিন্তা করিয়া এবার ধূমপান বিরোধী দিবসের থিম রাখা হইয়াছে, ”পরিবেশ বাঁচাও।” বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানাইয়াছে, তামাক শিল্প পরিবেশের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলিতেছে। এর ফলে পরিবেশের ওপর অপ্রয়োজনীয় চাপ পড়িতেছে। প্রাকৃতিক সম্পদ কমিতেছে, বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্যও নষ্ট হইতেছে। বিশ্বে প্রত্যেক বছর মোট ৩৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে তামাক চাষ করা হয়। এই তামাক শিল্পের জন্য পরিবেশে প্রায় ৮৪ মেগাটন কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি হয়। উন্নতশীল দেশগুলিতেই ৯০ শতাংশ তামাক তৈরি হয়। তামাক উৎপাদনের খরচা অনেক কম। উন্নতশীল দেশগুলির অর্থনীতিও এই তামাক শিল্পের ওপর অনেকটা নির্ভরশীল।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানাইয়াছে, তামাক ব্যবহার কমিলে দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যে এগোতে পারিবে দেশগুলি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, শুধুমাত্র তামাক সেবনের জন্যই প্রতি বছর সারা বিশ্বে ৮০ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়। তামাক সেবনের ক্ষতিকারক, মারাত্মক প্রভাব তুলিয়া ধরিবার জন্যই তামাক বিরোধী দিবস পালন করিয়া থাকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। চলতি বছর তামাক বিরোধী দিবসের থিম পরিবেশ রক্ষা। প্রত্যক্ষভাবে হোক বা পরোক্ষভাবে, তামাক সেবনের ফলে মারাত্মক ক্ষতি হইতে পারে। শ্বাসনালীতে সংক্রমণ, শ্বাসনালীর অবনতি, হাঁপানি, ফুসফুসের ক্যান্সার, যক্ষ্মা, নিউমোনিয়া, ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ এর মতো শ্বাসযন্ত্রের রোগে আক্রান্ত হইতে পারেন পরোক্ষ ধূমপায়ীরা। ফলে প্যাসিভ স্মোকার বা পরোক্ষ ধূমপায়ীদের অবহেলা করা যাইবে না। ধূমপানের মারাত্মক প্রভাব শুধুমাত্র প্রত্যক্ষ ধূমপায়ীদের নয়, একইসঙ্গে পরোক্ষ ধূমপায়ীদের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলিতে পারে।শ্বাসযন্ত্রের নানা সমস্যা যেমন হাঁপানি, ব্রংকাইটিস এবং নিউমোনিয়ার মতো সমস্যা হইতে পারে শিশুদের।শিশুর ১৮ মাস বয়স পর্যন্ত তাহার আশেপাশে বা পরিবারের কেউ যদি তাহার সামনে ধূমপান করেন তবে শ্বাসযন্ত্রের নানা সমস্যা হইতে পারে। পরোক্ষভাবে ধূমপানের শিকার হইলে ফুসফুসের বৃদ্ধি ঘটে না।ধূমপান করেন এমন কোনও ব্যক্তির সঙ্গে একই বাড়িতে থাকিলে অন্যদের হৃদরোগ এবং স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ে।পরোক্ষ ধূমপানের ফলে রক্ত জমাট বাঁধে এবং হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা বাড়ায়।রক্তনালীতে চর্বিযুক্ত পদার্থ জমিয়া ব্লক হইতে পারে। ধূমপান ও ধূমপানের অকালে ঝরিয়া যাইতেছে বহু প্রাণ। অতএব আজকের দিনে এই বিষয়ে আমাদের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হইবে।প্রতি বছর ৩১শে মে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবসের আয়োজন করা হয় তামাক এবং এর পণ্য সেবন সম্পর্কিত ঝুঁকি এবং পরিবার, সমাজ এবং পরিবেশের উপর এর ক্ষতিকারক প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা প্রচারের জন্য।তামাক ব্যবহার এবং এর সেবন ফুসফুস, স্বরযন্ত্রের মুখ, খাদ্যনালী, গলা, মূত্রাশয়, কিডনি, লিভার, পাকস্থলী, অগ্ন্যাশয়, কোলন এবং জরায়ুর পাশাপাশি তীব্র মাইলয়েড লিউকেমিয়ার মতো বিভিন্ন ধরণের ক্যান্সারের অন্যতম প্রধান কারণ। তামাক সেবনের কারণে প্রতি বছর ১ কোটির বেশি মানুষ মারা যায় বলিয়া অনুমান করা হয়।তামাক শুধু স্বাস্থ্যের ওপরই প্রভাব ফেলে না, পরিবেশের ওপরও নানাভাবে প্রভাব ফেলে।

এই বছর, ২০২৪, বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবসের থিম হইল ' শিশুদের তামাক শিল্পের হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা করা। ' থিমটি বিপজ্জনক তামাকজাত দ্রব্য দিয়া যুবকদের টার্গেট করিবার অবসানের পক্ষে সমর্থন করে। থিমটির উদ্দেশ্য হইল তামাক শিল্পের শিকারী কৌশলগুলির প্রতি মনোযোগ বৃদ্ধি করা, যাহা সময়ের সাথে সাথে লাভ সর্বাধিক করিবার জন্য তরুণ ব্যক্তিদের লক্ষ্য করে।তামাক ব্যবহারকারীদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করা, তামাক চাষ, উৎপাদন, বিতরণ, এর ব্যবহার এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা থেকে সম্পূর্ণ তামাক জীবনচক্রের প্রভাব সম্পর্কে, মূলত শিক্ষিত করা এবং তাহা ছাড়িয়া দেওয়ার যথেষ্ট কারণ দেওয়া।তামাক এবং ধূমপানের ফলে সৃষ্ট রোগ এবং মৃত্যু নির্মূল করিবার দিকে মনোনিবেশ করে

তামাক কোম্পানিগুলোর পণ্য পরিবেশবান্ধব হিসেবে বাজারজাত করিবার প্রতারণার বিষয়টি তুলিয়া ধরে।প্রচারণার লক্ষ্য নীতিনির্ধারক এবং সরকারকে কঠোর নীতি ও নির্দেশিকা প্রণয়ন করা এবং তামাক উৎপাদনকারীদের পরিবেশের ক্ষতির জন্য তামাক পণ্যের বর্জ্যের জন্য দায়ী করিবার জন্য বিদ্যমান নীতিকে শক্তিশালী করা।

হাওড়ায় তৃণমূল কর্মীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত, দাসনগর থানায় বিক্ষোভ

হাওড়া, ৩১ মে (হি.স.): হাওড়ায় এক তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করার অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার রাতে এই ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার বালিটিকুরি এলাকায়। আহতের নাম নিশান্ত সিং। নিশান্তের ওপর হামলার প্রেক্ষিতে অভিযুক্তদের গ্রেফতারির দাবিতে দাসনগর থানায় বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা।

বৃহস্পতিবার রাত ৯টা নাগাদ বালিটিকুরি এলাকার তৃণমূল কর্মী নিশান্তকে মাঝ রাস্তায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে আচমকা আক্রমণ করে কয়েক জন দুষ্কৃতী। তাঁর শরীরের বেশ কয়েকটি জায়গায় আঘাত করা হয়েছে বলে অভিযোগ। এর পরেই ঘটনার প্রতিবাদে স্থানীয় বাসিন্দারা রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। দাসনগর থানার সামনে পুলিশকে ঘিরেও বিক্ষোভ দেখানো হয়। পুলিশ দুষ্কৃতীদের গ্রেফতারের আশ্বাস দিয়েছে।

জলের জন্য হাহাকার দিল্লিতে, ক্ষুব্ধ মানুষজন বললেন গরিবের কথা কেউ শোনে না

নয়াদিল্লি, ৩১ মে (হি.স.): অত্যধিক গরমের মধ্যে জল সঙ্কটে ভুগছে রাজধানী দিল্লি। জলের জন্য মানুষের মধ্যে হাহাকার পড়ে গিয়েছে। জল সঙ্কটের মধ্যে থাকা মানুষজন এবার বলেই ফেললেন, গরিবের কথা কেউ শোনে না। শুক্রবার সকালে দিল্লির চাণক্যপুরীর সঞ্জয় ক্যাম্প এলাকায় একটি জলের ট্যাঙ্কার পৌঁছতেই মানুষজন ঝাঁপিয়ে পড়েন।

জল সঙ্কটের কারণে দিল্লির বহু এলাকায় মানুষ সমস্যায় পড়েছেন। ট্যাঙ্কারে করে মানুষের কাছে জল সরবরাহ করা হচ্ছে। কিন্তু, পর্যাপ্ত জল না পাওয়ায় মানুষের সমস্যা মিটছে না। চাণক্যপুরীর সঞ্জয় ক্যাম্প এলাকার বাসিন্দা এক ব্যক্তি বলেছেন, 'জলের জন্য ভীষণ সমস্যা হচ্ছে, একটা মাত্র ট্যাঙ্কার আসে, আর কলোনি এত বড়। আমরা সরকারের কাছে দু”টি আবেদন লিখেছি, কিন্তু গরীবের কথা কেউ শোনে না।'

তিনশততম জন্মজয়ন্তীতে প্রেরণার উৎস অহল্যাবাঈ হোলকার

কাকলি বাগ

গুজরাট ভ্রমণে গিয়ে প্রথমেই ভব্য সোমনাথ মন্দিরে পুজো দেওয়া হলেও দিউ, দ্বারকা, গীর অরণ্য দেখার তাড়ায় ছুঁয়ে দেখা হয়নি রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির শাখায় শোনা কর্তৃত্বের আদর্শ দেবী অহল্যাবাঈ হোলকারের তৈরি ঐতিহাসিক পুরাতন সোমনাথ মন্দির। তাই এই ভ্রমণকালে বিভিন্ন স্থানে ঘুরলেও মন পড়ে রইল সোমনাথ মন্দিরেই। সোমনাথ মনে হয় জানতে পেরেছিলেন আমার সেই ঐকান্তিক বাসনার কথা। গীর থেকে বাসে পাটন হয়ে ট্রেনে আহমেদাবাদ ফেরার পথে হাতে ঘণ্টা খানেক সময় ছিল। এই সুযোগ ! ভেরাভল স্টেশনে বাবুজীর কাছে সমস্ত লাগেজ রেখে আমি মা আর মাসিদের নিয়ে অটো ধরে চলে এলাম সোমনাথ। ইতিহাস ছুঁয়ে দেখার পথে মন্দিরের সামনে থেকে দুধ ও ফুল নিয়ে চড়ালাম সোমনাথের মাথায়। এরপর ঘুরে দেখালাম মন্দির। শান্ত হল মন। আর দেবী অহল্যাবাঈয়ের মূর্তির সামনে শ্রদ্ধায় নত হল মস্তক।

শুধু এই সোমনাথ মন্দির নয়, কাশীর বিশ্বনাথ মন্দির সহ বহু মন্দিরকে ধ্বংসের হাত থেকে পুনরুদ্ধার করেছিলেন এই কর্ম যোগিনী, রাজ যোগিনী, পুণ্যশ্লোকা দেবী অহল্যাবাঈ। রক্ষা করেছিলেন দেশের সম্পদ। ভারতবর্ষে মন্দির ধ্বংসের ইতিহাস নতুন নয়। সময়ের কারণে বা নির্দিষ্ট রাজশক্তির অবসানের দরুন কোনও কোনও মন্দির হত জীর্ণ। সেই সময় মন্দিরগুলি ছিল ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ। ফলে বহিরাগত আগ্রাসনের লক্ষ্য হত মন্দিরগুলিই। যেমন, সোমনাথ মন্দির। এক গজনীর সুলতান মামুদ-ই ১৭ বার লুট ও ধ্বংস লীলা চালিয়েছে এই মন্দিরে। আবার বিধর্মী শাসকরা নিজেদের ধর্মের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতেও মন্দির ধ্বংসের পথই বেছে নিয়েছে বারংবার। কাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরের ক্ষেত্রেও লুকিয়ে আছে এমনই ইতিহাস। কারণ যা-ই হোক না, প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই ধ্বংসের মুখে-পড়া মন্দিরগুলির পুনর্নির্মাণের ব্রত যিনি নিয়েছিলেন, তিনি আঠেরো শতকের রানি অহল্যাবাঈ হোলকার। আর শুধু এই দুটি মন্দিরই নয়, এ দেশের প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ তীর্থস্থানেই কিছু-না-কিছু অবদান রয়ে গিয়েছে তাঁর। পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দির, গুজরাটের দ্বারকা, উত্তরের কেদারনাথ মন্দির থেকে দক্ষিণ ভারতের রামেশ্বরম-মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সবসময় এগিয়ে এসেছেন এই ধার্মিক রাণী। এহেন রাণী অহল্যাবাঈ ১৭২৫ সালের ৩১ শে মে জন্মগ্রহণ করেছিলেন মহারাষ্ট্রের আহমেদনগর জেলার চৌন্ডি নামের একটি ছোট গ্রামের পাতিল অর্থাৎ গ্রামপ্রধান মানকোজী শিন্দের ঘরে। বাল্যকাল থেকেই অহল্যা শিব ভক্ত ছিলেন। একদিন সিনা নদীর ধারে বালি দিয়ে শিব গড়ে পূজা করছিলেন বালিকা অহল্যা। সেই সময় মহারাজা বাজীরাও পেশোয়া মালহার থেকে পুনা পাওয়ার পথে ছাউনিত তৈরি করে সেখানে বিশ্রাম করছিলেন। আচমকা এক লাগামহীন ঘোড়া ছুটে আসতে দেখে বালিকা অহল্যা শিবলিঙ্গ যাতে ভেঙে না যায় তারজন্য তিনি নিজেই শিবলিঙ্গের উপর শুয়ে পড়ে শিবলিঙ্গ রক্ষা করেন। তাঁর এই সাহস দেখে বিস্মিত হয়ে

বাজীরাও পেশোয়া জিজ্ঞাসা করেছিলেন, “সামান্য বালির শিবলিঙ্গের জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করছিলে?” অবিলম্বে অহল্যা উত্তর দিয়েছিলেন যে, “এটা বালি নয়, ভগবান শিব ছিল। যা আমি নিজে বানিয়েছি। যা আমি বানিয়েছি তা তো প্রাণপণে রক্ষা করতে হবে। এমনটাই তো হওয়া উচিত। আর শিবজী তো আমার আরাধ্য।” তাঁর এই উত্তর শুনে পেশোয়া সঙ্গে থাকা মালওয়ার সুবেদার মলহার রাওকে এই তেজস্বী শিবভক্তকে নিজের পুত্রবধূ করার পরামর্শ দেন। বালিকা অহল্যার ধর্মপ্রাণ শ্রদ্ধা ও ভক্তি এবং তেজস্বী চরিত্রের মহিমা অনুধাবন করে মালওয়াধীশ মনস্থির করলেন এবং ১৭৩৭ সালে বারো বছর বয়সে গ্রামপ্রধান মানকোজী শিন্দের কন্যা অহল্যাবাঈয়ের সাথে বিবাহ সম্পন্ন হল মলহার রাওয়ের একমাত্র পুত্র যুবরাজ খান্ডে রাওয়ের।

বৈভবশালী হোলকার পরিবারে গুণবতী অহল্যার পদার্পণ ঘটল। প্রথম দর্শনেই অহল্যাবাঈ বুঝতে পারেন খান্ডেরাও চারিত্রিক দিক থেকে সাত্ত্বিক হলেও ভোগসুখের পতি তাঁর আকর্ষণ অত্যাধিক। মনে মনে আঘাত পেলেন স্বামীকে যোগ্য উত্তরাধিকারী রূপে তৈরি করার চেষ্টা শুরু করেন। মলহার রাও নিজের অকর্মণ্য ও বিলাসপ্রিয় পুত্রের কথা জানতেন। তাই রাজ্য পরিচালনার জন্য উপযুক্ত করতে পরম যত্নে পুত্রবধূকে প্রশাসন ও সমরনীতির পাঠ দেন বিচক্ষণ মলহার রাও। ক্রমে অহল্যার কোল আলো করে জন্ম নিল পুত্র মালে রাও আর কন্যা মুক্তা। পুত্র-কন্যা প্রতিপালনের সাথে সাথে তিনি রাজ্য পরিচালনার ব্যাপারেও এগিয়ে আসতে থাকেন। মলহার রাও একটু একটু করে পুত্রবধূর উপর রাজ্য পরিচালনার ভার বাড়াতে থাকেন। খান্ডেরাওকে নিয়ত ব্যস্ত থাকতে হত যুদ্ধ-বিগ্রহে। ১৭৫৪ সালের ২৪ মার্চ পূর্ব রাজপুতানার কুমহের দুর্গ অবরোধের সময় নিহত হলেন খান্ডে রাও। স্বামীর অকাল প্রয়াণে সেকালের হিন্দু রাজপরিবারের রীতি মেনে স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হন অহল্যাবাঈ। কিন্তু প্রবল পারিবারিক আর ধর্মীয় চাপ উপেক্ষা করে মলহার রাও একা অহল্যাবাঈয়ের সহমরণে যাওয়া রদ করেন। সেই সঙ্গে পুত্রবধূকে নিজের পুণ্যের চিন্তা পরিত্যাগ করে প্রজাহিতে শাসনকার্য পরিচালনার পরামর্শ দেন।

১৭৬৬তে মলহার রাওয়ের মৃত্যু হলে পরবর্তী রাজা হিসেবে সিংহাসনে বসেন অহল্যাবাঈয়ের পুত্র মালে রাও। কিন্তু মানসিকভাবে অসুস্থ নবীন রাজা একবছরের মধ্যেই প্রয়াত হলেন। পুরুষ উত্তরাধিকারীহীন হোলকার রাজ্যের এই কঠিনতম সময়ে দ্বিতীয়বার চিরাচরিত প্রথা ভেঙে, স্বয়ং পেশোয়া মাধব রাওয়ের সম্মতিক্রমে ১৭৬৭ তে মহেশ্বরের রাজসিংহাসনে আসীন হন মহারাণী অহল্যাবাঈ হোলকার। সুবিশাল এই রাজ্যের প্রধান রূপে স্বাভাবিকভাবেই একজন মহিলাকে দেখতে চাননি সমকালীন পুরুষ মারাঠা নেতারা। একদিকে পেশোয়া পদপ্রার্থী রঘুনাথ রাও, অন্যদিকে হোলকারদের দেওয়ান গঙ্গাধর যশোবন্ত সহ বহু সামন্তপ্রভু প্রথম থেকেই নতুন রাণীর বিরোধিতা করতে শুরু করলেন। কিন্তু প্রখর বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে অহল্যাবাঈ তখনই বলপ্রয়োগের পথে বিদ্রোহ দমনে না গিয়ে, মলহার রায়ের অপর দত্তকপুত্র ও জনপ্রিয় সামরিক নেতা তুকোজী হোলকারকে প্রধান সেনাপতির পদে বসালেন। এভাবে প্রথমে সেনাবাহিনীর আস্থা অর্জন করলেন রাণী। এরপর তাঁর বিরোধী অভিজাতদের রাজ্যের দায়িত্বশীল পদগুলিতে নিয়োগ করে তিনি নিজপক্ষে আনেন আর পার্শ্ববর্তী সিন্ধিয়া রাজ্যের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে নিজের রাজনৈতিক শক্তি ও মর্যাদা আরও বৃদ্ধি করেন। বিচক্ষণ রাণী জানতেন, দেশজুড়ে চলতে থাকা অরাজকতার মধ্যে হোলকার রাজ্যের শান্তি ও নিরাপত্তা টিকিয়ে রাখা এক দুরূহ কাজ। তাই তিনি সচেতনভাবে প্রথম থেকেই রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতা বৃদ্ধির লালসা থেকে নিজেকে বহুদূরে রেখে সেই দুর্দিনেও তাঁর নিরীহ প্রজাদের দীর্ঘকাল যুদ্ধের অহেতুক বিপদ ও ধ্বংসলীলা থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এভাবেই ভগবান শঙ্করকে সামনে রেখে চলতে থাকে রাণীর রাজ্যশাসন।

১৭৬৭ থেকে ১৭৯৫ পর্যন্ত দীর্ঘ তিনদশক ধরে অহল্যাবাঈ সর্বোচ্চ পারদর্শিতা ও প্রজাবৎসলতার সঙ্গে তাঁর রাজ্য পরিচালনা করেছিলেন। রাণীর সুদক্ষ দিশানির্দেশে মালওয়া এসময় অতিদ্রুত কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যক্ষেত্রে বিকাশের শিখরে পৌঁছায়। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে প্রজাদের কৃষিঋণ মকুব, ভূমিহীন চাষীদের জমির মালিকানা দান, রাজস্ব ব্যবস্থার সরলীকরণ, মুদ্রা ব্যবস্থার উন্নতি, রাজধানী মহেশ্বরকে বস্ত্রশিল্পের এক প্রধান জাতীয় কেন্দ্র রূপে গড়ে তোলা, বণিক ও কারিগরদের নানা ভাবে পেশার সুরক্ষাদান, বাণিজ্যের জন্য তথা জনগণের যাতায়াতের সুবিধার্থে স্থল ও জল পথে যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি, পথপাশে বিপুল পরিমাণ বৃক্ষরোপণ ও জলাশয় খনন, শাস্তিমুলক ব্যবস্থার মাধ্যমে সবস্তরের কর্মচারীদের দুর্নীতি দমন করে নিজের শাসনাধীন অঞ্চলকে এক সুখী ও সমৃদ্ধ রাজ্যে পরিণত করেন। সাধারণ জনগণের জন্য তাঁর দরবার ছিল সদা উন্মুক্ত। প্রশাসনিক বা সামাজিক, যে কোন সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে তাঁরা যাতে সরাসরি রাণীর কাছে পৌঁছাতে পারেন, সেজন্য অহল্যাবাঈ দৈনিক দুবার প্রকাশ্য সভার আয়োজন করতেন। তাঁর শাসন, আইন ও বিচারব্যবস্থা ছিলো সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ ও মানবিক। এমনকি তিনি মালওয়ার সীমান্ত এলাকায় ভীল ও গোন্দ উপজাতির দুর্ধর্ষ লুটেরাদেরও জমি এবং অন্য কিছু অধিকারদানের মাধ্যমে শান্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

তবে ভারত ইতিহাসে রাণী অহল্যাবাঈ কেবল এক সুদক্ষ প্রশাসিকা হিসেবেই নন, বরং শিল্প, স্থাপত্য, সাহিত্য ও সংগীতের এক মহতী পৃষ্ঠপোষক হিসেবেও চিরস্মরণীয়া হয়ে আছেন। তাঁর আমলে রাজধানী মহেশ্বর হয়ে উঠেছিল মারাঠি ও সংস্কৃত সাহিত্যের এক গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় কেন্দ্র। দেশ-বিদেশের বিখ্যাত সংগীতশিল্পী, চিত্রকর, স্থপতি ও ভাস্করেরা রাণীর শান্তিপূর্ণ আশ্রয়ে পেয়েছিলেন শিল্পচর্চার আদর্শ পরিবেশ। তবে হোলকারবংশের মহান পরম্পরা অনুযায়ী অহল্যাবাঈ জনগণের অর্থে নয় বরং নিজের ব্যক্তিগত সম্পত্তির আয় থেকেই তাঁর যাবতীয় জনকল্যাণমূলক কাজগুলি নির্বাহ করতেন। রাজ্যের সর্বত্র তিনি অসংখ্য মন্দির, প্রাসাদ, দূর্গ, স্মৃতিসৌধ, পান্থশালা প্রভৃতি নির্মাণ করান। তাঁর উদ্যোগেই উত্তরে হিমালয়ের দুর্গম কেদারনাথ থেকে, বারাণসী, অযোধ্যা, গয়া, পুরী, মথুরা, দ্বারকা, সোমনাথ সহ দেশের দক্ষিণতম প্রান্ত রামেশ্বরম পর্যন্ত নির্মিত হয়েছিল শত শত মন্দির, সরাইখানা, স্নানঘাট আর জলাশয়। এই বিপুলসংখ্যক মন্দিরগুলি রাণীর প্রত্যক্ষ সহায়তায় কেবল পূজার্চনাতেই নয় বরং অগণিত দরিদ্র মানুষের রোজকার অন্নসংস্থান ও আশ্রয়দানের কাজেও নিয়োজিত থাকতো। রাণীর কর্মগুণেই একটি নামহীন গ্রাম থেকে ইন্দোর পরিণত হয়েছিল সমকালের এক বিখ্যাত নগরীতে। মালওয়া রাজ্যের সীমানা অতিক্রম করে অহল্যাবাঈয়ের বিপুল জনসেবা ও স্থাপত্যকীর্তি দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছিল। ধর্মপ্রাণা অহল্যাবাঈয়ের ব্যক্তিগত জীবন ছিলো সম্পূর্ণ অনাড়ম্বর। হিন্দু মহিলাদের পর্দাপ্রথা ও সহমরণের ঘোর বিরোধী প্রগতিশীল অহল্যা তাঁর কন্যা মুক্তাবাঈকে সতীদাহের আগুন থেকে বাঁচাতে পারেননি। প্রিয়তমা আত্মজাকে সমাজের এই নৃশংস প্রথার কাছে হারিয়ে অহল্যা গভীর ভাবে ভেঙে পড়লেও মালওয়া রাজ্যের আপামর বিধবা ও অসহায় নারীদের পক্ষে দাঁড়ানোর সংকল্প নিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন সন্তানহারা এই মা। এরপর আজীবন হিন্দুধর্মের মুরুব্বিদের শত বাধা সত্ত্বেও স্বামীহারা অগণিত মেয়েকে তিনি সহমরণপ্রথা থেকে রক্ষা করেছিলেন। এছাড়াও অহল্যাবাঈ তাঁর রাজ্যের বিধবা ও সন্তানহীন নারীদের সম্পত্তি ও দত্তকসন্তান গ্রহণের অধিকারকে মঞ্জুরি দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয় কঠোরভাবে সেই সংক্রান্ত আইন প্রয়োগ করতে উদ্যোগীও হয়েছিলেন।

আঠারো শতকের দ্বিতীয়ভাগ জুড়ে মারাঠা, মহীশূর, নিজামসহ সমস্ত আঞ্চলিক শক্তিগুলি যখন পারস্পরিক ঈর্ষা ও সামরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মত্ত, তখন অহল্যাবাঈ কেবল শান্তি ও নিরপেক্ষতা নীতি অনুসরণ করে নিজ রাজ্যকে সুসংগঠিত ও রাজ্যবাসী প্রজাদের সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন। অশান্তির ঘোলাজল থেকে দূরে থাকলেও অহল্যাবাঈয়ের রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ছিল প্রখর। তাই তিনি বারবার ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্রমবর্ধমান আগ্রাসন সম্পর্কে ভারতীয় শাসকদের সতর্ক করে ঐক্যবদ্ধ হতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু সেকালের পুরুষতান্ত্রিক ভারতীয় রাজনীতিবিদরা অহল্যাবাঈয়ের মহতী ব্যক্তিত্বকে সম্মান করলেও তাঁর বিচক্ষণতাকে গুরুত্ব দিয়ে বিচার করেননি।

রাণী অনুভব করেছিলেন, অস্ত্র ও যুদ্ধের মাঝে নয়, হোলকার রাজ্যের সর্বত্র ব্যাপকতম জনকল্যাণের মাধ্যমে অর্জিত তাঁর সমস্ত প্রজার অকুণ্ঠ সমর্থন ও একনিষ্ঠ ভালোবাসার মধ্যেই নিহিত আছে তাঁর প্রধানতম শক্তি। তাই ১৭৯৫ তে জীবনাবসান পর্যন্ত নিজেকে প্রতিদিন জনসেবাতেই নিয়োজিত রেখেছিলেন তিনি। মালওয়া সহ গোটা দেশে ছড়িয়ে থাকা তাঁর বহুমুখী সংস্কার কার্যাবলী, অজস্র স্থাপত্যকীর্তি, সাংস্কৃতিক অবদান ও সর্বোপরি অপার প্রজাবৎসলতার মাধ্যমে জনমনে তাঁর সম্পর্কে যে অসামান্য শ্রদ্ধাবোধ গড়ে উঠেছিলো, সেসব কিছুর শিকড় আজও একইভাবে প্রোথিত।

তিনশততম জন্মজয়ন্তীতে সেবার প্রতিমূর্তি আমাদের নিরন্তর প্রেরণার উৎস “লোকমাতা” অহল্যাবাঈ হোলকারের চরণে সশ্রদ্ধ প্রণাম।

প্রকৃতির বুকে লুকানো অমৃতের সন্ধান

উচ্ছ্বাস তৌসিফ

আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত, তাঁদের কেউ কেউ হয়তো ঔষধি গাছের কথা শুনলে ভাবেন, এতে আর এমন কী হয়! হয়তো মনে হতে পারে, পৃথিবীর বেশির ভাগ মানুষই বর্তমানে আধুনিক চিকিৎসাপদ্ধতির ওপর নির্ভরশীল। পৃথিবী আধুনিক হয়েছে, এখন কি আর মানুষ ওষুধের জন্য শুধু উদ্ভিদের ওপর নির্ভরশীল হতে পারে? যাঁরা এমনটা মনে করেন, তাঁদের জন্য একটি অবাক করা তথ্য দেওয়া যাক। বিশ্ব সাস্থ্য সংস্থার তথ্যমতে, পৃথিবীর প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষ আজও চিকিৎসার জন্য মূলত ঔষধি গাছের ওপর নির্ভরশীল। তথ্যটা রীতিমতো গবেষণা থেকে পাওয়া।

সারা পৃথিবীতে এরকম প্রায় ২০ হাজার প্রজাতির ঔষধি উদ্ভিদ আছে। এর মধ্যে বাংলাদেশে রয়েছে ৭০০-এর বেশি, ভারতে আছে প্রায় ৪ হাজার। এসব ঔষধি গাছ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারে। লেখক মৃত্যুঞ্জয় রায় সেই চিন্তা থেকেই ঔষধি গাছ নিয়ে লিখতে শুরু করেন। একে একে চারটি খণ্ড প্রকাশ করেছেন তিনি এসব উপকারী উদ্ভিদ নিয়ে। চতুর্থ খণ্ডটি প্রকাশিত হয়েছে সম্প্রতি, ২০২৪ সালের অমর একুশে বইমেলায়।

এই বইটিতে ১৩টি ঔষধি উদ্ভিদের কথা আলোচিত হয়েছে। এর মাধ্যমে ১০১টি অসুখের চিকিৎসা দেখিয়েছেন তিনি। এসব চিকিৎসার সবিস্তার বর্ণনা রয়েছে বইতে। বইয়ের শুরুতে রয়েছে একটি সূচনামূলক অধ্যায়। অধ্যায়টিতে বিশেষভাবে উঠে এসেছে মানুষের ভাইরাসঘটিত রোগ ও এদের চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধি উদ্ভিদের কথা। এ অধ্যায়টি সংযোজনের কারণ আর কিছু নয় করোনা ভাইরাস। করোনাভাইরাস আমাদের নাড়িয়ে দিয়ে গেছে। এরকম আরও অনেক ভাইরাসঘটিত রোগ রয়েছে, যেমন জন্ডিস, হাম, মাম্পস, গুটিবসন্ত, জলবসন্ত ইত্যাদি। এগুলোর উদ্ভিদনির্ভর চিকিৎসা নিয়ে আলোচনা রয়েছে এ অধ্যায়ে। পরের ১৩টি অধ্যায়ে ধারাবাহিকভাবে রয়েছে একটি করে উদ্ভিদের বর্ণনা। উদ্ভিদতাত্ত্বিক বর্ণনার পাশাপাশি এসব উদ্ভিদের রাসায়নিক উপাদান, ঔষধি গুণ, ব্যবহার, কী কী অসুখের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয় এবং কীভাবে সে জন্য এসব ঔষুধি উদ্ভিদ ব্যবহার করা যায়, সেসব বিষয় সংক্ষেপে কিন্তু গোছানোভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। রয়েছে উদ্ভিদের ছবি, পাশাপাশি এসব উদ্ভিদ চাষাবাদের উপায়ও জানা যাবে বইতে।

বইটির সবচেয়ে ভালো দিক, প্রতিটি তথ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গবেষণাপত্রের উল্লেখ রয়েছে। লেখক ভূমিকায় স্পষ্টভাবে লিখেছেন, এটি মৌলিক বই নয়। বিভিন্ন গবেষণার তথ্য এ বইতে ব্যবহৃত হয়েছে অকৃপণভাবে। বৈজ্ঞানিক যেকোনো বইতে, বিশেষ করে চিকিৎসা নিয়ে আলোচনার জন্য এ ধরনের তথ্যসূত্র জরুরি। প্রতিটি সূত্রের সবিস্তার উল্লেখ রয়েছে অধ্যায়ের শেষে 'তথ্যসূত্র' অংশে। আরেকটি উল্লেখযোগ্য ভালো দিক, ১৩টি ঔষধি গাছের নামে সূচিপত্র দেওয়ার পাশাপাশি রোগ অনুযায়ীও একটি সূচি দেওয়া আছে। আগ্রহীরা যে রোগের চিকিৎসা চাচ্ছেন, তা সহজেই খুঁজে বের করতে পারবেন এ থেকে। এ ছাড়াও বইতে ৯৬টি ঔষধি উদ্ভিদের রঙিন ছবি আছে। পাঠক বই পড়ে সহজেই এসব উদ্ভিদ চিনতে পারবেন ও চিকিৎসাকাজে ব্যবহার করতে পারবেন। তবে কিছু বিষয়ে প্রশ্ন রয়ে যায়। যেমন এসব ঔষধি উদ্ভিদ কি যে কেউ চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া গ্রহণ করতে পারবেন? যেমন ডেঙ্গুর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ডেঙ্গু ভাইরাসের বিরুদ্ধে ৩০ প্রজাতির উদ্ভিদ ব্যবহারের তথ্য পাওয়া যায়। এর মধ্যে পেঁপে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বইতে লেখক দেখিয়েছেন, লোকচিকিৎসার অংশ হিসেবে পেঁপে পাতা ও ফল খেলে কী ধরনের উপকার হতে পারে। তবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক সৌমিত্র চক্রবর্তী বিজ্ঞানচিন্তায় 'ডেঙ্গু চিকিৎসায় পেঁপেপাতার রস' শিরোনামের এক লেখায় লিখেছেন, 'প্রাথমিক তথ্য- উপাত্ত অনুসারে পেঁপেপাতা বেশির ভাগ রোগীর ক্ষেত্রে নিরাপদ, তবে সবার ক্ষেত্রে নয়। গর্ভাবস্থায় বিকাশমান ভ্রূণের ওপর এর বিরূপ প্রভাব নেই, এমনটি বলা যায় না। যাঁরা লিভারের কোনো অসুখে ভুগছেন, তাঁদের জন্য পেঁপেপাতা বা যেকোনো হারবাল ওষুধ বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারে। ডায়াবেটিক রোগী, বিশেষত যাঁরা রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা কমানোর জন্য ওষুধ ব্যবহার করেন, তাঁদের বেলায় পেঁপেপাতা ব্যবহারে হঠাৎ করে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা অনেক বেশি হারে কমে গিয়ে হাইপোগ্লাইসেমিয়া হতে পারে, যা কখনো কখনো প্রাণঘাতী। তাই রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া আপাতত পেঁপেপাতা ব্যবহার না করা ভালো।'

আমি নিজে চিকিৎসাবিজ্ঞানের শিক্ষার্থী নই। সাধারণ পাঠক হিসেবে আমার মতামত, বইটি উপকারী নিঃসন্দেহে, তবে এ ধরনের চিকিৎসা নিজে গ্রহণের আগে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন। অন্যদিকে, চিকিৎসাবিজ্ঞানে আগ্রহীদের জন্য বইটি বাংলায় এক অমূল্য সংযোজন। বাংলাদেশের এতসব ঔষধি উদ্ভিদ নিয়ে লোকজ চিকিৎসার প্রচলন রয়েছে বটে, তবে গবেষণাগারে গবেষণার পাশাপাশি ট্রায়ালের মাধ্যমে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে, আমার জানামতে, খুব কম। এ ধরনের গবেষণার ক্ষেত্রে এ বই হতে পারে পাথেয়। আর এ ধরনের গবেষণা নিঃসন্দেহে অনেকের জীবন বাঁচাতে পারে, স্বল্প ব্যয়ে, প্রাকৃতিক উপায়ে। এর প্রয়োজনীয়তা তাই কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বাংলাদেশের ফরিদপুরে ভারতীয় ভিসা সেন্টার স্থাপনের দাবিতে মানববন্ধন

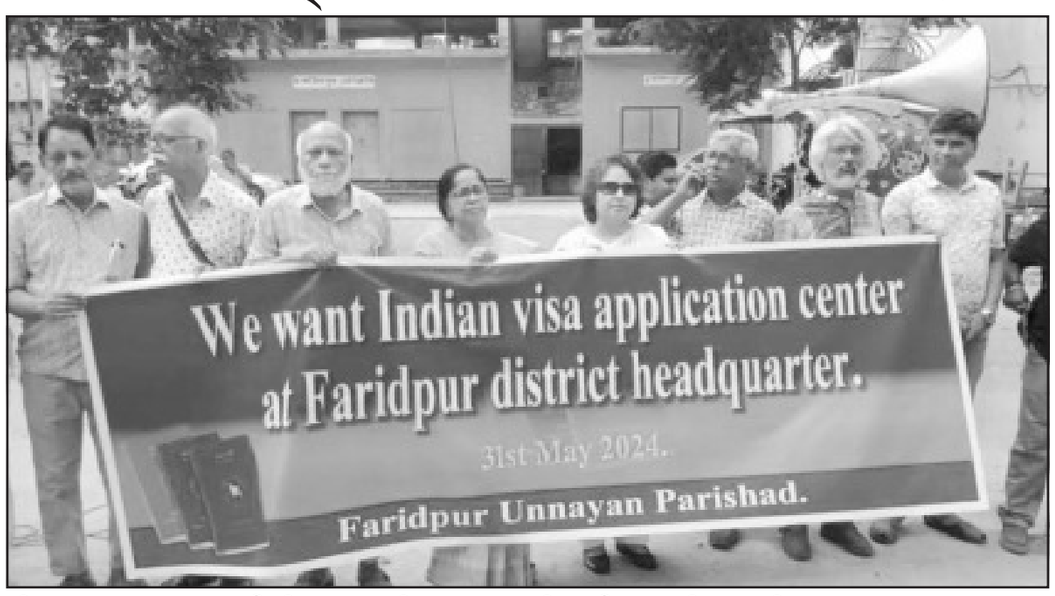

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ৩১।। ভারতীয় ভিসা কেন্দ্রের দাবিতে মানববন্ধন করেছেন বাংলাদেশের ফরিদপুরবাসী। এর আয়োজন করে ফরিদপুর উন্নয়ন পরিষদ।

শুক্রবার (৩১ মে) সকাল সাড়ে ৯টায় ফরিদপুর প্রেসক্লাবের সামনে আয়োজিত কর্মসূচিতে অংশ নেন বৃহত্তর ফরিদপুরের পাঁচটি জেলার মানুষ।

অনুষ্ঠানে স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের (স্বাচিপ) সাবেক সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা ডা. এম এ জলিলের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন সাহিত্যিক মফিজ ইমাম মিলন, সংস্কৃতি কর্মী অশোক কুমার সিংহ রায়, অধ্যক্ষ মোসায়েব হোসেন ঢালী, সরকারি ইয়াসিন কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ শিলা রানী মন্ডল, ফরিদপুর নাগরিক মঞ্চের আহ্বায়ক আওলাদ হোসেন বাবর, আবরাব নাদিম ইতু প্রমুখ।

সভায় বক্তারা বলেন, নানা কারণে ফরিদপুরে ভারতীয় ভিসা কেন্দ্র জরুরি হয়ে পড়েছে। ভারতীয় ভিসা কেন্দ্র চালু হলে শুধু ফরিদপুর নয় আশেপাশের জেলার মানুষ এখান থেকে সুবিধা পাবে। তাদের সময় ও অর্থ দুটোই সাশ্রয় হবে। বর্তমানে ভিসা করতে গেলে কমপক্ষে তিন থেকে পাঁচ দিন সময় লেগে যায়। এতে জনগণের দুর্ভোগ বাড়ে এবং আর্থিক সমস্যাসহ সময় অপচয় হয়। অবিলম্বে নাগরিক দুর্ভোগ অবসানে ফরিদপুরে একটি ভারতীয় ভিসা সেন্টার স্থাপনের জন্য দাবি জানান তারা।

দৌসার বালাজি মন্দিরে প্রার্থনা, পুজো দিলেন ভজনলাল,পীযূষ ও ওম বিড়লা

দৌসা, ৩১ মে (হি.স.): রাজস্থানের দৌসার মেহন্দিপুর বালাজি মন্দিরে পূজার্চনা করলেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা। এছাড়াও শুক্রবার বালাজি মন্দিরে এদিন পুজো দেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল ও লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাও। রাজ্য ও দেশের মঙ্গল কামনায় আরাধনা করেন তাঁরা।

রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা এদিন বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে, তৃতীয়বার বিজেপি সরকার সরকার গঠন হতে চলেছে, তাও আবার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে। রাজ্য ও দেশের মঙ্গল কামনায় ভগবান হনুমানের কাছে প্রার্থনা করেছি আমি।

১.২৫ কোটি টাকার মাদকসহ এসটিএফের হাতে ধৃত দুই পাচারকারী

কলকাতা, ৩১ মে (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের বিশেষ টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) বুধবার ও বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়েতে অভিযান চালিয়ে প্রায় ১.২৫ কোটি টাকার মাদক সহ দুই পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে। ধৃত দুই পাচারকারী ৩২ বছর বয়সী প্রেমচাঁদ যাদব এবং ৪০ বছর বয়সী হরিজি সিং। প্রেমচাঁদ যাদব হাওড়ার সাঁকরাইলের বাসিন্দা, আর হরি সিং বিহারের আরার বাসিন্দা।

এসটিএফের এসপি আইপিএস ইন্দ্রজিৎ বসু শুক্রবার বিকেলে জানিয়েছেন যে সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের বিশেষ টাস্ক ফোর্স দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ের সিঙ্গুর ডানকুনি এক্সটেনশনের কাছে আদর্শ হিন্দু হোটেলের সামনে তল্লাশি অভিযান চালায়।

চণ্ডীতলা থানার অন্তর্গত এই এলাকায় একটি সন্দেহজনক গাড়ি আসার খবর পাওয়া যায়। গাড়িটি পৌঁছানোমাত্রই ঘিরে ফেলা হয়। এর পেছনে একটি কন্টেইনারও ছিল। গাড়িতে প্রেমচাঁদ ও হরি সিং ছিল। কন্টেইনারটি তল্লাশি করে ৯৫০০ ফ্যান্সিডিল বোতল সম্বলিত একটি বাক্স উদ্ধার করা হয়। আন্তর্জাতিক বাজারে এর দাম প্রায় ১.২৫ কোটি টাকা। দুজনকেই আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। তারা ঝাড়খন্ড থেকে এটি নিয়ে আসছিল এবং বাংলাদেশে পাচার করার উদ্দেশ্য ছিল বলে জানা গেছে। তাদের অন্য সহযোগীদের সম্পর্কে জানতে তাদের দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

প্যারিস অলিম্পিকের জন্য যোগ্যতা অর্জন করলেন ভারতের নিশান্ত দেব

নয়াদিল্লি, ৩১ মে (হি. স.): ভারতীয় বক্সার নিশান্ত দেব শুক্রবার বিশ্ব বক্সিং বাছাইপর্বে পুরুষদের ৭১ কেজি বিভাগের কোয়ার্টার ফাইনালে মলদোভার ভ্যাসিল সেবোটারিকে ৫-০ ব্যবধানে পরাজিত করে আসন্ন প্যারিস অলিম্পিক গেমসের জন্য যোগ্যতা অর্জন করেছেন। তিনিই একমাত্র ভারতীয় পুরুষ বক্সার যিনি গ্রীষ্মকালীন গেমসে জায়গা করে নিলেন।

আখনুরে ভয়াবহ দুর্ঘটনা : ৬ জন আধিকারিক সাসপেন্ড, তদন্তের নির্দেশ

জম্মু, ৩১ মে (হি.স.) : জম্মু ও কাশ্মীরের আখনুরে ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনার তদন্তে নেমে ৬ জন অধিকারিককে সাসপেন্ড করেছে সরকার। পাশাপাশি এই দুর্ঘটনায় পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার জম্মু ও কাশ্মীরের আখনুরে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে একটি বাস। ওই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় ২২ জনের, এছাড়াও বহু বাসযাত্রী আহত হন। নিহতরা উত্তর প্রদেশ ও রাজস্থানের বাসিন্দা ছিলেন।

বাংলাদেশী এমপি আনার হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে বাংলাদেশকে পূর্ণ সমর্থন দিচ্ছে ভারত

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ৩১।। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ঝিনাইদহ-৪ আসনের সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজিম আনারের হত্যাকাণ্ডের তদন্তের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকারকে পূর্ণ সমর্থন দিচ্ছে বলে জানিয়েছে ভারত। বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে সাপ্তাহিক ব্রিফিংয়ে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল এ কথা বলেন। তিনি সাংবাদিকদের বলেন,আমাদের দিক থেকে সরকার এ বিষয়ে চলমান তদন্তের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ পক্ষকে পূর্ণ সমর্থন দিচ্ছে। জয়সওয়াল বলেন, এই বিশেষ মামলাটি 'তদন্ত করা হচ্ছে' এবং বাংলাদেশ ও ভারত উভয় দেশের আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো সমন্বয় করছে এবং প্রয়োজনীয় তথ্য বিনিময় করা হচ্ছে।

এদিকে, আনার হত্যার মূল পরিকল্পনাকারী আক্তারুজ্জামান শাহীনকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ইন্টারপোলের মাধ্যমে ফিরিয়ে আনতে ভারতের সহযোগিতা চেয়েছে বাংলাদেশ পুলিশ। বৃহস্পতিবার কলকাতা থেকে ফেরার পর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের এ কথা জানান, ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) প্রধান অতিরিক্ত কমিশনার মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ।

শনিবার ফের শুরু হচ্ছে চারধাম যাত্রার অফলাইন রেজিস্ট্রেশন, পুণ্যার্থীদের সুরক্ষায় বিশেষ ব্যবস্থা

হরিদ্বার, ৩১ মে (হি.স.) : শনিবার, ১ জুন থেকে ফের শুরু হচ্ছে চারধাম যাত্রার অফলাইন রেজিস্ট্রেশন। পাশাপাশি পুণ্যার্থীদের সুরক্ষায় বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। শুক্রবার হরিদ্বারে গাড়ওয়াল ডিভিশনের কমিশনার বিনয় শঙ্কর পান্ডে বলেছেন, 'তীর্থযাত্রীদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার কথা ভেবেই, চারধাম যাত্রার জন্য অফলাইন রেজিস্ট্রেশন অস্থায়ীভাবে ৩১ মে পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছিল।'

তিনি আরও জানিয়েছেন, 'মুখ্যমন্ত্রী ধামি ৩১ মে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং প্রশাসনকে সিদ্ধান্ত নিতে বলেছিলেন। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আগামীকাল থেকে চারধাম যাত্রার অফলাইন রেজিস্ট্রেশন শুরু করা হবেন। আমরা হরিদ্বারে ১,৫০০ স্লট এবং ঋষিকেশে ১,৫০০ স্লট দেব... আমরা পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পারি।' এদিকে, চারধাম যাত্রায় এখনও পর্যন্ত ৭১ জন তীর্থযাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। সবথেকে বেশি মৃত্যু হয়েছে কেদারনাথে। বাবা কেদারনাথের দর্শন করতে গিয়ে মৃত্যু ৩৪ জন পুণ্যার্থীর।

তীব্র দাবদাহে জনজীবন বিপর্যস্ত বিহারে, ঔরাঙ্গাবাদে তাপপ্রবাহে মৃত্যু ৫ জনের

পাটনা, ৩১ মে (হি.স.) : নালন্দা থেকে ঔরাঙ্গাবাদ, তীব্র তাপপ্রবাহে জনজীবন বিপর্যস্ত বিহারে। অত্যধিক গরমের দাপটে মানুষজন অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। শুধু অসুস্থই নয়, মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে। বিহারের ঔরাঙ্গাবাদে দাবদাহে মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের। তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে গরমে ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

ঔরাঙ্গাবাদের জেলাশাসক শ্রীকান্ত শাস্ত্রী বলেছেন, 'হাসপাতালে ভর্তি হওয়া ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে।ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলেই আমরা সঠিক কারণ জানতে পারব। হিট স্ট্রোকের ক্ষেত্রে আমরা ব্যবস্থা করেছি, রোগীদের আরও ভালো চিকিৎসা দেওয়ার জন্য কাজ করছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। আমরা বিনামূল্যে ওআরএস বিতরণ করছি।'

অত্যধিক গরমে নাজেহাল অবস্থা বিহারের নালন্দাতেও। অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছেন অনেক মানুষ। নালন্দায় তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি বজায় থাকায় সদর হাসপাতাল রোগীদের জন্য আলাদা ওয়ার্ড প্রস্তুত করা হয়েছে। সদর হাসপাতালের চিকিৎসক ডাঃ রাজীব রঞ্জন বলেছেন, 'এই মুহূর্তে, শহরের তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে... এই তাপপ্রবাহে বাইরে বের হওয়া উচিত নয়, বিশেষ করে প্রবীণ নাগরিক এবং শিশুদের। রোগীদের জন্য আলাদা ওয়ার্ড তৈরি করা হয়েছে।'

বাসের দেখা নেই কলকাতায়, নাকাল নিত্যযাত্রীরা

কলকাতা, ৩১ মে (হি. স.) : রাত পোহালেই সপ্তম তথা শেষ দফার ভোট। এ দফায় ভোট হবে কলকাতা এবং দুই ২৪ পরগনা জেলার ৯টি আসনে। ভোটকে ঘিরে প্রশাসনের অন্দরে যুদ্ধকালীন তৎপরতা। ভোটের কাজের জন্য বুধবার থেকেই পর্যায়ক্রমে তুলে নেওয়া হয়েছে নানা পথের বাস। ফলে কলকাতায় কমছিল বাসের সংখ্যা।

শুক্রবার সকাল থেকে রাস্তায় বাস প্রায় নেই বললেই চলে। ধর্মতলা, উল্টোডাঙা, রুবি, রাসবিহারী-সহ শহরের প্রধান কেন্দ্রগুলিতে সকাল থেকেই বাসের জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে দেখা গিয়েছে নিত্যযাত্রীদের। হাতে গোনা যে কটি বাস শহরে চলছে, এদিন দুপুরের পর থেকে তাও কমে যায়। বিশেষত, মিনিবাসের দেখা নেই শহরের রাস্তায়।

শুক্রবার ইএম বাইপাসে একটি সরকারি বাসের কনডাক্টর জানালেন, 'রুবিতে যাত্রীদের নামিয়ে কসবার গীতাঞ্জলি স্টেডিয়ামে রিপোর্টিং করতে হবে।

রায়গড় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের শৌচালয়ে আত্মহত্যা মহিলার

রায়গড়, ৩১ মে (হি. স) : ছত্তিশগড়ের রায়গড় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মহিলা ওয়ার্ডের শৌচালয়ে এক মহিলার দেহ ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয়েছে। শুক্রবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে। জানা গেছে, এদিন সকালে শৌচালয়ের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল। দীর্ঘক্ষণ কেউ বাইরে না আসায় ওয়ার্ডে উপস্থিত লোকজন দরজায় ধাক্কা দিলেও কোনো সাড়া না পেয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে খবর দেওয়া হয়। এরপর জানলা দিয়ে মহিলার দেহ ঝুলতে দেহ ঝুলতে দেখে পুলশে খবর দেয়। ঘটনার খবর পেয়ে চক্রধর নগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে।

ভোট প্রচার শেষ, দেবস্থানে মোদী-শাহ-নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ৩১ মে (হি. স.) : সাত দফায় লোকসভা নির্বাচন শেষ হবে শনিবার। ওই দিন মিটবে শেষ দফায় ভোটগ্রহণ পর্ব। ৪ জুন ভোটের ফল। ওই দিনই পরিষ্কার হয়ে যাবে এবার দিল্লির কুর্সিতে "রাজ" করবে কে।ফলপ্রকাশের আর মাত্র পাঁচ দিন বাকি। এই আবহে মন্দিরে মন্দিরে দৌড়তে শুরু করেছেন নেতা-মন্ত্রীরা। একদিকে নরেন্দ্র মোদী ধ্যানে বসেছেন বিবেকানন্দ রকে। অন্যদিকে তিরুপতি মন্দিরে পুজো দিয়ে সামাজিক মাধ্যমে তা ছড়িয়ে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বৃহস্পতিবারই তাঁর চূড়ান্ত নির্বাচনী সমাবেশে ভাষণ দেওয়ার পর পঞ্জাবের হোশিয়ারপুর থেকে কন্যাকুমারী পৌঁছন। সেখানে স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতি বিজরিত স্থানে ধ্যানে বসেছেন তিনি।

শেষ দফা ভোটের আগে দক্ষিণ ভারতে তিরুপতি মন্দিরে পুজো দেন অমিত শাহ। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তিরুমালা পৌঁছন তিনি। শুক্রবার সকালেই তিরুপতি মন্দিরে পুজো দেন। এছাড়া তিরুমালা মন্দিরে "অভিষেকম" সেবাতেও অংশগ্রহণ করেন তিনি। বৃহস্পতিবার সকালে সত্য গিরিশ্বর মন্দির ও কোট্টাই ভৈরাবর মন্দিরে পুজোও দেন অমিত শাহ। স্ত্রীর সঙ্গে পুরোহিতদের সঙ্গে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণে প্রার্থনা সেরেছেন শাহ। শুক্রবার বিকেলে তিরুপতি এয়ারপোর্ট থেকে রাজকোট যাওয়ার কথা তাঁর।সোমবার, ২৭ মে উত্তর প্রদেশের বারাণসীর কালভৈরব মন্দিরে পুজো দেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। ওই দিন সকালে যথোচিত ধর্মীয় মর্য্যাদায় বারাণসীর কালভৈরব মন্দিরে পুজো দেন তিনি। হিমাচলের বিলাসপুরে কুল দেবী মন্দিরেও গিয়েছেন তিনি। ঈশ্বরের কাছে সবারই আন্তরিক প্রার্থনা 'জয় হোক'।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিরুদ্ধে আদালতে জনস্বার্থ মামলা করতে চলেছেন শংকর ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৩১ মে (হি. স) : শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিরুদ্ধে এবার আদালতে জনস্বার্থ মামলা করতে চলেছেন বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ। কী করে পুরনিগম রিপোর্ট না পেয়েই মহানন্দার জল পান করিয়েছে তা জানতে চাইবেন তিনি। পাশাপাশি আগামী ২ তারিখের মধ্যে শিলিগুড়িতে জল সমস্যার সমাধান না হলে ৩ তারিখ থেকে বিজেপি কাউন্সিলারদের নিয়ে ধর্নায় বসার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শংকর।

শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে শংকর জানান, জল নিয়ে সব দায় তৃণমূলের। ফল ভোগ করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। পাশাপাশি র‍্যাপিড আরবানাইজেশন হওয়ার কারণে শহরে যে জলসংকট বাড়বে তা জানা সত্ত্বেও কেন অশোকবাবু বিকল্প ব্যবস্থা করেননি তার জবাব তাঁকেও দিতেও হবে। এখন যে জল সরবরাহ করা হচ্ছে তার গুনমান জানার জন্য বিজেপি পৃথকভাবে ল্যাবে পরীক্ষা করাচ্ছে বলে জানান বিজেপি নেতা।

প্রসঙ্গত, পানের অযোগ্য শিলিগুড়ির পুরনিগমের সরবরাহ করা জল। দুদিন আগেই সেই জল পান না করার জন্য শহরবাসীর কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন মেয়র গৌতম দেব। মেয়রের এই ঘোষণার পরই শোরগোল পড়ে যায় শিলিগুড়িতে। এই পানীয় জল ইস্যুতে গতকাল শিলিগুড়ি পুরনিগম চত্বরে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখিয়েছিল সিপিএম। মেয়র গৌতম দেবকে ঘিরেও বিক্ষোভ দেখান সিপিএমের কর্মী-সমর্থকরা। এবার পানীয় জল ইস্যুতে সরব হয়েছে বিজেপিও। এদিনই বিজেপির বিক্ষোভে তুমুল উত্তেজনা ছড়ায় শিলিগুড়ি পুরনিগম চত্বরে। বিজেপির কয়েকশো কর্মী-সমর্থক মিছিল করে পুরনিগমে ঢোকার চেষ্টা করে। গেটের মুখেই তাঁদের আটকে দেয় শিলিগুড়ি পুলিশ। জোর করে পুরনিগমে ঢোকার চেষ্টা করলে পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন বিক্ষোভকারীরা। শুরু হয়ে যায় পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি। পুর এলাকাজুড়ে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

এগিয়ে আসছে আত্মসমর্পণের সময়, কেজরিওয়াল বললেন দেশকে বাঁচাতে জেলে যাচ্ছি

নয়াদিল্লি, ৩১ মে (হি.স.): এগিয়ে আসছে তিহার জেলে আত্মসমর্পণের সময়, তার আগে এক বিশেষ বার্তা দিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টি (এএপি)-র প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। শুক্রবার দুপুরে এক বার্তায় কেজরিওয়াল বলেছেন, আমার উৎসাহ অনেক বেশি, একনায়কতন্ত্র থেকে দেশকে বাঁচাতে আমি জেলে যাচ্ছি। পাশাপাশি দিল্লিবাসীর কাছে এক বিশেষ আবেদন রেখেছেন কেজরিওয়াল। তিনি বলেছেন, 'আমি নিজের পরিবারের জন্য আপনাদের কিছু চাইতে চাই। আমার বাবা-মা অনেক বৃদ্ধ। আমার মা খুবই অসুস্থ। আমি জেলে থাকাকালীন তাঁদের নিয়ে খুবই চিন্তিত হই। আমার অবর্তমানে আমার বাবা-মায়ের যত্ন নেবেন, তাঁদের জন্য প্রার্থনা করবেন।'

এএপি প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে আগামী ২ জুন তিহার জেলে আত্মসমর্পণ করতে হবে। তার আগে শুক্রবার তিনি বলেছেন, 'সুপ্রিম কোর্ট আমাকে নির্বাচনী প্রচারের জন্য ২১ দিন সময় দিয়েছে। পরশু আমি তিহার জেলে ফিরে যাব। জানিনা কতদিন এই লোকজন আমাকে জেলে রাখবে। কিন্তু, আমার উৎসাহ অনেক বেশি, একনায়কতন্ত্র থেকে দেশকে বাঁচাতে আমি জেলে যাচ্ছি। এজন্য আমি গর্বিত। তাঁরা নানাভাবে আমাকে ভাঙার চেষ্টা করেছে, আমাকে চুপ করানোর চেষ্টা করেছে, কিন্তু তাঁরা সফল হয়নি। আমি যখন জেলে ছিলাম, তাঁরা আমাকে নানাভাবে নির্যাতন করেছে। তাঁরা আমার ওষুধ বন্ধ করে দিয়েছিল, আমি জানি না এই লোকজন কী চায়। কেন তাঁরা এমনটা করেছে? আমি যখন জেলে যাই, তখন আমার ওজন ছিল ৭০ কেজি, এখন ৬৪ কেজি। জেল থেকে ছাড়া পেয়েও আমার ওজন বাড়েনি। চিকিৎসকরা বলছেন, এটি শরীরে কোনও মারাত্মক রোগের লক্ষণও হতে পারে। অনেক পরীক্ষা করা দরকার। আত্মসমর্পণের জন্য বিকেল ৩টে নাগাদ বাড়ি থেকে বের হব।'

অরবিন্দ কেজরিওয়াল আরও বলেছেন, 'এটা সম্ভব যে, এবার তাঁরা আমাকে আরও অত্যাচার করতে পারে, কিন্তু আমি মাথা নত করব না। আমি ভিতরে অথবা বাইরে যেখানেই থাকি। দিল্লির কাজ বন্ধ হতে দেব না। বিনামূল্যে বিদ্যুৎ, মহল্লা ক্লিনিক, হাসপাতাল, বিনামূল্যে ওষুধ, চিকিৎসা, ২৪ ঘন্টা বিদ্যুৎ এবং আরও অনেক কিছু অব্যাহত থাকবে এবং ফিরে আসার পর আমিও প্রতি মাসে প্রতি মা-বোনকে ১০০০ টাকা দেওয়া শুরু করব।'

ভিস্তারা বিমান উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি! বোমাতঙ্ক শ্রীনগর বিমানবন্দরে

শ্রীনগর, ৩১ মে (হি.স.) : বোমা বিস্ফোরণে বিমান উড়িয়ে দেওয়ার হুমকিকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল শ্রীনগর বিমানবন্দরে। দিল্লি থেকে শ্রীনগরে আসা ভিস্তারা বিমান ইউকে৬১১ ফ্লাইটি উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি আসে। শ্রীনগরে এটিএস-এর হুমকি ফোন আসে। এরপরই ওই বিমানে তল্লাশি চালানো হয়, পাশাপাশি বিমানবন্দরেও সুরক্ষা বাড়ানো হয়। সিআইএসএফ দ্রুত বিমানটিকে খালি করে, এছাড়াও ওই বিমান ও আশেপাশে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান চালায়। তদন্ত চলাকালীন যাত্রী ও ক্রু সদস্যদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। ব্যাপক তল্লাশির পরও বিমানে কোনও সন্দেহজনক বস্তু পাওয়া যায়নি। অযথা আতঙ্ক সৃষ্টি না করে যথাযথভাবে পরিস্থিতি পরিচালনায় সিআইএসএফ এবং বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের দক্ষতা এবং পেশাদারিত্বের প্রশংসা করেছেন যাত্রীরা।

মেরঠের এলএলআর মেমোরিয়াল মেডিকেল কলেজে আগুন, কেউ হতাহত হননি

মেরঠ, ৩১ মে (হি. স.): ফের অগ্নিকান্ড উত্তর প্রদেশে। ভয়াবহ আগুন মেরঠের লালা লাজপত রায় মেমোরিয়াল মেডিকেল কলেজে। শুক্রবার সকালের এই অগ্নিকান্ডে ক্ষতি হয়েছে কলেজের একটি অংশে। দমকল কর্মীদের চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন। শুক্রবার সকালে উত্তর প্রদেশের মেরঠের লালা লাজপত রায় মেমোরিয়াল মেডিকেল কলেজে আগুন লাগে। দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে আগুন, চারিদিক কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়।

অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে আসে দমকলের ৬টি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় আগুন আয়ত্তে এসেছে। এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় মেরঠের দমকল বিভাগের মুখ্য কর্মকর্তা সন্তোষ কুমার জানান, এদিন সকালে আগুন লাগে, ঘটনাস্থলে দমকলের ৬টি ইঞ্জিন পাঠানো হয়, কর্মীদের চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন। এই অগ্নিকাণ্ডে কেউ হতাহত হননি।

সন্ধান চাই

Ref :- East Agartala PS GD Entry No-36 Dated : 30/05/24

পাশের ছবিটি মিস রতনা মজুমদার (বধির এবং মূক) পিতা- মৃত মহেন্দ্র কুমার মজুমদার, সাং- ৬০ সেন্ট্রাল রোড, আগরতলা, থানা- পূর্ব আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা, বয়স - ৭৬ বছর, উচ্চতা- ৫ ফুট, গায়ের রঙ- কালো, চুল- সাদা, চোখ - কালো, পরনে হালকা সবুজ সিচেটিক শাড়ি। গত ১৪-০৪-২০২৪ইং তারিখ অনুমানিক ৩টা ৩০ মিনিট নাগাদ কাউকে কিছু না বলে বাড়ি থেকে বের হয়ে যায় কিন্তু আজ পর্যন্ত ফিরে আসেনি। অনেক খোজুখুজি করার পরও কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

উপরে উল্লেখিত মহিলা সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল।

১। পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) ০৩৮১ ২৩২ ৩৫৮৬
২। সিটি কন্ট্রোল ০৩৮১ ২৩২ ৫৭৮৪
৩। আগরতলা পূর্ব থানা - ০৩৮১ ২৩২ ৫৭৭৪

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

ICA-D-205/24

No. F.6(41)-DM/S/JDL/2019/ 70

ORDER
(U/S 144 Cr.P.C)

Dalcu,
Whereas, the counting of votes in connection with the General Election to Lok Sabha, 2024 shall take place on 04th June, 2024 from 08.00 AM onwards vide press note no. ECI/PN/23/2024 dated 16th March 2024

&

Whereas, strict vigil needs to be maintained to ensure that unscrupulous elements are not able to engage in nefarious activities to breach the peace and tranquility of the District during pre-counting and post counting period.

&

Whereas, there is apprehension of illegal assembly, breach of peace and public tranquility by anti-social & criminal elements in various areas of South Tripura District which may disrupt the peaceful atmosphere of the state.

Hence, as per the power conferred upon me U/S 144 of Criminal Procedure Code 1973, I, Dr. Siddharth Shiv Jaiswal, IAS, District Magistrate & Collector (District Election Officer) South Tripura District do hereby pass order to prohibit any kind of assembly consisting of five or more persons with or without weapon or weapons like objects such as lathi, sticks, iron rod, bamboos, stone or any objects which may be used as weapons of offence and also hereby prohibit holding of any public meeting, rally, gathering, public address with or without use of loud speakers etc, within the jurisdiction of South Tripura District w.e.f. 6.00 PM of 3rd June, 2024 to 8.00 AM of 7th June, 2024. Also I do hereby prohibit two or more Nos. of Motor Bikes or motor cars moving together in any area which also amounts to a sort of illegal assembly.

This order shall not be applicable to:

1. Polling personnel, CAPF, Police on election duty or their vehicles, or any other persons such as media persons with valid ECI Passes, drivers etc or vehicles engaged in the election duty.
2. Government Servants or police/CAPF/Armed force on routine Government duty.
3. Vehicle transporting goods,vegetables, fish medicine.
4. Ambulances and vehicles carrying patients.
5. Motor cars of the Candidates duly approved by the Returning Officers or any other motor cars duly permitted by the competent authority.
6. Motorcycle carrying school students, School teachers engaged in examination duty with valid ID card following Traffic Rules.
7. Pre-defined areas of gathering permitted by Police authorities near counting centre.

ensure strict

The Superintendent of Police,. South Tripura is directed to implementation of this order. The CRPF.SAP, Police shall be deployed optimally to ensure strict implementation of the order.

This order shall be valid w.e.f 6.00 PM of 3rd June, 2024 to 8.00 AM of 7th June, 2024. Whoever violates this order shall be punishable under section 188 of Indian Penal Code (IPC).

Issued under my hand and seal on the day of 31st May, 2024.

ICA/D/207/24

(Dr. Siddharth Shiv Jaiswal, IAS)
District Magistrate & Collector
South Tripura, Belonia.

কাজের সন্ধান

আগরতলায় লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে ৪৫৯ চাকরি

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন পরীক্ষার মাধ্যমে ডিফেন্স সার্ভিস পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদ ঃ ৪৫৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট, বিই, বিটেক পাশ, বয়স ঃ ২০-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ জুন, লিখিত পরীক্ষার তারিখ ১ সেপ্টেম্বর, কেন্দ্র - আগরতলা। মোট কথা, প্রয়োজনীয় ট্রেনিং দিয়ে সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর এক্সিকিউটিভ ব্রাঞ্চে চাকরির জন্য গ্র্যাজুয়েট পাশ ৩৪৯ জন তরুণ-তরুণী নেওয়া হবে। শূন্যপদের সংখ্যা আর্মি বা সেনাবাহিনীতে ১০০, নৌবাহিনীতে ৩২, বিমানবাহিনীতে ৩২, অফিসার্স ট্রেণিং একাডেমিতে পুরুষ - ২৭৬ এবং মহিলা - ১৯। প্রার্থিবাছাইয়ের জন্য একটি লিখিত পরীক্ষা (কম্বাইন্ড ডিফেন্স সার্ভিস এগজামিনেশন (টু), ২০২৪) নেবেন ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন। পরীক্ষা নেওয়া হবে ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে।

দরখাস্ত করতে হবে কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ৪ জুনের মধ্যে। অর্থাৎ শেষ তারিখ ৪ জুন, সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত। দরখাস্ত করার আগে নিজের একটি স্থায়ী ইমেল আইডি তৈরি রাখবেন, নামের বানান ও অন্যান্য তথ্যের দিক থেকে পূরণ নিখুঁত করার জন্য প্রাসঙ্গিক কাগজপত্রও হাতে কাছে নিয়ে বসবেন। দরখাস্তের নির্ধারিত ফি দিতে পারবেন চালান ডাউনলোড করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার বা স্টেট ব্যাঙ্কের কোনও অ্যাসেশিয়েট ব্যাঙ্কের শাখায় নগদে। অনলাইনেও স্টেট ব্যাঙ্কে টাকা দিতে পারেন, অথবা ভিসা/ মাস্টার ডেবিট / ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ে দেওয়া যায়। বিস্তারিত নির্দেশ সাইটে পাবেন। তফশিলি প্রার্থী বা মহিলাদের পরীক্ষা ফি দিতে হবে না। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। দরখাস্ত করা হয়ে গেলে রেজিস্ট্রেশন নম্বর যত্ন করে টুকে রাখবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা জমা পড়েছে বলে সমর্থিত হবে তবেই দরখাস্ত পাকাপাকিভাবে গ্রাহ্য হবে। তখন রেজিস্টার্ড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে রাখবেন। যাঁদের দরখাস্তের কনফার্মের দেখা যাবে না তাঁদের তালিকা ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে দরখাস্তের শেষ তারিখের ২ সপ্তাহের মধ্যে এবং তাঁদের ইমেলে ব্যাক্তিগত ভাবেও জানিয়ে বলা হবে টাকা জমার প্রমাণ ১০ দিনের মধ্যে দাখিল করতে। দরখাস্তের সঙ্গে কোনও প্রমাণপত্রাদি দাখিল করতে হবে না সাক্ষাৎকারের সময় ওসব লাগবে। এই পরীক্ষার সিলেবাস ও আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ওয়েবসাইটে দেখতে পারেন। দরখাস্ত পাঠানোর কৌশল ও নিয়মকানুন সহ এই বিজ্ঞপ্তির পুরো বিবরণ পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, প্রিন্ট আউট বের করে রাখা ইত্যাদি সামগ্রিক বিষয়ের জন্য এবং লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই' বা 'হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। এই পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি নং ইউ পি এস সি ১১/২০২৪. সিডিএস - টু, প্রকাশের তারিখ ১৫-০৫-২০২৪। দরখাস্ত করতে কোনওরকম সমস্যা হলে কাজের দিনগুলিতে বেলা ১০টা থেকে ৫টার মধ্যে ফোন করতে পারেন ইউপিএসসির টোল ফ্রি নম্বরে। শূন্যপদগুলি হলো ঃ— ক্রমিক নং (১) ইন্ডিয়ান মিলিটারি একাডেমি ঃ শূন্যপদ ১০০টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা - যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট। ক্রমিক নং (২) ইন্ডিয়ান ন্যাভাল একাডেমি ঃ শূন্যপদ ৩২টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা - ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট। ক্রমিক নং (৩) এয়ার ফোর্স ঃ শূন্যপদ ৩২টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা - বিএসসি পাশ অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট। ক্রমিক নং (৪) অফিসার্স ট্রেণিং একাডেমি (পুরুষ) ঃ শূন্যপদ ২৭৬টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা - যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট। ক্রমিক নং (৫) অফিসার্স ট্রেণিং একাডেমি (মহিলা) ঃ শূন্যপদ ১৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা - যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট। প্রতি ক্ষেত্রেই বয়স ঃ বয়স ঃ ০১-০৭-২০২৫ তারিখের হিসেবে আইএমএ বা আইএনএ-র ক্ষেত্রে ১৮ থেকে ২৩ বছর। অর্থাৎ ইন্ডিয়ান মিলিটারি একাডেমি বা আইএমএ এবং ইন্ডিয়ান ন্যাভাল একাডেমি বা আইএনএ-র ক্ষেত্রে জন্মতারিখ হতে হবে ২-৭-২০০১ থেকে ১-৭-২০০৬ এর মধ্যে। এয়ারফোর্স একাডেমি বা এএফএ-র ক্ষেত্রে বয়স ২০ থেকে ২৪ বছর। জন্মতারিখ হতে হবে ২-৭-২০০১ থেকে ১-৭-২০০৫ এর মধ্যে। ওবিসি, এসসি, এসটি, শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী বয়সের ঊর্ধ্বসীমায় যথারীতি ছাড় রয়েছে। বেতনক্রম ঃ পে ব্যান্ড লেভেল-১০ অনুযায়ী ৫৬,১০০ - ২,২৫,০০০ টাকা, সঙ্গে অন্যান্য ভাতাও রয়েছে। আরও বিস্তারিত অর্থাৎ র‍্যাঙ্ক অনুযায়ী বেতনক্রম দেখে নিতে হবে এঁদের ওয়েবসাইট থেকে। প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষা/ কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউর মাধ্যমে। কললেটারের মধ্যে পরীক্ষার দিনক্ষণ এবং স্থান সমস্ত কিছুই উল্লেখ করা থাকবে। তবে পরীক্ষার তারিখ স্থির হয়েছে ১ সেপ্টেম্বর। ত্রিপুরার প্রার্থীরা আগরতলা পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতেপারবেন, তবে এর জন্য আগে থেকে দরখাস্ত পূরণ করার সময় পছন্দের পরীক্ষা কেন্দ্রের কথা জানাতে হবে।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।।

* কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীনে **ডিফেন্স সার্ভিস-এ** নিয়োগের জন্য পরীক্ষার জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে। শূন্যপদ ঃ ৪৫৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট, বিই, বিটেক পাশ, বয়স ঃ ২০-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ জুন, লিখিত পরীক্ষার তারিখ ১ সেপ্টেম্বর, কেন্দ্র - আগরতলা সহ সারা দেশে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশী পের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীনে **এনডিএ, এনএ-টু** সার্ভিসের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে। শূন্যপদ ঃ ৪০৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ১৬ বছর ৬ মাস থেকে ১৯ বছর ৬ মাস, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ জুন, লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তারিখ ১ সেপ্টেম্বর।

* ই.এস.আই.সি-তে **সিনিয়র রেসিডেন্ট, প্রফেসর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১১৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমবিবিএস, পিজি পাশ, বয়স ঃ ৪৫ ও ততোর্ধ্ব বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ জুন, বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে। * এয়ার ফোর্সে **মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫০০টি (সম্ভাব্য), শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, বিএসসি (ফার্মা) পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২১ বছর, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ জুন, বাছাইকৃতদের র‍্যালী, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, সাক্ষাৎকারের দিনক্ষণ ও কেন্দ্র বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* এয়ার ফোর্সে **অগ্নিবীর, মিউজিশিয়ান** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০০টি (সম্ভাব্য), শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ, নির্দিষ্ট বাদ্যযন্ত্রে দক্ষ হতে হবে, বয়স ঃ ১৭-২১ বছর, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ জুন, বাছাইকৃতদের র‍্যালী, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, সাক্ষাৎকারের সম্ভাব্য দিনক্ষণ ৩ জুলাই থেকে, কেন্দ্র বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* বহিঃরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হসপিটালে **জুনিয়র রেসিডেন্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৫৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমবিবিএস পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় পেতে পারেন), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ জুন, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ৭ জুলাই, কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* বহিঃরাজ্যে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে **জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৮০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা (মেকানিক্যাল) পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ জুন, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* ভারতীয় নৌবাহিনীতে **অগ্নিবীর, এসএসআর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫০০টি (সম্ভাব্য), শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ ১৭-২১ বছর, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ জুন পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, বাছাইকৃতদের র‍্যালী, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, সাক্ষাৎকারের দিনক্ষণ ও কেন্দ্র বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* ভারতীয় নৌবাহিনীতে **অগ্নিবীর, এমআর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫০০টি (সম্ভাব্য), শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ ১৭-২১ বছর, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ জুন পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, বাছাইকৃতদের র‍্যালী, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, সাক্ষাৎকারের দিনক্ষণ ও কেন্দ্র বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* ইএসআইসি-তে **সিনিয়র রেসিডেন্ট, স্পেশালিস্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমবিবিএস, পিজিপাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ জুন, বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকে **ফ্যাক্টরি ওয়ার্কার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৫৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ জুন, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা/ সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীনে **নন-এক্সিকিউটিভ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৮২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমাপাশ, বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ জুন, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* ভারতীয় আর্মিতে **টিইএস এন্ট্রি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৯০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিজ্ঞান নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ সাড়ে ১৬ থেকে সাড়ে ১৮ বছর, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৩ জুন, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* বিএসএফ-এ **স্টাফ নার্স, ফিজিওথেরাপিস্ট, ল্যাব টেকনেশিয়ান** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৪১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে বিএসসি নার্সিং পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৩ জুন, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **জেনারেল ম্যানেজার, অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার (টেলিকমিউনিকেশন লিমিটেড, কর্পোরেট সেক্টর)**
শূন্যপদ ঃ ১০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজিপাশ, অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার রয়েছে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৫৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩ জুন,
বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **ডিফেন্স সার্ভিস (কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রক),**
ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে
শূন্যপদ ঃ ৪৫৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট, বিই, বিটেক পাশ,
বয়স ঃ ২০-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ জুন,
লিখিত পরীক্ষার তারিখ ১ সেপ্টেম্বর, কেন্দ্র - আগরতলা সহ সারা দেশে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **এনডিএ, এনএ-টু (কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রক),**
ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে,
শূন্যপদ ঃ ৪০৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ ১৬ বছর ৬ মাস থেকে ১৯ বছর ৬ মাস,
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ জুন,
লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তারিখ ১ সেপ্টেম্বর।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **সিনিয়র রেসিডেন্ট, প্রফেসর (ই.এস.আই.সি),**
শূন্যপদ ঃ ১১৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমবিবিএস, পিজি পাশ,
বয়স ঃ ৪৫ ও ততোর্ধ্ব বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ জুন,
বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট (এয়ার ফোর্স),**
শূন্যপদ ঃ ৫০০টি (সম্ভাব্য),
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, বিএসসি (ফার্মা) পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২১ বছর,
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ জুন,
বাছাইকৃতদের র‍্যালী, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, সাক্ষাৎকারের দিনক্ষণ ও কেন্দ্র বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **অগ্নিবীর, মিউজিশিয়ান (এয়ার ফোর্স),**
শূন্যপদ ঃ ১০০টি (সম্ভাব্য),
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ, নির্দিষ্ট বাদ্যযন্ত্রে দক্ষ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৭-২১ বছর,
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ জুন,
বাছাইকৃতদের র‍্যালী, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, সাক্ষাৎকারের সম্ভাব্য দিনক্ষণ ৩ জুলাই থেকে, কেন্দ্র বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **জুনিয়র রেসিডেন্ট (আর.এম.এল হসপিটাল),**
শূন্যপদ ঃ ২৫৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমবিবিএস পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় পেতে পারেন),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ জুন,
বাছাইকৃতদের লিখিতপরীক্ষা ৭ জুলাই, কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (পি.এস.সি, বহিঃরাজ্য)**
শূন্যপদ ঃ ৮০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা (মেকানিক্যাল) পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ জুন,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **অগ্নিবীর, এসএসআর (নেভি),**
শূন্যপদ ঃ ৫০০টি (সম্ভাব্য),
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ,
বয়স ঃ ১৭-২১ বছর,
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ জুন পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,
বাছাইকৃতদের র‍্যালী, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, সাক্ষাৎকারের দিনক্ষণ ও কেন্দ্র বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **অগ্নিবীর, এমআর (নেভি),**
শূন্যপদ ঃ ৫০০টি (সম্ভাব্য),
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ,
বয়স ঃ ১৭-২১ বছর,
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ জুন পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,
বাছাইকৃতদের র‍্যালী, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, সাক্ষাৎকারের দিনক্ষণ ও কেন্দ্র বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **সিনিয়র রেসিডেন্ট, স্পেশালিস্ট (ইএসআইসি)**
শূন্যপদ ঃ ৪৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমবিবিএস, পিজিপাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ জুন,
বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

o--o--o--o--o--o

* পরীক্ষা ঃ **ফ্যাক্টরি ওয়ার্কার (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ১৫৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ জুন,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা/ সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **নন-এক্সিকিউটিভ (প্রতিরক্ষা মন্ত্রক)**
শূন্যপদ ঃ ১৮২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমাপাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ জুন,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **টিইএস এন্ট্রি (আর্মি)**
শূন্যপদ ঃ ৯০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিজ্ঞান নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশ,
বয়স ঃ সাড়ে ১৬ থেকে সাড়ে ১৮ বছর,
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৩ জুন,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **স্টাফ নার্স, ফিজিওথেরাপিস্ট, ল্যাব টেকনেশিয়ান (বিএসএফ)**
শূন্যপদ ঃ ১৪১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে বিএসসি নার্সিং পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৩ জুন,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

মাধ্যমিক পাশদের নৌবাহিনীতে চাকরি শেষ তারিখ বাড়িয়ে সুযোগ বৃদ্ধি

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ বাড়িয়ে চাকরির সুযোগ বৃদ্ধি করা হয়েছে। কর্মপ্রার্থীদের সুবিধার্থে বিজ্ঞপ্তির গুরুত্বপূর্ণ অংশ এখানে আবারও প্রকাশ করা হলে। মূলতঃ উচ্চশিক্ষিত নয়, এমন বেকারদের জন্য ইন্ডিয়ান নেভিতে চাকরির সুযোগ রয়েছে। যোগ্যতা কমপক্ষে মাধ্যমিক পাশ। প্রচুর সংখ্যক অগ্নিবীর (এমআর) পদে নিয়োগ করা হবে ভারতীয় নৌবাহিনীতে। এগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে চাকরি। শূন্যপদের সংখ্যা সম্ভাব্য ৫০০ হলেও নিয়োগের সময় তা বিস্তারিত জানানো হবে। এককথায়, ইন্ডিয়ান নেভিতে কুক/শেফ, স্টুয়ার্ড, টোপাস/হাইজিনিস্ট ইত্যাদি বিভিন্ন পদে নিয়োগের বিষয়টা এখন অগ্নিবীর (এমআর) নামে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদ ঃ ৫০০টি (সম্ভাব্য), শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ কমপক্ষে মাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২১ বছর। তবে জন্মতারিখ হতে হবে ০১-১১-২০০৩ থেকে ৩০-০৪-২০০৭ -এর মধ্যে। অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ৫ জুন পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। ইতোমধ্যেই কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার স্থান ও তারিখ ঘোষণা করা হবে। তা বিস্তারিত এঁদের ওয়েবসাইট থেকেও জানা যাবে। এবং যথাসময়ে কল লেটারে জানানোও হবে।

ইন্ডিয়ান নেভিতে অগ্নিবীর (এমআর) পদে চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা অনূর্ধ্ব ২১-এর মধ্যে বয়স হলে অনলাইনে আবেদন করতে পারেন। বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা ইত্যাদির বিস্তারিত দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটে প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তিতে। তবুও জেনে রাখা ভালো, ০১-১১-২০০৩ এর পর এবং ৩০-০৪-২০০৭ এর আগে যাদের জন্ম, তারাই আবেদন করতে পারবেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা - অন্তত পক্ষে মাধ্যমিক পাশ। নিয়োগ হবে ভারতীয় নৌ-বাহিনীর এমআর - ০২/ ২০২৪ ব্যাচে। নিযুক্তির পরেই ট্রেনিং শুরু হবে।

প্রার্থীবাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা ও মেডিক্যাল টেস্টের ভিত্তিতে। ৩০ মিনিটের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষায় সফল হলে শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে ছেলেদের ক্ষেত্রে ৬ মিনিট ৩০ সেকেন্ডে মিনিটে ১.৬ কিলোমিটার দৌড়, মেয়েদের ক্ষেত্রে ৮ মিনিটে ১.৬ কিমি দৌড়। ছেলেদের ক্ষেত্রে ২০টি ওঠ-বস এবং ১৫টি পুস আপ। মেয়েদের ক্ষেত্রে ১৫টি ওঠ-বস এবং ১০টি পুস আপ। সবশেষে হবে ডাক্তারি পরীক্ষা। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য পরীক্ষা কেন্দ্র শিলং অথবা কলকাতায় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পরীক্ষার নির্দিষ্ট দিনক্ষণ এখনও জানানো হয়নি। পরীক্ষার স্থানকাল ও তারিখ ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে কললেটারের মাধ্যমে। কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে পরীক্ষার ১৫ দিন আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনএ চিঠি পাঠানো হবে না। পূর্ব ভারত সহ অন্যান্য পরীক্ষাকেন্দ্রের নাম ও কোড নম্বর জানতে পারেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে এঁদের ওয়েবসাইট থেকে সময়ে সময়ে তা জেনে নিতে হবে।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে, এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, অবশ্যই ৫ জুনের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে ফর্ম ফিলাপের শেষ তারিখ ৫ জুন পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন। নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। এছাড়া, স্ক্যান করে রাখতে হবে নিজের সমস্ত সার্টিফিকেট ও ডকুমেন্টস। প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলোকে আপলোড করতে হবে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা। মোবাইল এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, অনলাইন মুডে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্টের পর ই-রিসিপ্ট কপিও যত্ন করে রাখবেন। সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড, প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি পরীক্ষার সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর সহ এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/ হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। বলা বাহুল্য, অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট ও ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া ক্যাশ রিসিপ্ট বা ই-রিসিপ্ট কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে। প্রতি ক্ষেত্রে বয়স হতে হবে, অনূর্ধ্ব ২১ বছর। অর্থাৎ জন্ম তারিখ হতে হবে ০১-১১-২০০৩ থেকে ৩০-০৪-২০০৭ এর মধ্যে। শারীরিক মাপঝোকের ক্ষেত্রে দেহের উচ্চতা হতে হবে অন্তত ১৫৭ সেমি। এছাড়া, বয়স ও উচ্চতার পাশাপশি মানানসই ওজন যেমন চাই, তেমনি ত্রুটিহীন দৃষ্টিশক্তিও থাকা চাই। প্রথমে ১৫ সপ্তাহের বেসিক ট্রেনিং হবে চিল্কায়। ট্রেনিংয়ের সময় কেন্দ্রীয় হারে বেতন দেওয়া হলেও সফল ট্রেনিং শেষে নিয়োগের পর মূল মাইনে হবে সেবা নিধির ডিফেন্স পে মেট্রিক্সের লেভেল থ্রি অনুযায়ী অন্তত পক্ষে ৩০,০০০ টাকা। এছাড়া, অন্যান্য ভাতার সঙ্গে মিলিটারি সার্ভিস পে-ও দেওয়া হবে প্রতি মাসের বেতনের সঙ্গে। ওয়ান-টাইম সেবা নিধি প্রকল্পও থাকছে নির্দিষ্ট লেভেল ও স্তর অনুযায়ী।

মাধ্যমিক পাশ তরুন-তরুনীদের থেকে এয়ারফোর্সে অগ্নিবীর মিউজিশিয়ান নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্সে অগ্নিপথ স্কীমে অগ্নিবীর বায়ু (মিউজিশিয়ান) পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০০টি (সম্ভাব্য)। নিয়োগের সময় তা বাড়তেও পারে, আবার কমতেও পারে। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ সাড়ে ১৭ থেকে ২১ বছর, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ জুন, র‍্যালী ও পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এবিষয়ে বিস্তারিত এঁদের ওয়েবসাইটে এবং আবেদনকারীকে কল লেটারে জানানো হবে। এককথায়, ভারতীয় বিমান বাহিনীতে ১০০ (সম্ভাব্য) জন তরুন-তরুনী অগ্নিবীর বায়ু মিউজিহিয়ান নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। কোনও রাজ্যের জন্য নির্দিষ্ট কোটা না থাকলেও সামগ্রিক হিসেবে ১০০ জন তরুন-তরুণী নিয়োগ করা হবে। মাধ্যমিক পাশ হতে হবে। নির্দিষ্ট বাদ্যযন্ত্রে দক্ষ হতে হবে। প্রার্থিবাছাই করবেন ভারতীয় বিমান বাহিনীর নির্দিষ্ট রিক্রুটমেন্ট সেল। অগ্নিপথ স্কিমের অধীনে অগ্নিবীর বায়ু (মিউজিশিয়ান) ০১/২০২৫ রিক্রুটমেন্ট র‍্যালীর মাধ্যমে। মাধ্যমিক পাশ ছেলে-মেয়েরা আবেদন করতে পারেন। তবে নির্দিষ্ট বাদ্যযন্ত্রে দক্ষতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন। প্রার্থীদের বয়স হতে হবে চলতি সময়ের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখের হিসেবে সাড়ে ১৭ থেকে ২১ বছরের মধ্যে। অর্থাৎ জন্মতারিখ হতেহবে ০২-০৪-২০০৪ থেকে ০২-০৭-২০০৭-এর মধ্যে। শারীরিক মাপজোক হতে হবে পুরুষদের ক্ষেত্রে উচ্চতায় অন্তত ১৬২ সেমি.। মহিলা প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১৫২ সেমি.। ত্রিপুরার প্রার্থীদের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট হারে শিথিলতা বা ছাড় রয়েছে। ওজন হতে হবে উচ্চতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সবক্ষেত্রেই দৃষ্টিশক্তি হতে হবে চশমা ছাড়া উভয় চোখে ৬/৬ এবং ৬/৯। ভাঙা হাঁটু, চ্যাটালো পায়ের পাতা, শিরাস্ফীতি, তীর্যক চাউনি থাকলে আবেদন করবেন না। রং চেনার উচ্চ ক্ষমতা থাকা দরকার। মূল মাইনে ইত্যাদি পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে, এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, অবশ্যই ৫ জুনের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে ফর্ম ফিলাপের শেষ তারিখ ৫ জুন। উল্লেখ্য, অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো, প্রয়োজনীয় সমস্ত ডকুমেন্টসও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে। যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবি (৪০ কেবির মধ্যে, জেপিজি/ জেপিইজি ফর্ম্যাটে) ও সই (৪০ কেবির মধ্যে, জেপিজি/ জেপিইজি ফর্ম্যাটে) স্ক্যান করে রাখবেন, পরে তা আপলোড করতে হবে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন। কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (আধার কার্ড, প্যান কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে (প্রযোজ্য) পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি সাক্ষাৎকারের সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর সহ এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশী পের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

প্রার্থিবাছাই হবে বাদ্যযন্ত্র বাজানোর পরীক্ষা, লিখিত বা কম্পিউটার ভিত্তিকপরীক্ষা, শারীরিকসক্ষমতা ও শারীরিক মাপজোকের পরীক্ষা এবং এডাপটেবিলিটি টেস্ট, ইন্টারভিউ ও ডাক্তারি পরীক্ষার মাধ্যমে। এই সমস্ত পরীক্ষার দিনক্ষণ ৩ থেকে ১২ জুলাই স্থির হয়েছে। প্রয়োজনে তা পরিবর্তনও হতে পারে। পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশের বিভিন্ন শহরেই থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে এ বিষয়ে বিস্তারিত অর্থাৎ কার, কবে, কোথায় পরীক্ষা বা র‍্যালী, তা কল লেটারে জানিয়ে দেওয়া হবে। কাগজপত্র পরীক্ষায় সফল হলে শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা ও শারীরিক মাপজোকের পরীক্ষা। শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে পুরুষদের ক্ষেত্রে ৭ মিনিটে ১৬০০ মিটার দৌড়, ১ মিনিটে ১০টি পুশ-আপ, ১ মিনিটে ১০টি সিট-আপ, ১ মিনিটে ২০টি স্কোয়াট এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে ৮ মিনিটে ১৬০০ মিটার দৌড়, ১ মিনিট ৩০ সেকেন্ড অর্থাৎ দেড় মিনিটে ১০টি পুশ-আপ, ১ মিনিটে ১৫টি স্কোয়াট ইত্যাদিও রয়েছে। এর আগে ইংলিশ লিখিত পরীক্ষায় সফল হতে হবে। পরীক্ষায় ৩০ নম্বরের পরীক্ষা, ৩০টি প্রশ্ন, সময় ৩০ মিনিট। প্রতি ক্ষেত্রেই অবজেক্টিভ টাইপ মাল্টিপল চয়েজ ভিত্তিক প্রশ্ন। ভুল উত্তরের জন্য অবশ্যই কোনও কাটা যাবে না বলে উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ নেগেটিভ মার্কিং নেই। সবশেষে ইন্টারভিউও ডাক্তারিপরীক্ষা। পরীক্ষারসিলেবাস সহ এবিষয়ে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করেআরও বিস্তারিতজানতেপারবেন।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য কার্যালয়ে

৬৪তম ইলেকট্রিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত

মালিগাঁও, ৩১ মে, ২০২৪: ৩০ ও ৩১ মে, ২০২৪ তারিখে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য কার্যালয়ে ইলেকট্রিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড কমিটির বৈঠক সফলভাবে আয়োজিত হয়। উল্লেখযোগ্য এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন শ্রী বিজয় প্রতাপ সিং, অতিরিক্ত সদস্য (ট্র্যাকশন)/রেলওয়ে বোর্ড এবং শ্রী নিখিল পান্ডে, অতিরিক্ত সদস্য (রেলওয়ে ইলেকট্রিফিকেশন)/রেলওয়ে বোর্ড। এই বৈঠকে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তবের পাশাপাশি রেলওয়ে বোর্ড, রিসার্চ ডিজাইন অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড অর্গানাইজেশন (আরডিএসও)-এর উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা এবং জোনাল রেলওয়ের এবং প্রডাকশন ইউনিটগুলির প্রিন্সিপাল চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (পিসিইই)গণ উপস্থিত ছিলেন। উত্তর পূর্ব ভারতে পাঁচ বছর পরে ইলেকট্রিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড কমিটির এই ৬৪তম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

ভারতীয় রেলওয়ের কর্ম কুশলতা ও আধুনিকীকরণের জন্য ইলেকট্রিক্যাল স্ট্যান্ডার্ডের গুরুত্ব পর্যালোচনা ও আপডেট করার লক্ষ্যেই এই বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল। ট্র্যাকশন সিস্টেমের দক্ষতা ও স্থায়িত্ব বৃদ্ধির জন্য সর্বশেষ প্রযুক্তির সুবিধাগুলি, বিদ্যমান সেফটি প্রোটোকলগুলির মূল্যায়ন এবং রেলওয়ে পরিচালনার নিরাপত্তা বৃদ্ধির উদ্ভাবনী সমাধানগুলির অন্বেষণের মতো মূল বিষয়গুলি, রেলওয়ে ইলেকট্রিফিকেশন এবং ট্র্যাকশন সিস্টেমের ক্ষেত্রে সমস্ত জোন এবং প্রোডাকশন ইউনিটে অভিন্নতা ও আন্তঃকর্মক্ষমতা নিশ্চিত করার জন্য বৈদ্যুতিক উপাদান ও ব্যবস্থাগুলির স্ট্যান্ডার্ডাইজিং করার প্রচেষ্টা এবং টেকসই পদ্ধতি ও গ্রিন টেকনোলজি অন্তর্ভুক্ত করার বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

ভাষণ প্রদানের সময় ভারতীয় রেলওয়ের প্রয়োজনীয়তা পূরণের স্ট্যান্ডার্ডগুলি আপডেট করা এবং সেগুলি মেনে চলার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন শ্রী সতীশ কুমার, সদস্য (ট্র্যাকশন ও রোলিং স্টক)/রেলওয়ে বোর্ড। অধিবেশনে বিশেষজ্ঞদের অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন উপস্থাপন ও প্রাণবন্ত আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়, যার ফলে রেলওয়ে সম্পত্তির সুরক্ষা ও নির্ভরযোগ্যতা আরও উন্নত করার জন্য কার্যকর কৌশল ও সমাধান প্রস্তুত করা হয়।

রেলওয়ে বোর্ড, আরডিএসও এবং জোনাল রেলওয়ে/প্রোডাকশন ইউনিটগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ বার্তালাপের ফলে ইলেকট্রিক রোলিং স্টক, ট্র্যাকশন বিতরণ, রেলওয়ে বৈদ্যুতিকীকরণ প্রকল্প, যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কিত বিষয়গুলির সামগ্রিক কার্যকলাপের উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বৈদ্যুতিক সম্পত্তির সাথে সম্পর্কযুক্ত রেলওয়ের কাজকর্মের ক্ষেত্রে ক্রমাগত উন্নতি ও শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে আসার জন্য নিজেদের প্রতিশ্রুতির কথা পুনর্ব্যক্ত করে ইলেকট্রিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড কমিটি।

নিশিগঞ্জে ব্রাউন সুগার ও ইয়াবা ট্যাবলেট সহ ধৃত ট্রাক চালক

নিশিগঞ্জ, ৩১ মে (হি. স.) : ব্রাউন সুগার ও ইয়াবা ট্যাবলেট সহ গ্রেফতার করা হল ট্রাকচালককে। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে কোচবিহার-মাথাভাঙ্গা রাজ্য সড়কের নিশিগঞ্জে ধরা পড়ে ওই ট্রাকচালক।

মাথাভাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সন্দীপ গড়াই জানান, মেঘালয় থেকে একটি পণ্যবাহী ট্রাক কোচবিহার হয়ে মুর্শিদাবাদের দিকে যাচ্ছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ ট্রাকটিকে নিশিগঞ্জ ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের সিটকিবাড়ি পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন এলাকায় আটকায়। এরপর তল্লাশি চালাতেই উদ্ধার হয় ৯১৯ গ্রাম ব্রাউন সুগার ও ২১ গ্রাম ইয়াবা ট্যাবলেট। শুক্রবার ধৃত ট্রাকচালককে মাথাভাঙ্গা আদালতে তোলা হয়। ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

গঙ্গোত্রী হাইওয়ের ডাবরানির কাছে পাথর পড়ে একজনের মৃত্যু, তিনজন আহত

উত্তরকাশী, ৩১ মে (হি. স.) : শুক্রবার গঙ্গোত্রী জাতীয় সড়কের ডাবরানির কাছে পাহাড় থেকে পাথর পড়ার কারণে একটি বা দুটি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে এবং তিনজন আহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ডাঃ মেহরবান সিং বিষ্ট ত্রাণ ও উদ্ধারকারী দলকে অবিলম্বে ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর নির্দেশ দিয়েছেন। এই ঘটনায় আহত তিনজনকে তাৎক্ষণিকভাবে নিকটস্থ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশ, এসডিআরএফ, এনডিআরএফ, বিপর্যয় মোকাবিলা দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারের কাজ চালায়।

১১ জুন থেকে শুরু হচ্ছে বহু প্রতীক্ষিত বেঙ্গল প্রো টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট লিগ

কলকাতা, ৩১ মে (হি. স.): বহু প্রতীক্ষিত আট দলের বেঙ্গল প্রো টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট লিগ শুরু হচ্ছে ১১ জুন থেকে। উদ্বোধনী ম্যাচেই ইডেনে মুখোমুখি হবে আকাশদীপের শিলিগুড়ি স্ম্যাশার্স ও মনোজ তিওয়ারির হারবার ডায়মন্ডস। মেয়েদের লিগ শুরু হবে ১২ জুন থেকে।

ছেলেদের ম্যাচগুলি হবে ইডেনে আর মেয়েদের ম্যাচগুলি হবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সল্টলেক ক্যাম্পাসের মাঠে। ছেলেদের লিগের ম্যাচগুলি শুরু হবে দুপুর ১.৩০ ও সন্ধে ৭টা থেকে। আর মেয়েদের ম্যাচগুলি হবে সকাল ৮.৩০ ও দুপুর ১টা থেকে। রাউন্ড রবিন পদ্ধতিতে টুর্নামেন্ট হবে। ফাইনাল ম্যাচ হবে আগামী ২৮ জুন।

চালসায় চা বাগানে বিশালাকার অজগর উদ্ধার

চালসা, ৩১ মে (হি. স.) : মেটেলি ব্লকের বড়োদিঘি চা বাগানের ২০ নম্বর সেকশনে বিশালাকার অজগর উদ্ধার। শুক্রবার সকালে কাজ করার সময় শ্রমিকরা একটি অজগর দেখতে পায়। সেটি দেখেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন শ্রমিকরা। বাগানের শ্রমিকরাই অজগরটি উদ্ধার করে।

খবর পেয়ে বড়োদিঘি বিট অফিস থেকে বনকর্মীরা এসে সাপটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। সুস্থ থাকায় এদিনই সেটিকে লাটাগুড়ি জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়। অজগরটি লম্বায় প্রায় ১০ ফুট বলে জানা গিয়েছে। বড়োদিঘি চা বাগানটির পাশেই রয়েছে লাটাগুড়ি জঙ্গল। ওই জঙ্গল থেকেই অজগরটি আসতে পারে বলে শ্রমিকদের অনুমান।

ভোট শুরুর আগেই ফের উত্তপ্ত ভাঙড়, বোমাবাজিতে আহত ১০

দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ৩১ মে (হি. স.): লোকসভা নির্বাচনের শেষ দফার মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড় এলাকা। তৃণমূল নেতা-কর্মীদের লক্ষ্য করে বোমা মারার অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগের আঙুল উঠেছে মূলত আইএসএফ-এর বিরুদ্ধে।

ভাঙড়ের উত্তর কাশিপুর থানার বানিয়ারা এলাকায় বৃহস্পতিবার রাতে এই বোমাবাজির ঘটনাটি ঘটে। অভিযোগ, দলীয় কর্মসূচি সেরে এলাকার তৃণমূল নেতা রফিক খান কর্মীদের নিয়ে যখন বাড়ি ফিরছিলেন, সেই সময় তাঁদের ওপর বোমা ছোড়া হয়। এরপরই মুড়ি-মুড়কির মতো পরপর বোমা পড়তে থাকায় এলাকায়, যার জেরে উত্তেজনা চরমে পৌঁছয়। এই ঘটনায় আইএসএফের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে তৃণমূল। ব্যাপক বোমাবাজির ঘটনায় মোট ১০ জন গুরুতর আহত হয়েছেন বলেও জানা গিয়েছে।

বোমার আঘাতে রক্তাক্ত অবস্থায় অনেকেই রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন। পরে আহতদের ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে জিরানগাছা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভরতি করা হয়। আহতদের দেখতে পরে হাসপাতালে আসেন ক্যানিং পূর্বের তৃণমূল বিধায়ক তথা ভাঙড়ে দলের পর্যবেক্ষক শওকাত মোল্লা। আহতদের দেখে শওকত মোল্লা বলেন, 'এই ঘটনায় আইএসএফ নেতা নওশাদ সিদ্দিকীকে গ্রেফতার করা উচিত। আইএসএফের তরফ থেকে এলাকায় নতুন করে উত্তেজনা ছড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।' হাসপাতালে রাতেই আহতদের দেখতে যান রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস এবং যাদবপুরের তৃণমূল প্রার্থী সায়নী ঘোষ ।

গোটা ঘটনার খবর পেয়ে আসেন কলকাতা পুলিশের ভাঙড় থানার পুলিশ আধিকারিকরা। সঙ্গে ঘটনাস্থলে আসেন কলকাতা পুলিশের গুন্ডা দমন শাখার গোয়েন্দারা। ওই এলাকায় রাতে তল্লাশি অভিযান চালানো হয়েছে।

পানীয় জলের জন্য হাহাকার অব্যাহত শিলিগুড়িতে

শিলিগুড়ি, ৩১ মে (হি. স.): শিলিগুড়িতে জলের সমস্যা শুক্রবারও মেটেনি। বৃহস্পতিবার জলের দাবিতে পথে নামে শিলিগুড়ির বামেরা। প্রাক্তন মেয়র অশোক ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে পুরসভা ঘেরাও করা হয়। মেয়র এবং ডেপুটি মেয়রের গাড়িও আটকে দেন বিক্ষোভকারীরা। ওঠে 'চোর-চোর' স্লোগান। শেষমেশ অন্য গাড়িতে পুরনিগম এলাকা ছাড়তে বাধ্য হন পুরকর্তারা। এর পর নবান্ন-র হস্তক্ষেপে জনস্বাস্থ্যবিভাগের স্বয়ংক্রিয় গাড়ি পাঠিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা হয়। কিন্তু পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়নি।

পানীয় জলের জন্য হাহাকার চলছে শহর জুড়ে। পুরসভা যে জল সরবরাহ করছে, তা পানের অযোগ্য। ফলে পানীয় জল জোগাতে কালঘাম ছুটছে স্থানীয় বাসিন্দাদের। কেনা জলই এখন ভরসা শিলিগুড়ির। কত দিন এই সমস্যা চলবে, বোঝা যাচ্ছে না। যদিও পুরসভার তরফে বলা হয়েছে, ২ তারিখ বিকেলের মধ্যে জলের সমস্যা মেটানো যাবে বলে তারা আশাবাদী। এর মাঝে জলের সমস্যা নিয়ে শুক্রবার দুপুর ১টায় সাংবাদিক বৈঠক করবেন মেয়র গৌতম দেব।

বুধবার রাতে গৌতমবাবু ঘোষণা করেছিলেন, পুরসভার সরবরাহ করা জল পানের অযোগ্য। শিলিগুড়িবাসীকে ওই জল খেতে নিষেধ করা হয়। বিকল্প হিসাবে পুরসভার তরফে পানীয় জলের পাউচ বিলি করার কথা জানান তিনি। বেশ কিছু জলের ট্যাঙ্কের মাধ্যমেও বিভিন্ন ওয়ার্ডে জল সরবরাহ করার কথা বলা হয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, জলের পাউচে চাহিদা মিটছে না। ট্যাঙ্কের জলও পর্যাপ্ত নয়।

মোট ২৬টি ট্যাঙ্কের ব্যবস্থা করেছে পুরসভা। শিলিগুড়িতে ওয়ার্ড সংখ্যা ৪৭টি।

প্রতিটি ওয়ার্ডে এক বেলা করে জলের ট্যাঙ্ক পাঠানো যাচ্ছে। যা পর্যাপ্ত নয়। যাঁদের জল কিনে খাওয়ার সামর্থ্য নেই, তাঁরা পুরসভার ওই ট্যাঙ্কের জন্যই অপেক্ষা করছেন। ট্যাঙ্ক এলে জলের কাড়াকাড়ি পড়ে যাচ্ছে। ভিড় সামলাতে কুপনের ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৮২ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ৩১ মে (হি. স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৮২ ডলার এবং ডব্লিউটিআই ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি ৭৮ ডলারের কাছাকাছি। শুক্রবার পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি।

এই সপ্তাহের পঞ্চম দিনে, প্রারম্ভিক লেনদেনে, ব্র্যান্ড ক্রুড ০.২৮ ডলার বা ০.৩৪ শতাংশ হ্রাসের সাথে ব্যারেল প্রতি ৮১.৫৮ ডলারে প্রবণতা করছে। একই সময়ে, ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) ক্রুডও ব্যারেল প্রতি ০.২৯ ডলার বা ০.৩৭ শতাংশ কমে ৭৭.৬২ ডলারে লেনদেন করছে। ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোল স্থিতিশীল রয়েছে ৯৪.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৭.৬২ টাকায়। মুম্বইতে পেট্রোল ১০৪.২১ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯২.১৫ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে। একই সময়ে, কলকাতায় পেট্রোলের দাম ১০৩.৯৪ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯০.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে পেট্রোল ১০০.৭৫ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯২.৩৪ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

লেক বাঁচাতে ভোটের ডামাডোলের মাঝেই মানববন্ধনের প্রস্তুতি শুরু

কলকাতা, ৩১ মে (হি. স.) : লেক (রবীন্দ্র সরোবর) বাঁচাতে ভোটের ডামাডোলের মাঝেই মানববন্ধনের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন পরিবেশবাদীরা। ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসে হবে এই মানববন্ধন।

একটি বেসরকারি সংস্থাকে লিজ দেওয়া হচ্ছে সরোবরের ফাঁকা জায়গা। এই হস্তান্তর বেআইনি বলে দাবি করেছেন

পরিবেশবাদীদের একাংশ। তাঁদের দাবি, সরোবর বাঁচাও আন্দোলন রাজনীতি ও ধর্মের ঊর্ধে হওয়া উচিত। ৩ একর সবুজ জমি পুনরুদ্ধার করার জন্য আমাদের উদ্যোগে যোগ দেওয়া উচিত সকলের।

লেকপ্রেমীরা এবং 'সেভ রবীন্দ্র সরোবর ফোরাম' কেএমডিএ-র কাছে স্পোর্টস অ্যাকাডেমি তৈরির জন্য বেসরকারি সংস্থাকে তিন একর জমি ভাড়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে।

একইসঙ্গে রবীন্দ্র সরোবর জলাশয় ও সংলগ্ন সবুজ সংরক্ষণ এবং পুনরুদ্ধারের জন্য মামলা দায়ের করা হয়েছে।'

রবীন্দ্র সরোবর প্রাতঃর্ভমণ করতে আসা ব্যক্তিদের, ক্রীড়াবিদ এবং সহ-নাগরিকদের বক্তব্য, 'সম্পত্তি বিক্রি করা, লিজ দেওয়া ভুল সিদ্ধান্ত। কলকাতার ঐতিহ্য এবং ফুসফুস অর্থাৎ রবীন্দ্র সরোবর নিয়ে কীভাবে এমন বাজে কাজ করা হচ্ছে?

নয় বছর ধরে স্টেডিয়াম বন্ধ কেন? ক্রীড়াবিদদের জন্য পরিকাঠামো ও স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা নেই কেন? কেন ক্রীড়াবিদ ও প্রাতঃর্ভমণকারীদের জন্য নির্দিষ্ট মাঠে প্রবেশে বাধা দেওয়া হচ্ছে? অডিট রিপোর্ট জমা হচ্ছে না কেন? রবীন্দ্র সরোবরে ক্রমাগত হামলা সহ্য করা হবে না।'

পরিবেশবিদ এসএম ঘোষ, সমীর বোস, সহ-নাগরিক সমাজের সুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কংগ্রেস নেতা আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বলেন, 'পরিবেশগত ভারসাম্য এবং জীববৈচিত্র্য আমাদের আন্দোলনের প্রধান বিষয়। কিন্তু, রবীন্দ্রসরোবরের ইকো সিস্টেমে ক্রমশ খারাপ অবস্থার দিকে এগোচ্ছে।''

তাঁরা বলেন, 'অন্যান্য ক্রীড়া কর্মীরাও অবিলম্বে ফুটবল এবং অ্যাথলেটিকদের জন্য রবীন্দ্রসরোবর স্টেডিয়াম স্পোর্টস কমপ্লেক্স খোলার জন্য সোচ্চার হয়েছেন।' দীর্ঘদিন ধরে স্টেডিয়ামটি ব্যবহার করা হচ্ছে না।

বিজেপির বিক্ষোভে উত্তাল শিলিগুড়ি পুরনিগম, পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি

শিলিগুড়ি, ৩১ মে (হি. স.) : পানীয় জল ইস্যুতে শুক্রবার বিজেপির বিক্ষোভে তুমুল উত্তেজনা ছড়াল শিলিগুড়ি পুর নিগম চত্বরে। এদিন বেলা ১২ টা নাগাদ বিজেপির কয়েকশ কর্মী---সমর্থক মিছিল করে পুরনিগমে ঢোকার চেষ্টা করলে গেটের মুখেই তাঁদের আটকে দেয় শিলিগুড়ি পুলিশ। জোর করে পুর নিগমে ঢোকার চেষ্টা করলে পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন বিক্ষোভকারীরা। শুরু হয়ে যায় পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি। পুর এলাকা জুড়ে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

পানের অযোগ্য শিলিগুড়ির পুর নিগমের সরবরাহ করা জল। দুদিন আগেই সেই জল পান না করার জন্য শহরবাসীর কাছে আবেদন জানিয়ে ছিলেন মেয়র গৌতম দেব। মেয়রের এই ঘোষণার পরই শোরগোল পড়ে যায় শিলিগুড়িতে। এই পানীয় জল ইস্যুতে গতকাল শিলিগুড়ি পুর নিগম চত্বরে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখিয়েছিল সিপিএম। মেয়র গৌতম দেবকে ঘিরেও ব্যাপক বিক্ষোভ দেখিয়েছেন সিপিএমের কর্মী সমর্থকরা। এদিন সেভাবে পুলিশ মোতায়েন ছিলনা পুরনিগমে।

একই ইস্যুতে শুক্রবার শিলিগুড়ি পুরনিগমে বিক্ষোভ দেখাতে আসে বিজেপি। বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন। ছিলেন অন্যান্য বিজেপি কাউন্সিলার, বিজেপির যুব মোর্চা ও মহিলা মোর্চার কর্মী সমর্থকরা। এদিন বেলা ১২টা নাগাদ বিজেপির কয়েক'শ কর্মী সমর্থক মহানন্দার জল নিয়ে শিলিগুড়ি পুর নিগমে আসেন। পরিকল্পনা ছিল মেয়র গৌতম দেবকে স্মারকলিপি প্রদান। বিজেপির বিক্ষোভের আগাম খবর পেয়ে আগে থাকতেই পুরনিগমের মুল গেটের সামনে বিরাট

এক সপ্তাহ পরেও বেঙ্গালুরু থেকে ফিরে আসা নিখোঁজ ব্যক্তির সন্ধান মেলেনি

জলপাইগুড়ি, ৩১ মে (হি. স.) : এক সপ্তাহ আগে বেঙ্গালুরু থেকে বাড়ি ফেরার সময় নিখোঁজ হয়েছিলেন জলপাইগুড়ি জেলার চালসার এক বাসিন্দা। এখনও তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। ওই ব্যক্তির খোঁজে পুলিশের কাছে আবেদন জানিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা।

চালসা জ্যোতি কলোনীর বাসিন্দা রাজু লোহার ১৯ মে কাজের জন্য বেঙ্গালুরু গিয়েছিলেন। ২১ মে কাজ করার পরে, তিনি বাড়ি ফেরার জন্য ট্রেনে বেঙ্গালুরু রওনা হন, কিন্তু তিনি বাড়িতে পৌঁছাননি। এরপর পরিবারের পক্ষ থেকে মেটেলি থানায় নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। রাজু লোহার বাড়িতে স্ত্রী, মা ও দুই তরুণী রয়েছে।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, ২১ মে বেঙ্গালুরু থেকে ট্রেনে ওঠার পর রাজু এক ব্যক্তির মোবাইল থেকে ফোন করে তার পরিবারকে জানায় যে সে ২৩ মে রাতে শিলিগুড়িতে নামবে।

অনন্য রেকর্ড আল হেলালের, গিনেস বুকে নেইমারের ক্লাব

রিয়াদ, ৩১ মে (হি.স.): অনন্য রেকর্ড গড়ে গিনেস বুকে নেইমারের ক্লাব আল হিলাল। ইনজুরির কারণে মাঠের বাইরে আছেন আল হিলালের ব্রাজিলিয়ান তারকা নেইমার। তবে নেইমারকে ছাড়াই আধিপত্য দেখিয়ে চলেছে নেইমারের ক্লাব। যে অনন্য রেকর্ডের সাক্ষী হলো এই ক্লাব, তা হল টানা ৩৪ ম্যাচে অপরাজিত থেকে গিনেস বুকে নাম তুলেছে ক্লাবটি। আর এর সাক্ষী হয়ে থাকল নেইমারও। বৃহস্পতিবার রিয়াদের কিংডম অ্যারেনায় আয়োজনের মাধ্যমে এ কৃতিত্ব উদযাপন করেছে নেইমারের আল হিলাল। এ আয়োজনে গিনেস ওয়ার্ল রেকর্ডসের অফিসিয়াল অ্যাডজুডিকেটর কানজি ডেফ্রয়ি নেইমারের হাতে সার্টিফিকেট তুলে দেন।

রাত পেরোলেই কলকাতা ও লাগোয়া অঞ্চলের ভোট, নিরাপত্তা আঁটোসাঁটো

কলকাতা, ৩১ মে (হি. স.): কলকাতা সহ মোট নয়টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ রাত পেরোলেই।ভোটকে কেন্দ্র করে আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা বলয় তৈরি করছে নির্বাচন কমিশন। পুলিশ আধিকারিকরা শুক্রবারও দফায় দফায় পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছেন।

শেষ দফা নির্বাচনে কলকাতা শহরের রাস্তায় নামছে ১৩ হাজার কলকাতা পুলিশ। অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পুলিশের পাশাপাশি থাকছে ২৪৬ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। শুক্রবার পর্যন্ত শহর জুড়ে টহলদারি করেছে ৭২টি রাতের টহলদারি গাড়ি। সংখ্যাটা বাড়বে।

উল্লেখ্য, কলকাতা পুলিশের আওতায় রয়েছে ৫টি লোকসভা কেন্দ্র। যার মধ্যে ১৬টি বিধানসভা কেন্দ্রের পুরোটাই লালবাজারের অধীনে এবং মেটিয়াবুরুজ ও ক্যানিং পূর্ব - এই দুটি বিধানসভা কেন্দ্রের একাংশের দায়িত্ব কলকাতা পুলিশের। লালবাজারের আওতায় রয়েছে মোট ৫১৫৮টি বুথ। ৫ থেকে ৮টি বুথ নিয়ে তৈরি হয়েছে ১টি করে সেক্টর। ৩ থেকে ৪টি সেক্টর নিয়ে গঠিত হয়েছে ১টি করে কিউআরটি।

কলকাতা পুলিশের আওতায় প্রতিটি থানায় থাকবে ৩টি করে আরটি মোবাইল ভ্যান ও একটি করে হেভি রেডিও ফ্লাইং স্কোয়াড (এইচআরএফএস)। মোট সেক্টরের সংখ্যা ৩৪৭। মোট আরটি মোবাইল ভ্যানের সংখ্যা ২৪০। মোট এইচআরএফএস থাকছে ৮০টি।

রতুয়ার বাড়িতে এসে পৌঁছলো পটনায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত শ্রমিকের দেহ

মালদা, ৩১ মে (হি. স.): ফের রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। বিহারের পাটনায় বিদ্যুতের কাজ করতে গিয়ে তড়িদাহত হয়ে মৃত্যু হয়েছে তাঁর। বুধবার কাজ করার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন তিনি। শুক্রবার সকালে শ্রমিকের দেহ বাড়িতে এসে পৌঁছয়। মৃতদেহ পৌঁছতেই কান্নায় ভেঙে পড়ে পরিবার। শোকের ছায়া নামে এলাকায়।

স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত শ্রমিকের নাম উত্তম রবি দাস। তিনি মালদার রতুয়া ২ নম্বর ব্লকের পুখুরিয়া অঞ্চলের বাসিন্দা। মাসখানেক আগে স্থানীয় ঠিকাদার আখিরউদ্দিনের অধীনে পটনায় কাজে যান উত্তম। মৃতের আত্মীয় রবি দাস বলেন, ' বুধবার আমার সঙ্গে কথা। সেই সময় ও ইলেকট্রিক পোলে কাজ করছিল। তার পরে বিকেলের দিকে আমাদের কাছে খবর আসে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়েছে ও। স্থানীয়রা হাসপাতালে নিয়ে যায়। রাতের দিকে খবর আসে মারা গিয়েছে উত্তম। আমাদের মনে হয় ঘটনাস্থলেই ওর মৃত্যু হয়েছে।'

দিল্লিতে জল সঙ্কটের জন্য এএপি-কে দায়ী করল বিজেপি, কেজরিকে তোপ বীরেন্দ্রর

নয়াদিল্লি, ৩১ মে (হি.স.): দিল্লিতে জল সঙ্কটের জন্য আম আদমি পার্টি (এএপি)-কে দায়ী করল বিজেপি। জল সঙ্কটের জন্য দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে দায়ী করে দিল্লি বিজেপির সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেবা বলেছেন, 'অরবিন্দ কেজরিওয়ালের অব্যবস্থাপনার ফলই দিল্লিতে জল সঙ্কট।' দিল্লিতে জলের জন্য এখন সাধারণ মানুষের মধ্যে হাহাকার শুরু হয়ে গিয়েছে। এই বিষয়ে শুক্রবার শাহিদি পার্ক থেকে দিল্লি সচিবালয় পর্যন্ত বিক্ষোভ মিছিল করেছে বিজেপি। এএপি সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানান বিজেপির নেতা-কর্মীরা। বীরেন্দ্র সচদেবা বলেছেন, 'তাঁরা ২০০০ টাকা জরিমানা আরোপ করছে, এটা জরিমানা নয়, দুর্নীতি করার অন্য উপায়। তাঁরা ট্যাঙ্কার মাফিয়াদের উৎসাহিত করছে, অরবিন্দ কেজরিওয়ালের প্রত্যেক বিধায়ক ট্যাঙ্কার মাফিয়াদের সঙ্গে দিল্লির মানুষের কাছে জল বিক্রি করছে এবং তাঁদের লুট করছে।'

খড়দায় ফের ফিরল বাম জমানার সাদা থানের রাজনীতি

উত্তর ২৪ পরগনা, ৩১ মে (হি. স.) : সপ্তম দফার ভোটের আগে বিজেপি কর্মীর বাড়ির সামনে মিলল সাদা থান। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় খড়দা পুরসভার ৬ নম্বরে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় রহড়া থানার পুলিশ। এই ঘটনায় বাম জমানার সাদা থানের রাজনীতি ফেরার ছবি দেখছেন অনেকে।

জানা গিয়েছে, খড়দার বাসিন্দা বিজেপির স্থানীয় মণ্ডল সভাপতি পিন্টু পাল। শুক্রবার সকালে তাঁর বাড়ির সামনে একটি একটি সাদা থানা ও কালো প্লাস্টিকে মোড়া অবস্থায় কিছু একটা পড়ে থাকতে দেখা যায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্বাভাবিকভাবেই শোরগোল পড়ে যায় এলাকায়। খবর দেওয়া হয় রহড়া থানায়। পুলিশ গিয়ে সাদা থান ও কালো প্লাস্টিকটি উদ্ধার করে। ভোটের আগের দিন এই ঘটনায় তুঙ্গে রাজনৈতিক তরজা। বিজেপির দাবি, গোটা ঘটনার নেপথ্যে তৃণমূল। এলাকাবাসীকে ভয় দেখাতে একাজ করেছে শাসকদল। যদিও শাসকদল এই অভিযোগ মানতে একেবারেই নারাজ। তাদের তরফে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, এই ঘটনার সঙ্গে দলের কোনও যোগ নেই।

তৃণমূলের দাবি, ভোটের আগে এই ঘটনা বিজেপিরই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফল। প্রসঙ্গত, খড়দহ দমদম লোকসভা আসনের অন্তর্গত। শনিবার সপ্তম দফায় ওই এলাকায় ভোট।

দিল্লিতে জল-সঙ্কট অব্যাহত, এবার গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াতকে চিঠি অতিশীর

নয়াদিল্লি, ৩১ মে (হি.স.) : রাজধানী দিল্লিতে জল-সঙ্কট অভাব। জলের সঙ্কট নিয়ে শুরু হয়ে গিয়েছে রাজনৈতিক বাকযুদ্ধ। এবার জল সঙ্কট নিরসনের জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াতকে চিঠি লিখলেন দিল্লির মন্ত্রী অতিশী। চিঠিতে অতিশী জানিয়েছেন, বর্তমান সময়ে নজিরহীন জল সঙ্কটে ভুগছে জাতীয় রাজধানী।

এরপরই অতিশী যোগ করেছেন, 'আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, দিল্লির জন্য জলের ব্যবস্থা নিশ্চিত

আজ

● প্রথম পাতার পর

প্রক্রিয়ার বাদবাকি ৪২টি বিধানসভা কেন্দ্রের (২৭টি সাধারণ, ৬টি তপশিলি উপজাতি, ৯টি তপশিলি জাতি) ভোটগ্রহণও অনুষ্ঠিত হবে।প্রায় ১০ লক্ষ ৯ হাজার ভোটগ্রহণ কর্মী সারা দেশে বিস্তারিত ১ লক্ষ ৯ হাজার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ১০ কোটি ৬ লক্ষেরও বেশি ভোটদাতাকে স্বাগত জানাবেন।এই ১০ কোটি ৬ লক্ষেরও বেশি ভোটদাতার মধ্যে আনুমানিক ৫ কোটি ২৪ লক্ষ ভোটদাতা পুরুষ, ৪ কোটি ৮২ লক্ষ ভোটদাতা মহিলা এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটদাতা রয়েছেন ৩৫৭৪ জন।৮৫ বছরের উর্ধ্বে প্রবীণ-প্রবীণা এবং শারীরিক অক্ষমতাযুক্ত ভোটদাতাদের জন্য বাড়িতেই ভোটদানের সুবিধা রাখা হয়েছে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে।ভোটগ্রহণ কর্মী এবং নিরাপত্তা বাহিনির জওয়ানদের নিয়ে যাওয়ার জন্য ১৩টি বিশেষ ট্রেন এবং ৮টি হেলিকপ্টার (হিমাচল প্রদেশের জন্য) যাতায়াত করেছে।ভোটগ্রহণ করার আগের দিনই ১৭২ জন পর্যবেক্ষক (৬৪ জন সাধারণ পর্যবেক্ষক, ৩২ জন পুলিশ পর্যবেক্ষক, ৭৬ জন ব্যয় সংক্রান্ত পর্যবেক্ষক) তাঁদের সংশ্লিষ্ট ভোটকেন্দ্রগুলিতে পৌঁছে গিয়েছেন। তাঁরা চূড়ান্ত নজরদারি বজায় রাখতে কমিশনের চোখ ও কানের মতো কাজ করছেন। উপরোক্ত কতগুলি নির্দিষ্ট রাজ্যে বিশেষ পর্যবেক্ষকদের মোতায়েন করা হয়েছে।ভোটদাতাদের যাতে কোন রকমভাবেই প্ররোচিত করা না হয় তা কঠোরভাবে ও দ্রুততার সঙ্গে সামলানোর জন্য সর্বক্ষণ নজরদারি বজায় রাখতে মোট ২৭০৭টি ফ্লাইয়িং স্কোয়াড, ২৭৯৯টি স্ট্যাটিক সার্ভিলেন্স টিম এবং ৫৬০টি ভিডিও ভিউয়িং টিম কাজ করে চলেছে। মদ, ড্রাগ, নগদ ও প্রলোভন সৃষ্টিকারী কোন রকম কাজ কারবার যাতে না হয় তা প্রতিরোধ করতে মোট ২০১টি আন্তর্জাতিক সীমান্ত চৌকি এবং ৯০৬টি আন্ত:রাজ্য সীমান্ত চৌকিতে নজরদারি বজায় রাখা হচ্ছে।

মানিক সরকার

● প্রথম পাতার পর

এই সমীক্ষা যদি সঠিক হয় তবে তিনি অনুপ্রাণিত এবং আপ্লুত হবেন। এই সমীক্ষাই বাস্তবায়িত হোক এই প্রত্যাশা নিয়েই ৪ জুনের অপেক্ষা করছেন বলে জানিয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার।

এদিকে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মদতে গাজা ভূখন্ডে প্যালেস্তাইনের নিরীহ জনগণের উপর ইজরায়েলের বর্বরোচিত আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল সংঘটিত হয়েছে রাজ্যে। শুক্রবার রাজধানী আগরতলা শহরে এক প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হয় সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা, ত্রিপুরা চ্যাপ্টারের উদ্যোগে।এদিনের এই প্রতিবাদ মিছিলে অংশগ্রহণ করেছেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন বাম নেতৃত্বরা। এদিনের এই প্রতিবাদ মিছিল শেষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। প্যালেস্তাইনের নিরীহ জনগণের উপর ইজরাইলের বর্বরোচিত আক্রমণের বিরুদ্ধে এদিন সরব হন তিনি। তাঁর কথায়, নরেন্দ্র মোদির সরকার ইজরায়েলের সঙ্গে আমদানি রপ্তানি সহ বিভিন্ন চুক্তি সংঘটিত করেছে। প্যালেস্টাইনের নিরীহ জনগণের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে না দিয়ে নিজের আখের গুছিয়ে নিয়েছে নরেন্দ্র মোদীর সরকার। বিজিবি সরকারের বিরুদ্ধে এদিন তিনি একরাশ ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মদতে এ ধরনের ঘটনার বিরুদ্ধে গোটা দেশকে গর্জে ওঠার আহ্বান জানান তিনি। প্যালেস্তানের নিরীহ মানুষকে রক্ষার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য দাবী জানিয়েছেন তিনি ভারত সরকারের কাছে। এদিনের এই প্রতিবাদ মিছিলটি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে এক পথসভায় মিলিত হয়েছে।

আহত ৩ জন

● প্রথম পাতার পর

গোলকপুর তিন নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সঞ্জয় বাউরি বাগানে কাজ করার সময় বজ্রপাত ঘটে। সঞ্জয় সংজ্ঞা হারিয়ে মাটিতে পরে যায়। তখন অন্য শ্রমিকরা তাকে হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করে। সঞ্জয়ের বয়স(২২)বছর। বজ্রপাতে নিহত মহিলা এবং আহতদের পর্যাপ্ত ক্ষতপূরন প্রদানের জন্য স্থানীয় বাসিন্দাদের তরফ থেকে প্রশাসনের কাছে দাবি জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মেট্রো চলাচল স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা

কলকাতা, ৩১ মে (হি. স.) : ভোটের নানা কাজে বাস নিয়ে নেওয়ায় ফাঁপড়ে পড়েছেন যাত্রীরা। শনিবার ভোটের দিন সকাল থেকে স্বাভাবিক পরিষেবা রাখার চেষ্টা হবে, কোনও বদল নেই। শুক্রবার এই নিয়ে মেট্রো রেলের পক্ষ থেকে আশ্বস্থ করা হল সাধারণ মানুষকে।মেট্রোর তরফে জানানো হয়েছে 'ব্লু লাইন' অর্থাৎ দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত লাইনটি সকাল ৬টা ৫০-এ শুরু হচ্ছে এবং দমদম থেকে পরিষেবা ৭টা থেকে চালু হচ্ছে। ১১৭টি আপ এবং ডাউন ট্রেন যথাক্রমে চলবে। রাতে ৯টা ৪০ -এ কবি সুভাষ থেকে দমদম পর্যন্ত শেষ ট্রেন ছাড়বে এবং রাত ৯টা ৩০ মিনিটে কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর যাওয়ার শেষ ট্রেন ছাড়বে। দক্ষিণেশ্বর থেকেও রাত ৯টা ২৮ মিনিটে শেষ ট্রেন কবি সুভাষের দিকে রওনা দেবে। এক্ষেত্রেও কোনও বদল নেই।

শিয়ালদা থেকে সেক্টর ফাইভ লাইনের ক্ষেত্রে ৫৩টি আপ এবং ডাউন ট্রেন চলবে। ভোটের জন্য কোনও পরিবর্তন করা হবে না। সকাল ৬টা ৫৫ মিনিটে শিয়ালদা থেকে সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত ট্রেন চলাচল শুরু হবে এবং রাতের শেষ মেট্রো শিয়ালদা থেকে ৯টা ৩৫ মিনিটে সেক্টর ফাইভের দিকে রওনা দেবে এবং বিপরীত দিকের শেষ ট্রেনটি ছাড়বে রাত ৯টা ৪০ মিনিটে।হাওড়া ময়দান থেকে প্রচুর মানুষ মেট্রো রুটটি ব্যবহার করে থাকেন। সকাল ৭টায় ওই পরিষেবা চালু হচ্ছে। হাওড়া ময়দান থেকে তা এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত যাবে।এই লাইনেও পরিষেবা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক থাকবে। হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড রুটের শেষ ট্রেন ছাড়বে ৯টা ৪৫ মিনিটে।

হাওড়া ব্রিজ থেকে উদ্ধার নগদ অর্থ, আটক ৪

হাওড়া, ৩১ মে (হি. স.) : ফের ভোটের আগে উদ্ধার হল নগদ অর্থ। এবারের ঘটনাস্থল হাওড়া ব্রিজ। এই ঘটনায় চারজনকে আটকও করা হয়েছে। ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে গোলাবাড়ি থানার পুলিশ।শুক্রবার সন্ধ্যায় হাওড়া থেকে বিপুল নগদ টাকা উদ্ধার হয়। শনিবার এ রাজ্যের ৯ লোকসভা কেন্দ্রে ভোট। নির্বাচন রয়েছে কলকাতার দুই কেন্দ্রে। তার আগে শুক্রবার সন্ধ্যায় হাওড়া ব্রিজে নাকা চেকিং চালাচ্ছিল পুলিশ। সেই সময়ই বিপুল নগদ টাকা উদ্ধার করে পুলিশ। একটি বাইক থেকে এই টাকা উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, সব মিলিয়ে বাইক থেকে ৫ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা উদ্ধার হয়েছে।

সুশান্ত

● প্রথম পাতার পর

চলাচলে মাঝেমধ্যে ব্যাঘাত ঘটে। ফলে বাইরের রাজ্য থেকে আমদানি হাওয়া বিভিন্ন জিনিসপত্র গুলি রাজ্যে আসতে একটু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তাই দপ্তর আগাম প্রস্তুতি হিসেবে রাজ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রির বাফার স্টক বানিয়ে রেখেছে। বর্তমানে যতটুকু নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী বাজারের গোডাউনে মজুদ আছে তা দিয়ে আগামী বেশ কয়েকদিন চলে যাবে। ফলে ক্রেতাদের বাজারে গিয়ে কোনরকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে না এবং ক্রেতারা নির্দ্বিধায় নির্বিঘ্নে চাহিদা মত জিনিসপত্র ক্রয় করতে পারবেন বলে আশ্বাস দেন মন্ত্রী।

তিনি কালোবাজারি ব্যবসায়ীদের প্রতি হুঁশিয়ারির সুরে বলেন, তারা সাধারণ মানুষের সাথে কোনরকম সমস্যার সৃষ্টি না করেন এবং সাধারণ মানুষরা যেন হয়রানির শিকার না হয়। খাদ্যমন্ত্রী এদিন কালোবাজারি ও মজুদদারদের প্রতি তীব্র হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন কোথাও কোনরূপ কৃত্রিম সংকট তৈরি করা যাবে না। নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে যাঁরাই যুক্ত থাকবেন তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে খাদ্য দপ্তর।

তিনি আরও বলেন, রাজ্যে মজুদদাররা যাতে কোনভাবেই কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি ঘটাতে না পারে এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ সামগ্রী যাতে বিক্রি করতে না পারে সেজন্য রাজ্যের বিভিন্ন বাজারে খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকেরা তল্লাশি অভিযান ও তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। মূলত, বর্ষা মরশুমে জাতীয় সড়কে বেহাল অবস্থায় পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে আগাম সতর্কতামুলক ব্যবস্থা হিসেবেই খাদ্য মন্ত্রী এদিনের বৈঠক করেছেন।

তিনি বলেন, নিত্য প্রয়োজনীয় অত্যাবশকীয় সামগ্রী সহ পেট্রোল ও ডিজেল নিয়ে অযথা উদ্বিগ্ন হওয়ার কোন কারণ নেই। প্রায় ছয় থেকে সাত দিনের পেট্রোল ও ডিজেল মজুদ রয়েছে রাজ্যে। তবে প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে আংশিক ক্ষতি হয়েছে বদরপুর, লামডিং রেল স্টেশনের রেললাইন। কিছু কিছু জায়গায় কাঁদা ও জল জমে গেছে। এ বিষয়ে এনএফ রেলওয়ের সাথে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। তিনি নিজে এনএফ রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজারের সাথে কথা বলেছেন। আগামী দু'দিনের মধ্যে রেল পথের মাধ্যমে যোগাযোগের উদ্ভূত সমস্যার সমাধান করতে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ চলছে। পাশাপাশি খাদ্যশস্য পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুদ রয়েছে রাজ্যে। অযথা বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য তিনি সকলের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন।

হাইলাকান্দিতে জল সরবরাহ বিঘ্নিত

হাইলাকান্দি (অসম) ৩১ মে (হি.স.) : হাইলাকান্দি শহরের জল সরবরাহ প্রকল্পের জল উত্তোলন কেন্দ্র ইনটেক পয়েন্টটি বন্যার ফলে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় হাইলাকান্দি শহরে জল সরবরাহ বিঘ্নিত হচ্ছে। জল উত্তোলন কেন্দ্রটির মেরামতি শেষ না হওয়া পর্যন্ত শহরে নিয়মিত পানীয় জল সরবরাহ বিঘ্নিত হবে বলে হাইলাকান্দির পিএইচ ই-র অ্যাসিস্ট্যান্ট এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন।

অভিযান

● প্রথম পাতার পর

ব্যবসায়ীদের নোটিশ দেওয়া হয়েছিল।কিন্তু অনেকেই তাতে কর্নপাত করেননি। অবশেষে আজ সকাল থেকে বুলডোজার দিয়ে বেশ কিছু সংখ্যক বেআইনিভাবে দোকানপাট গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

চিত্ত মহারাজ

● প্রথম পাতার পর

খবরে সামাজিক মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন আমি ত্রিপুরা সুন্দরীর কাছে তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। পদ্মশ্রী শ্রদ্ধেয় চিত্ত মহারাজের অসুস্থতার বিষয়ে ইতিমধ্যে আমি অবগত হয়েছি।তাঁর চিকিৎসার প্রয়োজনীয় সকল উদ্যোগ গ্রহণ করতে জিবি হাসপাতালে মেডিকেল সুপারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদিকে তার অসুস্থতার খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে যান মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা , প্রদেশ বিজেপি সহ-সভা নেত্রী পাপিয়া দত্ত, আয় তোর মার চেয়ারম্যান টোটন দাস, মার্ক পেডের চেয়ারম্যান অভিজিৎ দেব সহ বহু বিজেপি কার্যকর্তা। তাঁর চিকিৎসার জন্য একটি মেডিকেল টিম ও গঠন করা হয়েছে। প্রতিনিয়ত তার শারীরিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছেন। তাকে দেখতে হাসপাতালে ভি ড় করেছেন বহু গুণমুগ্ধ ও শিষ্য।

ঘরে চুরি

● প্রথম পাতার পর

অভ্যন্তরে সবকিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। সাথে সাথে সে মা-বাবাকে খবর পাঠিয়েছে। দ্রুত স্ত্রীকে নিয়ে বাড়িতে ছুটে গিয়েছিলেন তিনি। উত্তম দেব জানিয়েছেন, চোরেরা ঘর থেকে স্বর্ণালঙ্কার সহ মূল্যবান সবকিছু চুরি করে নিয়ে গেছে। পুলিশ ওই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

প্রচারসভার নিরিখে এক নম্বরে নরেন্দ্র মোদী

নয়াদিল্লি, ৩১ মে (হি. স.): শনিবার ভোট শেষে সন্ধ্যায় ছোটপর্দায় এক্সিট পোল-এর দিকে নজর থাকবে দেশবাসীর একটা বড় অংশের। কিন্তু প্রচারসভার নিরিখে বিরোধীদের টেক্কা দিয়ে জিতে গিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী।

লোকসভা নির্বাচনে এবার প্রচার ঝড় তুলেছিলেন নমো। হিসাব বলছে অন্যান্য সব নেতা-নেত্রীর থেকে তিনি অনেক কদমে এগিয়ে রয়েছেন। বিরোধীরা মোদীকে পরাস্ত করার দাবি তুললেও যে হিসাব সামনে এসেছে তার থেকে স্পষ্ট জনসভা-ভাষণ, টেলিভিশন সাক্ষাৎকার সবেতেই বিরোধীদের থেকে অনেকটা এগিয়ে রয়েছেন তিনি।

গত ১৬ মার্চ কন্যাকুমারীতে আনুষ্ঠানিক ভাবে লোকসভা নির্বাচনের প্রচার শুরু করেছিলেন তিনি। সাত দফার ভোটের প্রথম পর্বে দক্ষিণের ওই রাজ্যে ৪৮ আসনে ভোট গ্রহণ শেষ হয়েছে। ৩০ মে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ৭৬ দিনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০৬টি জনসভায় ভাষণ দিয়েছেন। ১০০-র কাছাকাছি পথযাত্রা করেছেন।

এছাড়া দেশি ও বিদেশি মিলিয়ে ৮০টি সংবাদমাধ্যমকে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। ২০১৯-এর থেকে এবার অনেক বেশি জনসভা করেছেন নমো। এবার নির্বাচনী প্রচারের সময় ছিল ৭৬ দিন। পাঁচ বছর আগে নির্বাচনী প্রচারের সময়সীমা ছিল ৬৮ দিন। সূত্র অনুযায়ী, তিন দিনে প্রতিদিন মোদী পাঁচটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন। ২২ দিনে প্রতিদিন চারটি জনসভায় ভাষণ দেন।

বিজেপি সূত্রে জানানো হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী বরাবরের মতো এবার বেশি সভা করেছেন উত্তর প্রদেশ ও বিহারে। তবে বিগত নির্বাচনগুলির তুলনায় এবার তিনি বেশি সফর করেছেন পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র এবং ওড়িশায়। উত্তর প্রদেশে সর্বাধিক লোকসভা আসন রয়েছে। এখানে ৩১টি জনসভা করেছেন মোদী। মোদীর সবচেয়ে বেশি জনসভার নিরিখে উত্তর প্রদেশের পরেই রয়েছে বিহার ও মহারাষ্ট্র। বিহার ও মহারাষ্ট্রের ২০ ও ১৯টি জনসভা করেছেন নমো।

'মিক্সচার' দাওয়াই-এর নিদান মদনের, পাল্টা তোপ শিলভদ্রের

কলকাতা, ৩১ মে (হি. স.) : শুক্রবার ভোটের আগেরদিন ফের স্বমহিমায় কামারহাটির তৃণমূল বিধায়ক। ''মিক্সচার'' দাওয়াই দিলেন তিনি। পালটা জবাব বিজেপি প্রার্থী শীলভদ্র দত্তেরও।নির্বাচনী প্রচারে সেভাবে দেখা যায়নি মদন মিত্রকে। তবে সপ্তম দফার নির্বাচনের আগে তিনি বলেন, 'দমদম মানে দাওয়াই। আমি যদি বলি, দমদম ধোলাই হবে, তাহলে সেটা অসাংবিধানিক। আমি দাওয়াইয়ের কথা বলছি। তৃণমূল কর্মীরা জানে, কোন দাওয়াই দিতে হবে, কোন মিক্সচার কোথায় দিতে হবে। ভোটের দিন ওআরএস থাকবে।'তিনি আরও বলেন, 'কেন্দ্রীয় বাহিনীও তো মানুষ। মানুষ যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে, তাহলে আমি তাঁকে ওআরএস দেওয়ার পক্ষে। কেন্দ্রীয় বাহিনী যদি মনে করে বড় বড় ওই লাঠি দিয়ে, স্টেনগান দেখিয়ে আমাদের স্টলে এসে বলবে ওআরএস দাও, তাই হয় নাকি। লাঠি দেখিয়ে ভয় দেখানোর চেষ্টা করলে, সেই লাঠি কেড়ে নেওয়ার ক্ষমতা তৃণমূলের ছেলেদের আছে।'বৃহস্পতিবার বিকাল পাঁচটায় অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনের প্রচার শেষ হয়েছে। শেষ দফার প্রচার শেষের পরে কমিশন জানাচ্ছে, লোকসভা ভোটের প্রচারপর্বে দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভোট সংক্রান্ত কর্মসূচি হয়েছে পশ্চিমবঙ্গেই। সব মিলিয়ে এ রাজ্যে ভোটপ্রচার সংক্রান্ত কর্মসূচি হয়েছে লক্ষাধিক। দেশের আর কোনও রাজ্যে এই ব্যাপক রাজনৈতিক কর্মসূচি হয়নি। উত্তরপ্রদেশের মতো বড় রাজ্যেও ন য . । এ ব . । ‾ জ্য সভা-সমিতি-মিছিল-পথযাত্রা মিলিয়ে অন্তত ৯৫ হাজার রাজনৈতিক কর্মসূচি হয়েছে। কমিশন সূত্রের খবর, বাংলায় কর্মসূচি করতে চেয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং সংগঠনের তরফে ১ লক্ষ ১৯ হাজার ২৭৬ আবেদন জমা পড়ে। তার মধ্যে ৯৫ হাজার আবেদনের অনুমতি দেওয়া হয়।১৬ মার্চ ভোট ঘোষণার পর থেকে নির্বাচনী আচরণ বিধি কার্যকর হয়েছে। কমিশন যে হিসাবে দিয়েছে সেটা ১৬ মার্চের পর থেকে। তার আগে থেকেই রাজ্যে শুরু হয়ে গিয়েছিল ভোটপ্রচার। এমনকী খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও ভোট ঘোষণার আগে রাজ্যে এসে প্রচার করেছেন। আবার ভোট ঘোষণার পরও হয়তো ছোটখাট কিছু কর্মসূচি হয়েছে কমিশনের অজান্তে।বিজেপির তরফে যেমন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রচারে এসেছেন, তেমনি এসেছেন অমিত শাহ, জেপি নাড্ডারা। এসেছেন যোগী আদিত্যনাথ, হিমন্ত বিশ্বশর্মার মতো ভিনরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরাও। এর বাইরে শুভেন্দু অধিকারী, সুকান্ত মজুমদাররা চুটিয়ে প্রচার করেছেন।রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূলের প্রচারে নেতৃত্ব দিয়েছেন। মমতার প্রচার সভা ও রোড-শোয়ের মিলিত সংখ্যা ১০৭ আর অভিষেকের ৭২। এর বাইরে তৃণমূলের তারকা প্রচারকরা প্রচার করেছেন।বামেদের প্রচারের সামনের সারিতে ছিলেন মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, মহম্মদ সেলিমরা। তবে সঙ্গে ছিলেন সীতারাম ইয়েচুরি, বৃন্দা কারাতের মতো কেন্দ্রীয় নেতারাও। কংগ্রেসের প্রচার মূলত করেছেন প্রার্থীরাই। অধীর চৌধুরী জেলায় জেলায় সভা করেছেন। একটা সভা করেছেন মল্লিকার্জুন খাড়গে, কংগ্রেসের মাইনোরিটি সেলের প্রধান ইমরান প্রতাপগ্রাহী একাধিক সভা করেছেন।তৃণমূল বিধায়ককে জবাব দিয়েছেন বিজেপি প্রার্থী শীলভদ্র দত্ত। তাঁর পালটা জবাব, 'মিক্সচারেরও অ্যান্টিডোট আছে।'শনিবারই দমদম-সহ রাজ্যের ৯টি লোকসভা আসনে ভোটাভুটি। তার আগে মদনের ''দমদম দাওয়াই'' নিয়ে ইতিমধ্যে রাজনৈতিক মহলে চলছে জোর চাপানউতোর। রাজ্যের গত ৬ দফা নির্বাচনে তেমন অশান্তি হয়নি। বাকি আর মাত্র এক দফা। ভোট সপ্তমীতেও অশান্তি রোখাই বড় চ্যালেঞ্জ কমিশনের। তাই বেড়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। কমিশন সফল হয় কিনা, সেদিকে নজর সকলের।

বন্যা পরিস্থিতিতে কাছাড় জেলার নিত্যপ্রয়োজনীয়, ভোজ্য পণ্যের খুচরা মূল্যের তালিকা প্রকাশ

শিলচর (অসম), ৩১ মে (হি.স.) : কাছাড়ের অতিরিক্ত জেলা কমিশনার এক নির্দেশে জানিয়েছেন চলতি বন্যা পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য এবং দৈনন্দিন ভোজ্য পণ্যের সাথে জড়িত পাইকারি ও খুচরা বাজারের সকল স্টেক হোল্ডারদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে নির্ধারিত তালিকা অনুসারে তারা তাদের স্টক সাধারণ মূল্যের সীমাতে ভোক্তাদের কাছে বিক্রয়ের জন্য উপলব্ধ রাখতে। দ্রব্যমূল্য সর্বদা নিয়ন্ত্রণে রাখারও অনুরোধ করা হয়েছে। যেকোনো ধরনের কৃত্রিম মূল্যবৃদ্ধি এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের কৃত্রিম সংকট বরদাস্ত করা হবে না এবং এ ধরনের অনিয়মের জন্য কেউ দায়ী থাকলে আইনের বিধান অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।খাদ্য ও অসামরিক সরবরাহ বিভাগ থেকে প্রয়োজনীয় পণ্যের খুচরা মূল্যের তালিকা যেভাবে বেধে দেওয়া হয়েছে- এগুলি হচ্ছে চাল (কমন)-৩৮ থেকে ৩৯ টাকা, চাল (ভাল) ৩৯ থেকে ৪১ টাকা, চাল (সুপার ফাইন)৩৭ থেকে ১২৫ টাকা, মসুর ডাল (ছোট) ৯৫ থেকে ১০৫ টাকা ,মসুর ডাল (মাঝারি) ৯০ থেকে ৯৫ টাকা, মসুর ডাল (বড়) ৮৭ থেকে ৮৯ টাকা, মুগ ডাল ১১৭ টাকা থেকে ১২২ টাকা, অড়হর ডাল ১৬০ থেকে ১৭৫ টাকা, ছোলা ডাল ৯০ টাকা থেকে ৯৬ টাকা, চিনি ৪৯ থেকে ৫০ টাকা,আটা (খোলা) ৩৮ টাকা, ময়দা ৩৮ টাকা, সুজি ৪২ টাকা থেকে ৪৩ টাকা, পেঁয়াজ (পাটনা) ৩৭ থেকে টাকা ৩৮,পেঁয়াজ (সাদা) :-৩৫ থেকে ৩৬ টাকা, আলু (বাংলা) ৩১ থেকে ৩৩ টাকা, আলু(ইউপি) ৩৯ টাকা।

নির্বাচনের ভোট গণনার জন্য শান্তি-শৃঙ্খলাবজায় রাখতে কাছাড়ে ১৪৪ ধারা

শিলচর (অসম) ৩১ মে (হি.স.) : কাছাড় জেলার শিলচর নির্বাচনী এলাকার সংসদীয় নির্বাচনের শান্তিপূর্ণভাবে ভোট গণনাকে ব্যাহত করার জন্য নির্বাচন সংক্রান্ত সহিংসতা ও দুর্বৃত্তদের অপকর্মের ঘটনা,বিশেষ করে ভোট গণনার সময় এবং পরে সাধারণভাবে শান্তি, নিরাপত্তা ভঙ্গের সম্ভাবনা তথা ভোট গণনার প্রক্রিয়ায় বিশৃঙ্খলা,শান্তি, ব্যাঘাত ঘটার সম্ভাবনার তাৎক্ষণিক প্রতিরোধ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত গ্রুপগুলির মধ্যে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা এবং সম্ভাব্য সহিংসতা এড়াতে কাছাড়ের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট রোহন কুমার ঝা ভারতীয় ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৪ ধারার অধীনে বেশ কিছু নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন।এই নিষেধাজ্ঞা অনুসারে কোনো ব্যক্তি গোষ্ঠীকে লাঠি লান্স বর্শা দাও লাঠির মতো কোনো অস্ত্র বহন করার অনুমতি নেই, যা অপরাধের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে, অবিলম্বে সমগ্র জেলায় কার্যকর হচ্ছে।আইএসবিটি এবং আইএসটিটি ক্যাম্পাসে অবিলম্বে কোনো ব্যক্তি গোষ্ঠীকে কোনো বোমা পটকা বা অন্য কোনো উপকরণ বিক্রি ক্রয় বিস্ফোরণ বা বহন করার অনুমতি নেই, যা শব্দ বা রাসায়নিক প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে।

হাইলাকান্দির রিলিফ ক্যাম্প গুলির আবাসিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা অব্যাহত

হাইলাকান্দি (অসম) ৩১ মে (হি.স.) : হাইলাকান্দি জেলার রিলিফ ক্যাম্প গুলিতে আশ্রয় দেওয়া শরণার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে নিয়মিত ঔষধ পত্র দেওয়া হচ্ছে। বৃহস্পতিবার জেলার ত্রাণ শিবির গুলিতে ১৭৫ জন শরণার্থীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে নিয়মিত ওষুধপত্র প্রদান করা হয়। এদিকে জেলার বন্যা আক্রান্ত লোকদের মধ্যে পিএইচই বিভাগ থেকে জল পরিশোধক বড়ি এবং রাসায়নিক সামগ্রী বন্টন অব্যাহত হয়েছে।

শুক্রবার পর্যন্ত জেলায় ১৭ হাজার ক্লোরিন ট্যাবলেট এবং ১৫০০ পরিশোধক রাসায়নিক সামগ্রির প্যাকেট বন্টন করা হয়েছে। পাশাপাশি জেলার গৃহপালিত পশুদের চিকিৎসা ও অব্যাহত রয়েছে। শুক্রবার আশ্রয় কেন্দ্রের ৫৩ টি গৃহপালিত পশুর চিকিৎসা করা হয়েছে ভেটেনারি বিভাগ থেকে। এছাড়া শুক্রবার বিভাগ থেকে ১৫ টন পশু খাদ্য বন্টন করা হয়েছে।

আনারের রহস্যমৃত্যু ধৃতদের আরও ৫ দিন পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ

ঢাকা, ৩১ মে (হি. স.) : বাংলাদেশের সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজিম আনারের রহস্যমৃত্যুর দায়ে ধৃতদের আরও ৫ দিন পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে ঢাকার আদালত।এই খুনের ঘটনায় গত ২৩ মে সৈয়দ আমানুল্লাহ আমান ওরফে শিমুল ভূঁইয়া, ফয়সাল আলী সাজী ওরফে তানভীর ভূঁইয়া এবং সিলিস্তি রহমানকে গ্রেফতার করে বাংলাদেশের পুলিশ। তাদের ৮ দিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠানো হয়। শুক্রবার আবার ওই তিনজনকে তোলা হয় আদালতে। এদিন তাদের আরও পাঁচ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে ঢাকার আদালত।এদিকে, কী কারণে আনারকে হত্যা করা হয় তা এখনও নিশ্চিত করে জানা যায়নি। তবে এই ঘটনায় ধৃতদের জেরা করে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গিয়েছে বলে দাবি পুলিশের।

ভোটের প্রচারে সব চেয়ে বেশি হেলিকপ্টার ব্যবহার তৃণমূলের

কলকাতা, ৩১ মে (হি. স.) : চলতি লোকসভা ভোটের প্রচারে সব চেয়ে বেশি বার হেলিকপ্টার ব্যবহার করেছে তৃণমূল। নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, গোটা নির্বাচনে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে তৃণমূল প্রচার কর্মসূচিতে হেলিকপ্টার ব্যবহার করেছে ৫২১ বার।

অন্যদিকে, রাজ্যে মোট ১২৪টি কর্মসূচিতে হেলিকপ্টার ব্যবহার করেছে বিজেপি। কমিশন সূত্রে খবর, কংগ্রেসের হেলিকপ্টার ব্যবহারের সংখ্যা দু'টি। দু'টি কর্মসূচিতে তারা কপ্টার ব্যবহার করেছে। বাংলায় বামেরা এ বারের প্রচারে কোনও হেলিকপ্টার ব্যবহার করেনি।নির্বাচন কমিশনের তথ্য বলছে, তৃণমূল মোট ৬৭৬ বার হেলিকপ্টার ব্যবহারের অনুমতি চেয়েছিল। অনুমোদন পেয়েছে ৫২ বার। বিজেপি ১৮৩ বার প্রচারে কপ্টার ব্যবহার করেছে। পাশাপাশি, নির্দল প্রার্থীরাও দু'বার হেলিকপ্টার ব্যবহারের অনুমতি চেয়ে দু'বারই ছাড়পত্র পেয়েছে। তাদের কপ্টার ব্যবহারের সংখ্যার সঙ্গে কংগ্রেস সমান।উল্লেখ্য, ভোটের প্রচারে দেশের মধ্যে এগিয়ে আছে বাংলা। এ রাজ্যে প্রায় ১ লক্ষ সভা, মিছিল-সহ নানা কর্মসূচি করেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, আর কোনও রাজ্যে ভোটের প্রচারে এত বেশি সভা, মিছিল ইত্যাদি হয়নি। রাজ্যের মধ্যে আবার সবচেয়ে বেশি প্রচার হয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায়। সেখানে ১০,৬৮৮টি কর্মসূচি হয়েছে। তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা।

ফসল তুলতে গিয়ে বজ্রপাতে মৃত্যু কৃষক দম্পতির

বাঁকুড়া, ৩১ মে (হি. স.) : মাঠে ফসল তুলতে গিয়ে বজ্রপাতে প্রাণ হারালেন এক কৃষক দম্পতি। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বড়জোড়া থানার নতুনগ্রামে। পুলিশ জানিয়েছে মৃত দম্পতির নাম নীরোদ সাঁতরা (৬৫) , তারারানী সাঁতরা ৫৯)। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন গত কাল রাত ৯ টা থেকে জেলা জুড়ে তুমুল ঝড় বৃষ্টি হয়। শুক্রবার ভোর সাড়ে ৪ টা নাগাদ ওই দম্পতি মাঠে যান সবজি তুলতে। ওনারা স্বামী স্ত্রী মিলে বেশ কিছুটা জমিতে ভেন্ডি চাষ করেছেন। তা তুলে এনে বাজারে নিয়ে যাবেন তাদের ছেলে।ওই সময় মেঘলা আকাশে আচমকা বাজ পড়তে থাকে। কিছুক্ষন পর ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হয়। এই আবহাওয়াতেও তারা ভেন্ডি তুলতে থাকেন। কাছাকাছি একটি বাজ পড়ে। তারই জেরে তাদের মৃত্যু হয়। স্থানীয় বাসিন্দারাই তাদের বড়জোড়া সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসকরা তাদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। মর্মান্তিক এই মৃত্যুর।খবর পেয়ে হাসপাতালে আসেন বড়জোড়ার বিধায়ক অলক মুখার্জি। তিনি বলেন, নীরদ সাঁতরার চাষের দিকে ভীষণ ঝোঁক ছিল। তিনি অত্যন্ত ভালো মানুষ ছিলেন। গ্রামবাসীরাও দাবি করেন, এই দম্পতি অত্যন্ত ভাগ্য করে দাম্পত্য জীবন পেয়েছিলেন। একসাথে মাঠে সারাক্ষণ থাকতেন।

খেলাধুলা

পোলস্টারকে চাপে রেখে এ ডিভিশন সুপার ফোরে চ্যাম্পিয়নের দোরগোড়ায় চলমান

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। চ্যাম্পিয়নের দোরগোড়ায় চলমান সংঘ। তেমন কোনও বড় ধরনের অঘটন না ঘটলে এবারকার এ ডিভিশন সুপার ফোরের চ্যাম্পিয়ন ট্রফি যাচ্ছে চলমান সংঘের ঘরে। পরপর দুই ম্যাচে প্রথম ইনিংসে লিড থাকার স্বীকৃতি পেয়ে পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষে অবস্থান করার পরও তৃতীয় তথা অন্তিম রাউন্ডের খেলায়ও প্রথম ইনিংসে নিজেদের লিডে থাকার প্রাধান্য বিস্তার করে নিয়েছে। আপাতত ১০৭ রানে এগিয়ে রয়েছে।

অন্তিম উইকেটের জুটিতে জয়দেব ও সুজিত নাইট ওয়াচম্যানের ভূমিকায় রয়েছে। আগামীকাল ম্যাচের দ্বিতীয় তথা অন্তিম দিনের শুরুতে আরও কিছুটা রান সংগ্রহ করে পোলস্টারকে দ্বিতীয় ইনিংসের ব্যাট করতে আমন্ত্রণ জানাবে। এরপর মুখ্যত, বোলারদের হাতে পুরো দায়িত্ব তুলে দেবে চলমানের অধিনায়ক তন্ময় দাস।

চলমান সংঘ পুরোপুরি মুখিয়ে রয়েছে সরাসরি জয়ের দিকে। পোলস্টারের ব্যাটার্সরা প্রথম ইনিংসের ব্যর্থতা কাটিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে প্রশস্ত হাতে রান সংগ্রহে ব্যস্ত হলে চলমান সংঘ হয়তো ম্যাচটাকে অমীমাংসিত রেখে শেষ করার দিকে এগোবে। কার্যত চলমান সংঘকে এবারকার এ ডিভিশন সুপার ফোরে চ্যাম্পিয়ন বলা-ই যেতে পারে। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষায়। সকালে পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে ম্যাচ শুরুতে পোলস্টার প্রথমে ব্যাটিং এর সুবিধা পেয়েও ব্যাটিং ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। ৩৩.৪ ওভার খেলে ৯২ রানে ইনিংসে শেষ করলে জবাবে চলমান সংঘ দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ৫৬ ওভার খেলে নয় উইকেট হারিয়ে ১৯৯ রান সংগ্রহ করে। চলমানের পক্ষে কৃষ্ণধন নমঃর ৬৭ রান এবং সৌমেন মহান্তির ৪৬ রান ও তন্ময় দাসের ৩৯ রান উল্লেখযোগ্য। এর আগে পোলস্টারের পক্ষে ঋতুরাজ দেবনাথ সর্বাধিক ২৩ রান পায়। চলমানের বোলার কৃষ্ণধন ২০ রানে চারটি এবং অঙ্কিত বিশ্বকর্মা সাত রানে দুটি উইকেট পায়। সুমিত যাদব, দেবোত্তম ঘোষ ও জয়দেব দেব পেয়েছে একটি করে উইকেট। পোলস্টারের চিরঞ্জীব দেবনাথ তিনটি এবং সুভাষ চক্রবর্তী ও রীব্রজিৎ দাস দুটি করে উইকেট পেয়েছে।

সাফল্যের লক্ষ্যে চালকের আসনে হার্ভে জবাব দিতে লড়াকু মেজাজে কসমোপলিটন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। লক্ষ্য রয়েছে সরাসরি জয়ের। তারপরও যদি কোনও কারনে তা ভেস্তে যায় অর্থাৎ দুদিনের টেস্ট ম্যাচ অমীমাংসিত অবস্থায় শেষ হয়। তবে প্রথম ইনিংসে লিড নিয়ে থাকার প্রয়োজনীয় ভিতগড়ে নিয়েছে হার্ভে। প্রথম দুই রাউন্ডের খেলায় সরাসরি জয় অথবা প্রথম ইনিংসে লিড থাকার সুযোগ অধরা থাকলেও তৃতীয় রাউন্ডের খেলায় অনেকটা ঘুরে দাঁড়ানোর অভিপ্রায় হার্ভে ক্লাবের। এমবিবি স্টেডিয়ামে এ ডিভিশন সুপার ফোরের অন্তিম রাউন্ডের খেলায় হার্ভে বনাম কসমোপলিটনের ম্যাচ। সকাল পৌনে ৯ টায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে হার্ভে প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ওপেনিং জুটিতে রিয়াজ তেমন সুবিধা করতে না পারলেও প্রারম্ভিক ব্যাটার্স অন্যান্যদের ওভারঅল পারফরম্যান্সে দলের স্কোর অনেকটা সমৃদ্ধ হয়। ৬৪.৪ ওভার খেলে হার্ভে ২২৩ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে স্বরাব সাহানির ৭৮ রান সর্বাধিক। স্বরাব ১৪১ বল খেলে চারটি বাউন্ডারি ও তিনটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৭৮ রান পায়। এছাড়া, বিশাল দেববর্মার ৩৯ রান, অধিনায়ক সাহিল সুলতানের ২৫ রান, প্রখর বার্মার ২১ রান, প্রভাত যাদবের ১৯ রান, আরমান হোসেনের ১৭ রান উল্লেখযোগ্য। কসমোপলিটনের বোলার শঙ্কর পাল একাই পাঁচটি উইকেট তুলে নেয় ৬৫ রানের বিনিময়ে। এছাড়াও অভিজিৎ চক্রবর্তী পেয়েছে তিনটি উইকেট। সাইদুল হক পেয়েছে একটি উইকেট। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে কসমোপলিটন দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ২৫ ওভার ব্যাটিং এর সুযোগ পায়। ইতোমধ্যে তিন উইকেট হারিয়ে ৭২ রান সংগ্রহ করে। অধিনায়ক বাবুল দে ব্যক্তিগত ৩৬ রান নিয়ে উইকেটে রয়েছে। সঙ্গে সম্রাট সিংহ। ১০ রান রয়েছে সম্রাটের ব্যাটে। তন্ময়, বাসুরা ব্যাটিং ব্যর্থতার পরিচয় দিলেও ওপেনার শরদ বরণ সিনহা ১৯ রান পেয়েছে। দল পিছিয়ে রয়েছে ১৫১ রানের ব্যবধানে। হার্ভের বোলার অর্কজিৎ রায় দুটি উইকেট পেয়েছে ১৩ রানের বিনিময়ে। আগামীকাল ম্যাচের দ্বিতীয় তথা অন্তিম দিনের প্রথম বেলার খেলায় সাফল্যের চাবিকাঠি কোনদিকে যায় তার অনেকটা পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ : ক্যারিবীয়দের কাছে ৩৫ রানে হারল অস্ট্রেলিয়া

নিউইয়র্ক, ৩১ মে (হি. স.): বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ম্যাচে অস্ট্রেলিয়াকে ৩৫ রানে হারিয়ে দিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। শুক্রবার সকালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ২৫৮ রানের মুখোমুখি হয়ে ৭ উইকেটে ২২২ রান করে অস্ট্রেলিয়া। নিকোলাস পুরানের ব্যাটিং তাণ্ডবে ২০ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ২৫৭ রান করে ক্যারিবীয়রা। ৫টি চার আর ৮টি ছক্কার সাহায্যে ৭৫ রানের ইনিংস খেলেন নিকোলাস পুরান। ২৫ বলে ৫২ রান করেন ক্যারিবীয় অধিনায়ক রোভম্যান পাওয়েল। মাত্র ১৮ বলে ৪৭ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলেন শেরেফানি রাদারফোর্ড।মার্শের দল জয় না পেলেও ৭ উইকেটে ২২২ রান করেছে। তবে অস্ট্রেলিয়া এই ম্যাচেও ৯ জন নিয়ে খেলেছে। আইপিএল ফাইনাল খেলার পর মিচেল স্টার্ক, প্যাট কামিন্স এবং ট্রাভিস হেড, ক্যামেরন গ্রিন এবং গ্লেনম্যাক্সওয়েলকে বিশ্রাম দিয়েছে।

শনিবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে রিয়ালের জয়রথ থামাতে চান ডর্টমুন্ড কোচ

মাদ্রিদ, ৩১ মে (হি. স.): চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনালে অজেয় রিয়াল মাদ্রিদ। তাদের এই অপ্রতিরোধ্য ছুটে চলা থামাতে মরিয়া ডর্টমুন্ড কোচ। জার্মান দলটির কোচ তেরজিচ দৃঢ়তায় সঙ্গে বলেছেন, শনিবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে রিয়াল মাদ্রিদের জয়রথ থামিয়ে দিতে তৈরি তার দল।

১৯৯২ সাল থেকে আটবার ফাইনাল খেলে প্রতিবারই শিরোপা জয় করেছে রিয়াল মাদ্রিদ। চ্যাম্পিয়নস লিগে সফলতম দল রিয়াল জিতেছে রেকর্ড ১৪টি শিরোপা। আর এ পর্যন্ত ১৯৯৭ সালে একবারই ইউরোপ সেরার মুকুট পরেছে ডর্টমুন্ড। ২০১৩ সালে আরেকবার ফাইনালে উঠলেও সেবার বায়ার্ন মিউনিখের কাছে হেরে যায় তারা।

অতীত পরিসংখ্যান আর সাম্প্রতিক সময়ের দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের কারণে শনিবার ফাইনালেও রিয়ালকে ভাবা হচ্ছে সেরা

এবারের বিশ্বকাপে ফেভারিট যারা

নিউইয়র্ক, ৩১ মে (হি.স.): টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মজাটাই আলাদা। ছোট দলের সঙ্গে বড় দলের পার্থক্যটা টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে মাঝে মধ্যেই ওলট পালট হয়ে যায়। ছোট দলের কাছে বড় দল হেরে বসে। তাই এই ফরম্যাটে বড় দলগুলো ছোট দলগুলোর সঙ্গে সাবধানেই খেলে থাকে।

প্রথম বিশ্বকাপ (২০০৭) থেকেই এই ধরনের অঘটন ঘটে আসছে।সেবার ওয়েস্ট ইন্ডিজের মতো মারকুটে দলকে হারিয়ে চমকে দিয়েছিল বাংলাদেশ। গত বিশ্বকাপে নামিবিয়ার মতো অনামী দল হারিয়ে দিয়েছিল ২০১৪ সালের চ্যাম্পিয়ন শ্রীলঙ্কাকে। তাই এই ধরনের বিশ্বকাপে হট ফেভারিট বলার উপায় নেই কাউকে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজে বিশ্বকাপ হচ্ছে।এই বিশ্বকাপে ২০১০এর চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ডকে ফেভারিট ভাবছেন না ব্রায়ান লারার মতো কিংবদন্তি। তার চোখে এবার ফাইনাল খেলবে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ইংল্যান্ডের নাসের হুসেইন নিজের দেশকে নয়, তিনি এগিয়ে রাখছেন দক্ষিণ আফ্রিকাকে। কারণ এসএ২০ ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টের জন্য নাকি ফেভারিট প্রোটিয়ারা। যদিও পরিসংখ্যান বলছে এখনও বিশ্বকাপের ফাইনালেই পৌছোয়নি দক্ষিণ আফ্রিকা।

এদিকে ইংল্যান্ডের বেটিং সাইটগুলো বলছে এবার বিশ্বকাপে ফেভারিট ভারত। ভারতের পক্ষে বাজির দর ৪.০। আর দ্বিতীয় ফেভারিট হিসেবে তারা দেখছে অস্ট্রেলিয়াকে। তাদের বাজির দর ৫.০। গত কয়েকটি সিরিজের ফর্ম বিচারেই এমন রেটিং। অস্ট্রেলিয়া সবশেষ খেলা সিরিজে হারিয়েছে নিউজিল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ আর পাকিস্তানকে। আবার অস্ট্রেলিয়াকে সহজে হারিয়েছে ভারত। তাই এই অঙ্কেই বাজিকরদের ফেভারিট রোহিত শর্মার দল।

গত দুইবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইন্ডিজ কিংবা আফ্রিদিদের পাকিস্তানকেও হিসাবের বাইরে রাখার উপায় নেই। বাংলাদেশ এবার দ্বিতীয় রাউন্ডে চোখ রেখে বিশ্বকাপ খেলতে গেছে যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে। তবে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড তাদের এক ভিডিওতে বলেছে, শিরোপা স্বপ্নের কথা। সবমিলিয়ে এই বিশ্বকাপ কে পাবে, নতুন নাকি পুরোনো চ্যাম্পিয়নরাই সেটাই দেখার।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৪ : ভারতের ম্যাচের তালিকা

নিউইয়র্ক, ৩১ মে (হি.স.): নিউইয়র্কের নাসাউ কাউন্টি ক্রিকেট স্টেডিয়ামে শনিবার, ১ জুন বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচ দিয়ে টুর্নামেন্টে ভারতের যাত্রা শুরু হবে। ৫ জুন নিউইয়র্কে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ খেলবে ভারত। এরপর ৯ জুন নাসাউ কাউন্টি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ভারত খেলবে পাকিস্তানের বিপক্ষে।

ভারতের ম্যাচের সূচি:

**বাংলাদেশ - ১ জুন নিউইয়র্কের নাসাউ কাউন্টি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ওয়ার্ম আপ ম্যাচ।

**বনাম আয়ারল্যান্ড - ৫ জুন নিউইয়র্কের নাসাউ কাউন্টি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে।

**পাকিস্তান বনাম - ৯ জুন নিউইয়র্কের নাসাউ কাউন্টি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে।

**বনাম ইউএসএ - ১২ জুন নিউইয়র্কের নাসাউ কাউন্টি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে গ্রুপ এ

**বনাম কানাডা - ১৫ জুন লডারহিলের সেন্ট্রাল ব্রওয়ার্ড রিজিওনাল পার্ক স্টেডিয়াম টার্ফ গ্রাউন্ডে গ্রুপ এ।

টি এফ এ-র সভাপতির প্রতি কল্যান চৌবের অভিনন্দন বার্তা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অভিনন্দন বার্তা এসেছে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন থেকে। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি প্রণব সরকারের প্রতি প্রেরিত এক অভিনন্দন বার্তায় অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কল্যাণ চৌবে আগামী দিনে ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আরও সাফল্যের লক্ষ্যে এগিয়ে যাবে বলে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। মুখ্যত, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরিচালন কমিটি গঠিত হওয়ার প্রেক্ষাপটে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব এবং সম্প্রীতির বাতাবরণের ভূয়ষী প্রশংসা করে আগামী দিনেও তা জারি রাখার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

টিএফএ-র সভাপতি প্রণব সরকার, উনার পুরো টিম নিয়ে যেভাবে ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন কে বিশেষ করে ত্রিপুরা ফুটবলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে দৃঢ় সংকল্প হয়ে কাজ করছেন সে বিষয়েও তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

সিঙ্গাপুর ওপেন ২০২৪ : ট্রিসা-গায়ত্রী সেমিফাইনালে

সিঙ্গাপুর, ৩১ মে (হি. স.): শুক্রবার সিঙ্গাপুর ওপেনের সেমিফাইনালে উঠলেন ভারতের ত্রিসা জলি এবং গায়ত্রী গোপীচাঁদ। তারা শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী ষষ্ঠ বাছাই দক্ষিণ কোরিয়ার জুটি কিম সো ইয়ং এবং কং হি ইয়ংকে পরাজিত করেছেন। এক ঘণ্টা ১৯ মিনিটের কোয়ার্টার ফাইনালে ১৮-২১, ২১-১৯, ২৪-২২ ব্যবধানে জিতলেন ভারতীয় এই জুটি। বিশ্বের ৩০ নম্বর এই ভারতীয় জুটি গত বছর হ্যাংজু এশিয়ান গেমসে এই প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে হেরেছিলেন। এদিন খেলায় জিতে তারা প্রতিশোধ নিলেন। শনিবার সেমিফাইনালে ট্রিসা এবং গায়ত্রী, চতুর্থ বাছাই জাপানি জুটি নামি মাতসুয়ামা এবং চিহারু শিদার বিরুদ্ধে খেলবেন।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

বিশ্ব তামাক বিরোধী দিবস

জিবি হাসপাতালে সচেতনতা কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মে: বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবসে রাজ্যে তামাক সেবন হ্রাস করার লক্ষ্যে জিবি হাসপাতালে বিভিন্ন সচেতনতা মূলক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রসঙ্গত, প্রতি বছর ৩১ মে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস পালিত হয়। ১৯৮৭ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক এই দিবসটি সূচিত হয়েছিল। তার একমাত্র লক্ষ্য তামাক ব্যবহারের সাথে সম্পর্কিত স্বাস্থ্য ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা এবং তামাক সেবন হ্রাস করার জন্য কার্যকর নীতির সমর্থন করা।

এদিন জনৈক ডাক্তার বলেন, রাজ্যেও আজকে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবসটি বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে পালন করা হয়েছে। এরই অঙ্গ হিসেবে জিবি হাসপাতাল অনুষ্ঠিত হয়েছে বিভিন্ন সচেতনতা মূলক কর্মসূচি। তাছাড়া, এজিএমসি টিচারস ফোরামের উদ্যোগে সচেতনতামূলক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। পাশাপাশি ডিপার্টমেন্ট অফ কমিউনিটি মেডিসিনের উদ্যোগে সিগনেচার ক্যাম্পেন অনুষ্ঠিত হয়েছে।তাছাড়া আজ বিশ্ব তামাক মুক্ত দিবস উপলক্ষ্যে প্রত্যেক জেলায় বিভিন্ন সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে, যেমন- বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, ক্যুইজ প্রতিযোগিতা, পোস্টার তৈরী প্রতিযোগিতা, ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন, আলোচনা সভা ও শপথ গ্রহণ ইত্যাদি। এই অনুষ্ঠানগুলিতে আগামী প্রজন্মকে তামাক মুক্ত থাকা ও সুস্থ থাকার জন্য আহ্বান করা হয়। তাছাড়া ধূমপান বা তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহারের ফলে মানবদেহে কি কি সমস্যা হতে পারে সে বিষয়ে সকলকে সচেতন করেন। এর মধ্যে বিদ্যালয়কেগুলিতে তামাক মুক্ত রাথার জন্য সিওটিপিএ আইন বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

বিলোনিয়ায় পানীয় জল, ব্যাঙ্কের শাখা তুলে নেওয়ার দাবিতে অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৩১ মে: পানীয় জলের দাবিতে পথ অবরোধকারীদের সঙ্গে অভব্য আচরণ করল শাসকদলের নেতারা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। পানীয় জল না পেয়ে পথ অবরোধ করলো বিলোনিয়া নেতাজী পল্লী এলাকার প্রমিলা বাহিনীরা। দুইদিন ধরে পানীয় জল ঠিকভাবে পাচ্ছে না। যার জেরে নাজেহাল এলাকাবাসীরা।

ক্ষুব্ধ হয়ে নেতাজী পল্লী প্রমিলা বাহিনীরা কলসি, বালতি নিয়ে অবরোধে বসে নেতাজী পল্লী এলাকার রাস্তা। ঘটনার খবর পেয়ে এলাকার নেতৃত্বরা ছুটে আসে অবরোধস্থলে। নেতারা অবরোধকারীদের রাস্তা অবরোধ তুলে নেওয়ার জন্য এক প্রকার হুমকি দেয় বলে অভিযোগ রয়েছে।

খবর পেয়ে ছুটে আসে বিলোনিয়া থানার পুলিশ। খবর দেওয়া হয় কাউন্সিলর সহ বিলোনিয়া পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যানকে। এরপর জল পাওয়ার আশ্বাস পায় অবরোধকারীরা। অবশেষে জলসম্পদ দপ্তর থেকে জলের ট্যাঙ্কের দুটি গাড়ি ছুটে আসে নেতাজী পল্লী এলাকায়। পানীয় জল পেয়ে অবরোধ প্রত্যাহার করেন এলাকাবাসীরা।

এদিকে বিলোনীয়া মহকুমার চিত্তামারায় এসবিআই ব্যাংকের শাখা তুলে নেওয়ার খবর প্রকাশ হতেই এলাকার জনগণের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। এলাকার সাধারণ জনগণ যৌথভাবে মিলিত হয়ে বিভিন্ন প্লে কার্ড হাতে নিয়ে আজ সকাল নয়টা থেকেই বিলোনীয়া আগরতলা সড়ক অবরোধে বসে।

অবরোধকারী জনগণের বক্তব্য দশ বছর আগে এলাকার জনগণের কথা মাথায় রেখে চিত্তামারা বাজারে এসবিআই ব্যাংকের শাখা স্থাপন করা হয়। ইতিমধ্যে ব্যাংক শাখায় নয় শতাধিক আমানতকারী শাখা অফিসে একাউন্ট খোলে। এছাড়া এই শাখা অফিসে এলাকার রেগার একাউন্ট,সামাজিক ভাতা, আবাসনের টাকা ইত্যাদি এই শাখা অফিসের মাধ্যমে লেনদেন হচ্ছে। এলাকার পাঁচটি পঞ্চায়েতের জনগণ এই ব্যাংকের সুবিধা নিচ্ছে। এলাকার জনগণ জানতে পেরেছে এই ব্যাংক শাখা বীরচন্দ্র মনুতে স্থানান্তর করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই খবর প্রকাশ পেতেই এলাকার পুরুষ মহিলারা মিলে এর প্রতিবাদ জানাতে রাস্তা অবরোধ করে রাখে।অবরোধকারীদের বক্তব্য এসবিআই ব্যাংক শাখা স্থানান্তরের ফলে সাধারণ জনগণ সামান্য ভাতার টাকা তুলতে

বীরচন্দ্র আসা যাওয়া করতে গিয়ে তাদের হাতে কিছুই থাকবে না। এলাকার জনগণ জেলা শাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এসবিআই ব্যাংকের শাখা অফিস স্থানান্তর না করার আবেদন জানান।

মদ সহ গ্রেপ্তার এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৩১ শে মে: গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বিলেতি মদের বোতল উদ্ধার সহ পুলিশ আটক করে এক ব্যক্তিকে। পুলিশের হাতে আটক ব্যাক্তির নাম হানিফ মিয়া।শুক্রবার বিকেল পাঁচটায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চলে বিলোনিয়া থানাধীন সাড়াসীমা শিকারি পাড়া এলাকার হানিফ মিয়ার বাড়িতে। বিলোনিয়া থানার পুলিশ ও ৪৫ নং বিএসএফের যৌথ উদ্যোগে এই অভিযান চালিয়ে বাড়িতে তল্লাশি শুরু করে পুলিশ ও বিএসএফের জওয়ানরা। তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ হানিফ মিয়ার ঘর থেকে বিলেতি মদের কার্টুন উদ্ধার করে। পাশাপাশি বাড়ির মালিক হানিফ মিয়াকে আটক করে পুলিশ। এরপর পুলিশ উদ্ধারকৃত বিলেতি মদ সহ হানিফ মিয়াকে নিয়ে আসে বিলোনিয়া থানাতে। মোট ৯৫ টি বিভিন্ন সাইজের বিলেতি মদের বোতল উদ্ধার করে পুলিশ। বিশেষ সূত্রে জানা যায়, বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে এই বিলেতি মদের বোতল অবৈধভাবে মজুদ করে রাখে হানিফ মিয়া। পুলিশ এনডিপিএস এক্টের মামলার ধারা নিয়ে হানিফ মিয়াকে গ্রেপ্তার করে তদন্ত শুরু করেছে।

গ্র্যাচুইটি প্রদানের দাবিতে ডেপুটেশন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মে: উচ্চ আদালতের নির্দেশ মতো ন্যায্য পাওনা মিটিয়ে দেওয়ার দাবিতে সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দফতরে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা ডেপুটেশন প্রদান করেন।

এদিন জনৈক অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী বলেন, গত ৯ মে অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা কর্মীদের পেমেন্ট অফ গ্র্যাচুইটি অ্যাক্ট অনুযায়ী গ্র্যাচুইটি প্রদান করার নির্দেশ দিয়েছে উচ্চ আদালত। তাই তাঁদের দাবি অতিসত্বর ন্যায্য পাওনা মিটিয়ে দেওয়া হোক।

প্রসঙ্গত, রাজ্য সরকার অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা কর্মীদের গ্র্যাচুইটি প্রদান করতে অস্বীকার করেছিল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে কুড়িজন মহিলা অঙ্গনওয়ারী সহায়িকা কর্মী উচ্চ আদালতে মামলা করেছিলেন। গত ৯ মে মামলার রায়ে বিচারপতি এস দত্ত পুরকায়স্থ জানিয়েছিলেন অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা কর্মীরা পেমেন্ট অফ থ্যাচুইটি অ্যাক্ট অনুসারে গ্র্যাচুইটি পাওয়ার যোগ্য। তাই রাজ্য সরকারকে সকল অঙ্গনারী সহায়িকা কর্মীদের অবসরে যাওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে গ্র্যাচুইটি প্রদান করতে হবে। ৩০ দিন পার হলে এর সঙ্গে ৭ শতাংশ সুদ সমেত সেটি প্রদান করতে হবে। উচ্চ আদালতের এই রায়ে খুশি হয়েছেন অঙ্গনওয়ারী কর্মীরা।

বিলোনিয়া সফরে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৩১ শে মে:- ৪ঠা জুন লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হবে। এরই মধ্যে কংগ্রেস দলের নেতৃত্বরা দলীয় প্রস্তুতি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি স্ট্রংরুম ও ভোট গননা কেন্দ্র পরিদর্শন সহ ভোট গননা যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় সেই দিকে লক্ষ্য রেখে রাজ্যের বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্র চষে বেড়াচ্ছেন প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃত্বরা।

শুক্রবার দুপুর দেড়টায় বিলোনিয়া সফরে আসেন প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি তথা ইন্ডিয়া ব্লকের পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের প্রার্থী আশিষ কুমার সাহা। সফরে এসে বিলোনিয়া কংগ্রেস ভবনে সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের মুখোমুখি হয়। সংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে জানান, সারাদেশের গ্রাউন্ড লেবেলের রিপোর্ট ও সামাজিক মাধ্যম, ইউটিউবার , রাজনৈতিক বিশ্লেষক সহ দলীয় রিপোর্ট অনুযায়ী ইন্ডিয়া ব্লক আসন সংখ্যার দিক থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠতায় এগিয়ে আছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।

পাশাপাশি এই দিন রাজ্যের আইনের শাসন নেই বলে অভিমত ব্যক্ত করে বলেন রাজ্যে কাজ নেই, খাদ্য নেই , জনগন দিশেহারা। জনগণের মৌলিক চাহিদার স্বার্থে কংগ্রেস দল আন্দোলন গড়ে তুলবে বলে জানান। এই দিনের সফর সঙ্গী হিসেবে ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস নেতা প্রাক্তন মন্ত্রী মনীন্দ্র রিয়াং সহ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির অন্যান্য নেতৃত্বরা। এছাড়াও ছিলেন দক্ষিণ জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি মৃদুল পাটারি, বিলোনিয়া ব্লক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি দেবাশীষ মজুমদার সহ জেলা ও ব্লক স্তরের বরিষ্ঠ কংগ্রেস নেতৃত্বরা।এরপর কংগ্রেস ভবনে শুরু হয় দলীয় কর্মীদের নিয়ে সাংগঠনিক বৈঠক। বৈঠকে ভোট গননা প্রস্তুতি সহ আসন্ন ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করেন প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি তথা ইন্ডিয়া ব্লকের পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের প্রার্থী আশিষ কুমার সাহা।

সিপিআইএম কমলপুর মহকুমা অফিসে দুষ্কৃতীদের হামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ৩১ মে: কমলপুর মহকুমার সিপিআই(এম) অঞ্চল অফিসটিকে বৃহস্পতিবার রাতে আক্রমন সংগঠিত করে দুর্বৃত্তরা। বৃহস্পতিবার সারা দেশের সাথে কমলপুর মহকুমার সর্বত্র সি আই টি ইউ''র ৫৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়। এই প্রতিষ্ঠা দিবস সালেমা অঞ্চল অফিসের সম্মুখে ও সুসজ্জিতভাবে পালন করা হয়। এই প্রচারসজ্জা নষ্ট করার পাশাপাশি পার্টি অফিসের দরজা ভেঙে চেয়ার টেবিল ও বিভিন্ন ছবি ভাংচুর করে এবং কয়েকটি চেয়ার নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা।

এই ঘটনার খবর পেয়ে সি পি আই (এম) রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য রাধাচরণ দেববর্মা, সি পি আই (এম) কমলপুর মহকুমা কমিটির সম্পাদক অঞ্জন দাস, ধলাই জেলা কমিটির সদস্য বদরভোম হালাম, মহকুমা কমিটির সদস্য রাজকুমার দেববর্মা, অঞ্চল নেতৃত্ব প্রনয় দেববর্মা, সুখময় দেববর্মা, ধনচন্দ্র দেববর্মাসহ অন্যান্যরা ক্ষতিগ্রস্ত অফিসটি পরিদর্শন করেন।

এখানে সি পি আই (এম) কমলপুর মহকুমা কমিটির সম্পাদক অঞ্জন দাস বলেন ২০১৮ সালে সরকার পরিবর্তনের পর এই নিয়ে ছয়বার অফিসটি আক্রান্ত হয়েছে। এই সালেমাতেই ২৬ শে এপ্রিল ভোটের দিন তিনজন পার্টি কর্মী আক্রান্ত হয়। এই ঘটনার জন্য শাসকদলকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে সিপিএম নেতৃত্বরা।

সুষ্ঠুভাবে ভোট গণনা সম্পন্ন করতে বৈঠকে মিলিত বিলোনিয়া মহকুমা শাসক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৩১ মে:- বিলোনিয়া মহকুমার তিনটি বিধানসভা কেন্দ্রের জনতার রায় ইভিএম বন্দি হয়ে আছে বিলোনিয়া উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের স্ট্রংরুমে। এই উপলক্ষে শুক্রবার বিকেল চারটায় বিলোনিয়া মহকুমা শাসক কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে, অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার তথা মহকুমা শাসক রিঙ্কু লাথার এর পৌরহিত্যে অনুষ্ঠিত হয় সাংবাদিক সম্মেলন।

রাজ্যে দুই দফা ভোট পর্বের মতো ভোট গণনাও যাতে সুষ্ঠু শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয় সেই বিষয়েই আলোচনা করেছেন মহকুমা শাসক। সব রাজনৈতিক দলের কাছে আহবান রাখেন যেন শান্তিপূর্ন পরিবেশে ভোট গননার কাজ শেষ হয়। এছাড়াও তিনি ভোট গননা কেন্দ্রে যেতে হলে কি কি নিয়ম নির্দেশিকা মানতে হবে সেই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। তিনি একটি কথাই বলেন যাতে সকলে গননা কেন্দ্রে নির্বাচনী আচরণ বিধি পালন করে। সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিরা ভোট গননা কেন্দ্রে কি কি আচরণ বিধি পালন করতে হবে সেই বিষয়ে মহকুমা শাসক রিঙ্কু লাথা অবগত করেন সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের। এই দিনের আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে মহকুমা শাসক রিংকু লাথার এছাড়াও ছিলেন ডিসিএম সঞ্জয় শীল।

পান সুপারী চাষীরা বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন, ১৩ দফা দাবিতে সারা ভারত কৃষক সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মে: ত্রিপুরায় প্রায় ২৫ হাজার পান ও সুপারী চাষী রয়েছেন। বর্তমানে তাঁরা বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন। কিন্তু উদ্বেগের বিষয়, গত ৬ বছরে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে কোনো সহযোগিতার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। তাই সারা ভারত কৃষক সভার ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারের নিকট ১৩ দফা দাবি জানানো হয়েছে। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই জানিয়েছেন সংগঠনের ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি সম্পাদক পবিত্র কর।

এদিন সারা ভারত কৃষক সভার ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি সম্পাদক পবিত্র কর বলেন, পান ও সুপারী চাষ একটি অর্থকরী ফসল। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় পান ও সুপারী চাষ হয়ে থাকে। কিন্তু বর্তমানে পান ও সুপারী চাষীরা বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন। সুপারী রাজ্যে ও বহিরাজ্যে বিক্রি করা সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু উদ্বেগের বিষয়, গত ৬ বছরে বিজেপি সরকারের তরফ থেকে চাষীদের সহযোগিতা করার কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করে নি। তাই সারা ভারত কৃষক সভার ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারের নিকট ১৩ দফা দাবি জানানো হয়েছে।

দাবিগুলো হল, পানচাষীদের সহজ সর্তে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা হোক, সরকারী উদ্যেগে পান চাষে সহায়তা করা,রেগা প্রকল্পে নতুন পান বরজ গড়ে তোলা হোক, ঝড় ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতি গ্রস্ত পান চাষীদের সহায়তা করা, পানের প্রশিক্ষন এবং গবেষনার কেন্দ্র স্থাপন করা, আগরতলায় সমবায়ের মাধ্যমে পান বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। পানের আড়ৎ স্থাপন করা হোক। পাশাপাশি বিনা মুল্যে পানচাষীদের খৈল, সার, কীটনাশক বি,এল, ডারুউ স্টোরের মাধ্যমে সরবরাহ করা হোক, ফরেষ্টের কাছ থেকে ছন ও বাশের মাশুল ছাড় দেওয়া হোক, পানচাষীদের প্রধানমন্ত্রী কৃষক সম্মান নিধির আওতায় আনা, পান চাষীদের জন্য সবজী চাষীদের মত গ্রীন হাউস বিনা মূল্যে তৈরী করে দেওয়া, সুপারী চাষ সম্প্রসারনে দপ্তরে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া ,সুপারী রাজ্যে ও বহিরাজ্যে বিক্রি করতে সরকারকে সহায়তা করতে হবে এবং উন্নত মানের সুপারীর চারা দপ্তর থেকে বিনা মূল্যে দেবার ব্যবস্থা করা হোক।

কেআইআইটি- এর বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

ভুবনেশ্বর, ৩১ মে: প্রতিবছরের মতো এবছরও কেআইআইটি-এর বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার কেআইআইটি- এর বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে ভুবনেশ্বরে। ভারতে নিযুক্ত মঙ্গোলীয় রাষ্ট্রদূত গনবোল্ড ডাম্বাজে সহ বিশিষ্ট বক্তারা শিক্ষা ও নারীর ক্ষমতায়নে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদানের প্রশংসা করেন এদিনের অনুষ্ঠানে।

এদিনের অনুষ্ঠানে মোট ৬৬৫ জন প্রার্থী তাদের ডিগ্রি গ্রহণ করেন। চিকিৎসা ক্ষেত্রে ১৫৮ জন শিক্ষার্থীকে ডিএম, এমডি/এমএস এবং এমবিবিএস ডিগ্রি প্রদান করা হয়েছে। একইভাবে ৯৪ জন শিক্ষার্থীকে বিডিএস (ডেন্টাল) এবং ৯৬ জন এম.এসসি. নার্সিং এবং বি এসসি. নার্সিং ডিগ্রি প্রদান করা হয়েছে। এবছর বিদেশী ছাত্রদের মধ্যে, তিনজন পিএইচ.ডি. ডিগ্রি, ৪১ জন স্নাতকোত্তর ডিগ্রি এবং ২৭৪ জন স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছে।

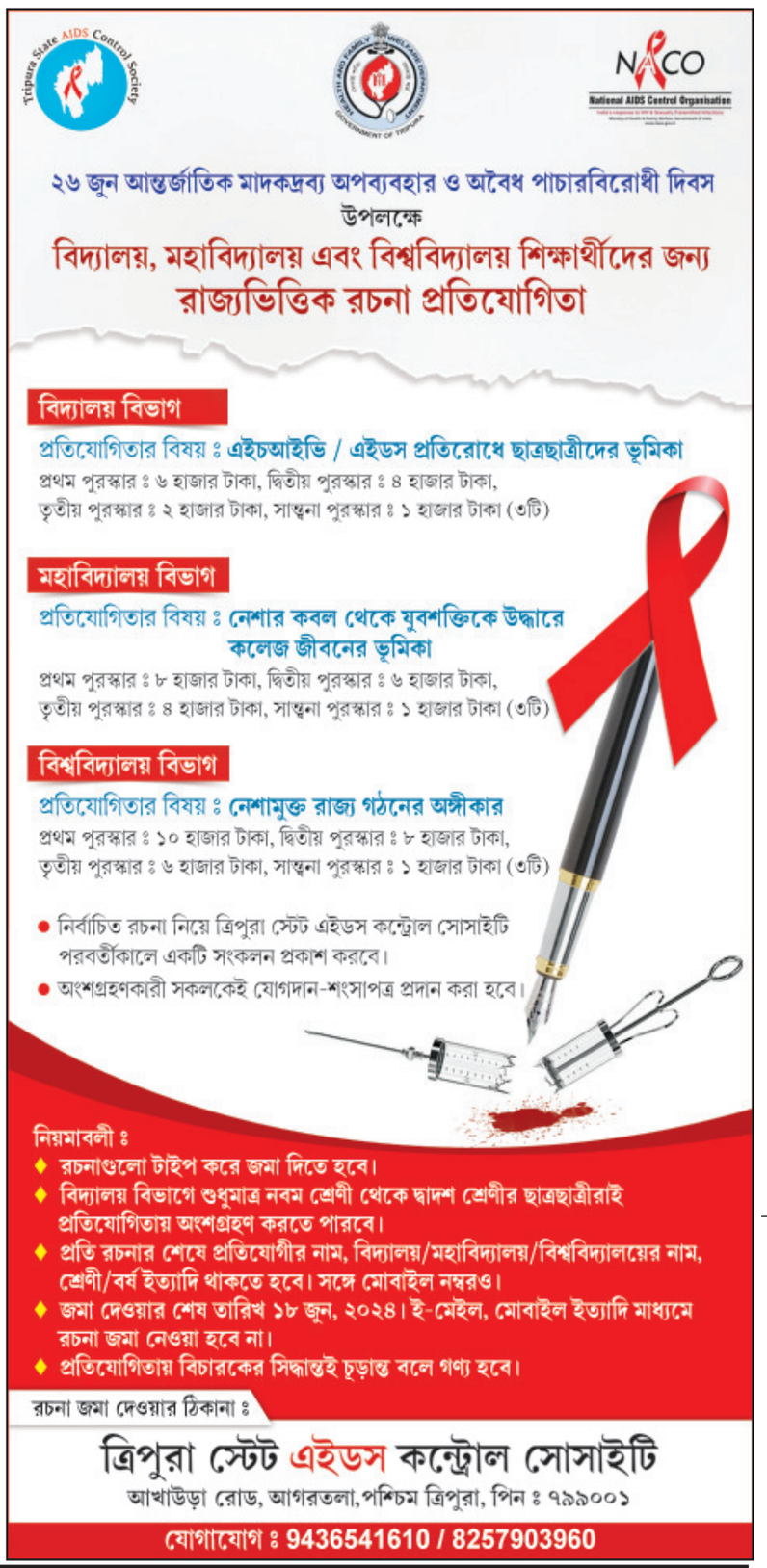

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।